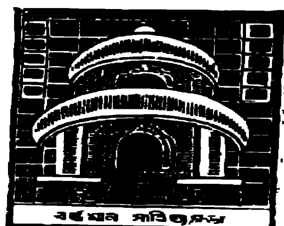
বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী

বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী

ও গীতিত্রিংশতিকা

শ্রীসুকুমার সেন



সাহিত্য-সভা
বর্দ্ধমান

প্রকাশক :
শ্রীকালীপদ সিংহ, এম্-এ,
সচিব সাহিত্য-সভা
বৰ্দ্ধমান, ১৩৫৪

মূল্য আড়াই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা

সাহিত্যসভার শ্রদ্ধেয় সভাপতি, ছাত্রবৎসল অদীনপুণ্য আচার্য্য শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রমোহন বসু মহাশয়ের পঞ্চসপ্ততিবর্ষ-বয়ঃপূর্ত্তি উপলক্ষ্যে এই গুরুপূজাঞ্জলি অর্পিত হইল ॥

যদত্র পুণ্যং তদ্‌ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায়-
মাতাপিতৃপূর্ব্বঙ্গমং কৃত্বা নিখিল-
সত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয়ে ॥

ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচশ বছর ধরে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপালের রাজসভার আশ্রয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্যাপতি-রহস্যের গ্রন্থিমোচন উপলক্ষ্যে তার কতকটা ধারাবাহিক ইতিহাস দিতে চেষ্টা করেছি। বাংলার সঙ্গে এই সব দেশের ঘনিষ্ঠ সংযোগসূত্র বার করবার চেষ্টা করেছি। পূর্বভারতের এই প্রান্তে ত্রয়োদশ-শতাব্দীর স্বল্পজ্ঞাত ইতিহাসের কোন কোন বিষয়ের আলোচনাও করেছি। গীতিত্রিংশতিকা অংশে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপালে লেখা মৈথিল ও ব্রজবুলি কবিতার যথাসম্ভব খাঁটি নিদর্শন দিয়েছি। কবিতাগুলি সবই গতানুগতিক ধরণের নয়।

মুসলমান-অধিকারের আগে পূর্বভারতের এই প্রান্তগুলি সংস্কৃতিতে ও ভাষায় প্রায় একই ছিল। ত্রয়োদশ শতকের পরেও অনেককাল ধরে মিথিলা-মোরঙ্গ-নেপাল বৃহত্তর বাংলার বাইরে ছিল না। নেপালের পার্বত্য নীড়ে সুরক্ষিত হয়েই তবে বাংলার প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতির মঞ্জুষা ধ্বংসের হাত এড়িয়ে এসেছে। বাংলার সবচেয়ে পুরানো পুথিগুলি—এত প্রাচীন পুথি ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় নি—নেপালেই ছিল এবং কতক এখনো আছে। এরকম দুটি পুথির প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এ দুটি এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আছে, এবং আশা করি স্বাধীন ভারতে অচিরে ফেরৎ আসবে।

প্রথম প্রতিলিপিটি প্রজ্ঞাপারমিতার পুথি, একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহীপাল-দেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে লেখা কোন এক প্রবরমহাযানযায়ী শাক্যভিক্ষুর ব্যবহারের জন্যে। পুথি নকল করবার খরচ যুগিয়েছিলেন বহুভূতির কন্যা লাডাকা। লেখা হওয়ার পরেও অনেককাল ধরে পুথিটি বাংলাদেশেই ছিল, কেননা মাঝে মাঝে মার্জিনে পরবর্ত্তী কালের হাতের একাধিক ছাঁদে লেখা টিপ্পনী আছে। এইকথা বেণ্ডল্ বলেছেন। মনে হয় মুসলমান-অভিযানের সময়েই এই মূল্যবান্ সচিত্র পুথিখানি নেপালে পৌঁছেছিল। সেকালের ভিক্ষু-সন্ন্যাসী-কবি-পণ্ডিতেরা প্রাণ সহজে দিতেন কিন্তু জীবন থাকতে পুথি নষ্ট হতে দিতেন না। সপ্তদশ শতকের এক কবি দেউল-দেহারা ধ্বংসের বর্ণনায় বলেছেন, "পুথি হাথে কর‍্যা কত দেয়াসি পলায়"।

দ্বিতীয় প্রতিলিপিখানি যে পুথির সেটি লেখা হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে, ভগ্নাবশেষ পাল-সাম্রাজ্যের শেষ উত্তরাধিকারী মগধের রাজা গোবিন্দপালদেবের অষ্টত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে। পুথি যখন লেখা হয় তখন গোবিন্দপাল-দেব রাজ্যভ্রষ্ট অথচ অন্য কেউ একচ্ছত্র হয়ে রাজসিংহাসন দখল করে নি। তাই লিপিকর, কায়স্থ শ্রীগয়াকর, লিখেছেন,—"শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎসংবৎসরে অভিলিখ্যমানঃ"। খাস বাংলাদেশে তখন বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যকাল চলছে। তখনো হয়ত জয়দেব জীবিত। তাঁর গীতগোবিন্দের মূল পুথি পাওয়া গেলে তাতে এই রকমই হাতের লেখার দেখা যেত। আধুনিক বাংলা অক্ষরের ঢঙ তখনই বেশ ফুটে উঠছে।

এই সঙ্গে গয়াকরের নকল করা আরও দুটি পুথি পাওয়া গেছে, একটি এক বছর আগে অপরটি এক বছর পরে লেখা। শেষের পুথিটি পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকাহ্নপাদের রচিত 'যোগরত্নমালা', হেবজ্রতন্ত্রের টীকা।

গয়াকরের পরম্পরা মগধে অনেক দিন চলেছিল। এঁর আড়াইশ বছর পরেও আর একজন বাঙালী কায়স্থ সুনিপুণ লিপিকর-চিত্রশিল্পীর সন্ধান পাচ্ছি। ইনি ছিলেন মগধের ঝার গ্রামের পত্তনিদার ("মগধদেশীয়-ঝারগ্রাম-সাসনিক") এবং কেরকী গ্রাম-নিবাসী করণ-কায়স্থ শ্রীজয়রাম-দত্ত। কালচক্রতন্ত্রের একটি সচিত্র পুথি ইনি লিখে (এবং এঁকে) দিয়েছিলেন প্রবরমহাযানযায়ী শ্রীমৎ শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রীর জন্যে।

মিথিলার শেষ অবহট্‌ঠ-কবি বিদ্যাপতি নন। এঁর প্রায় আড়াইশ-তিনশ বছর পরেও এক মৈথিল কবির লেখা একটি অবহট্‌ট পদ পাচ্ছি। ইনি হচ্ছেন আনন্দ-বিজয়-নাটিকার লেখক সরসরাম। নাটকের উপক্রমে অবহট্‌ঠ ছড়ায় কবির পোষ্টার বংশপরিচয় আছে। বিকৃত পাঠ যতটা সম্ভব উদ্ধার করে দিচ্ছি।

তক্ক-পক্কঅ-অক্কর-অক্কঅরো (?) সুই-পণ্ডিও
তীঅ সিস্‌স মহেস লকখণবেস- আণই-মণ্ডিও।
জীঅ জুত্তি-বখান সম্মহপাণ বট্টিঅ দপ্পআ
বীসমেই সমত্থ পণ্ডিঅ-সত্থ মানস-ছপ্পআ।

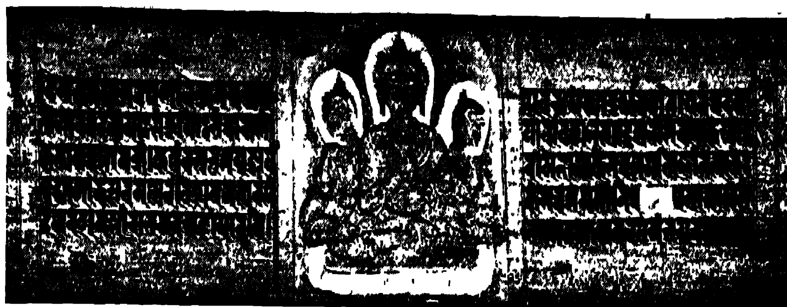
তীঅ পুত্ত কইত্তকম্ম-সুহাসমুদ্দ-[বরো]
সুহ-তীরহুতি-সমত্থভূব-বেরিপক্খ-ভয়ংকরো।
তীঅ সুও পুরিসোত্তমো সো অহীরখানি লুট্টিআ
সগ্গ-মত্ত-পআলহিঅঅং জীঅ কিত্তি তরঙ্গিআ।
দুবীঅ পুত্ত নরাঅণো ণরণাহ-লক্খণ-লক্খিও
জীঅ কম্ম বিপক্খ-লাঅ বি নেত-নীর ন সুক্খিও।
তীঅ সোঅর রাম-ভূপই দান কপ্প-ণরেসরা
দুবীঅ সোঅর স্থাম-পণ্ডিঅ কম্ম ধম্মিঅ-সেহরা।
ধম্মকম্মগরিট্ঠ তীঅ কনিট্ঠ সুন্দর-ভূবঈ
জীঅ রুঅ-বিলাস-তত্তি-সমুদ্দ মজ্জই জুব্বঈ।
জত্থ সুরতান [সব্ব-কজ্জ-ভার] সমপ্পিঅ সত্থআ
জেন সাহিঅ অপ্প তিপ্পি রাএসলাই অসদ্ধআ॥

একে আনাড়ি রচনা তায় অনভিজ্ঞের লিপি। তবে যে-পাঠ উদ্ধার করা গেল তাতেই কাজ চলে যাবে॥



সূচি

বিদ্যাপতি-গোষ্ঠী



১

২



১

চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতিকে বাঙালী বৈষ্ণব একযোগে স্মরণ করে এসেছে প্রায় পাঁচ শ বছর ধরে। বৈষ্ণব-বাড়ীর সন্তান নয় এমন সাধারণ শিক্ষিত বাঙালীর কাছে বৈষ্ণব গীতিকাব্যভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হল বিগত শতাব্দীর মাঝের দিকে। সেই সূত্রে বিদ্যাপতির সঙ্গে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর প্রথম পরিচয় ঘটল। এই পরিচয়ের দূত হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। ১৮৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বিবিধার্থসংগ্রহে তাঁর একটি ছোট প্রবন্ধ বেরিয়েছিল 'বঙ্গভাষার উৎপত্তি' নামে। তাতে বৈষ্ণব-কবিদের আলোচনা প্রসঙ্গে বিদ্যাপতির ভনিতায় একটি পদ উদ্ধৃত হয়েছিল। তারপর বিদ্যাপতির উল্লেখ এবং এক-আধটি পদ উদ্ধৃত দেখা যায় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়েব কবিচরিতে (১৮৬৯), মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্গভাষার-ইতিহাসে (১৮৭১), বালক রবীন্দ্রনাথের স্কুলের শিক্ষক এবং তাঁহার কাব্যচর্চ্চার অন্যতম প্রথম পরিপোষক, নর্মাল স্কুলের পদার্থবিদ্যাধ্যাপক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের বাঙ্গালা-সাহিত্যসংগ্রহে (১৮৭২) এবং রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙ্গালা ভাষা-ও-সাহিত্যবিষয়ক-প্রস্তাবে (১৮৭২-৭৩)। এর পরে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে জগদ্বন্ধু ভদ্রের মহাজন-পদাবলী (১৮৭৪-৭৫), অক্ষয়চন্দ্র সরকারের প্রাচীন-কাব্যসংগ্রহ (১২৮৫) এবং সারদাচরণ মিত্রের বিদ্যাপতির-পদাবলী (১২৮৫)। এঁরা সবাই ধরে নিয়েছিলেন যে বিদ্যাপতি বাঙালী কবি।

বিদ্যাপতির বাঙালীত্বে সংশয় তুললেন জন্ বীম্স্ ইণ্ডিয়ান্-অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় (১৮৭৩) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে। তারপরে বার হল বঙ্গদর্শনে (জ্যৈষ্ঠ ১২৮৫) রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেনামি প্রবন্ধ 'বিদ্যাপতি'। বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় যথার্থ প্রত্ন-গবেষণা এই প্রবন্ধে প্রথম দেখা গেল। মিথিলায় থেকে অনুসন্ধান করে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যে সব তথ্য রাজকৃষ্ণ প্রকাশ করলেন এই প্রবন্ধে তা তার অনুবর্ত্তীদের অবশ্যগ্রাহ্য হয়ে এসেছে। গ্রীয়র্সন রাজকৃষ্ণেরই পদবী অনুসরণ করেছেন তাঁর মৈথিল-ক্রেষ্টোম্যাথিতে (১৮৮২) এবং প্রবন্ধে (ইণ্ডিয়ান্-

অ্যান্টিকোয়ারি ১৮৮৫, ১৮৯৯)। রাজকৃষ্ণ জানিয়ে দিলেন মিথিলায় বিদ্যাপতির নামে এমন পদও প্রচলিত আছে যা বাংলাদেশে পাওয়া যায় নি।

এরকম অনেকগুলি পদ গ্রীয়র্সন প্রকাশ করলেন ক্রেস্টোম্যাথিতে। এই পদগুলি নিয়ে এবং পদকল্পতরু-পদামৃতসমুদ্র-কীর্ত্তনামৃত প্রভৃতি পদসংগ্রহ গ্রন্থ থেকে ব্রজবুলি পদগুলি বেছে নিয়ে একত্র করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলন করলেন বিদ্যাপতি-পদাবলী (১৩১৬) সারদাচরণ মিত্রের সঙ্কলনের নূতন সংস্করণ রূপে। নগেন্দ্রনাথ যদি বিদ্যাপতি-ভনিতার পদগুলি শুধু নিতেন তবে বলবার কিছু থাকত না। অনির্বিচারে কবিরঞ্জন-কবিবল্লভ ইত্যাদি ভনিতার ভালো ভালো পদগুলি বিদ্যাপতির বলে চালাতে গিয়ে তিনি ভিজে কম্বল ভারি করে দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনের ভার-বৃদ্ধি হয়েছে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের হাতে। তিনি (এবং তাঁহার সহযোগী শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র) নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনপদ্ধতিতে সংশয় প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হয়েছেন, বাছাই কাজে বেশি দূর অগ্রসর হতে সাহস করেন নি।

বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে নগেন্দ্রনাথ (ও তাঁর অনুবর্ত্তীরা) রাজকৃষ্ণ-গ্রীয়র্সনের অতিরিক্ত কিছু বলতে পারেন নি। উপরন্তু অর্বাচীন পাঠের ও অমূলক জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করে বিদ্যাপতিকে অসম্ভাবিতরূপে দীর্ঘজীবী অনুমান করতে বাধ্য হয়েছেন। এই গলদ লক্ষ্য করেছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় তা দ্রষ্টব্য। কিন্তু তিনিও প্রমাণগুলির প্রামাণ্য যাচাই না করে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সুরে সুর মিলিয়ে গেছেন। বিদ্যাপতির কালনির্ণয়ে হরপ্রসাদ নিজেরই সংগ্রহীত তথ্য—যা আমি এই আলোচনায় কাজে লাগিয়েছি—ব্যবহার করতে পারেন নি। তা ছাড়া বাঙালী বিদ্যাপতির অস্তিত্বও উপেক্ষিত হয়ে এসেছে, যদিও বহুকাল পূর্ব্বে (১৯০৫) শৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত এই কবির প্রতি শিক্ষিতসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের পূর্ব্বে মিথিলায় লেখা কোন বইয়ে বা পুথিতে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ নেই। বাংলায় চণ্ডীদাসেরও প্রায় সেই দশা। কবিদ্বয়ের মধ্যে আরও একটু মিল রয়েছে। চণ্ডীদাসের মত বিদ্যাপতিরও বহুত্ব-স্বীকার অপরিহার্য্য হয়েছে।

বৃহস্পতি বাচস্পতি ইত্যাদির মত বিদ্যাপতি শব্দটিও খুব পুরানো, যদিও বৈদিক এবং ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যে মেলে নি। শব্দটি বৈদিকের চেয়েও প্রাচীন, কেননা এটি প্রাচীন ঈরানীয় ভাষায় পাওয়া গেছে। আবেস্তায় সোমদেবতাকে সম্বোধন করা হয়েছে "বএদ্যাপইতে" (অর্থাৎ বিদ্যাপতে) বলে। অর্বাচীন সংস্কৃতে "বিদ্যাপতি" প্রথম পাই কবির নাম রূপে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই বিদ্যাপতি কবি মিথিলার সঙ্গে একেবারে সম্পর্কশূন্য ছিলেন না। ইনি ছিলেন কর্ণদেবের সভাকবি। এঁর লেখা পাঁচটি শ্লোক সদুক্তিকর্ণামৃতে সঙ্কলিত আছে। একাদশ শতাব্দীতে কর্ণদেব ও তাঁর পিতা গাঙ্গেয়দেব[১] তীরভুক্তি ও পশ্চিম বাংলা অবধি রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। কর্ণদেবের একটি ছোট প্রত্নলিপি পাওয়া গেছে বীরভূম-সীমান্তে পাইকোড়ে।

মৈথিল কবি দ্বিতীয় বিদ্যাপতিই আসল অর্থাৎ সুপ্রসিদ্ধ বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি বললে সকলে এঁকেই বুঝেন। এঁর পরেও বিদ্যাপতি নামে বা বিরুদে একাধিক কবি ছিল, বাংলাদেশে এবং মিথিলায়। ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে শ্রীখণ্ডের এক কবি বিদ্যাপতি-ভনিতায় পদ লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বিদ্যাপতির ভনিতায় বাংলা রাগাত্মিক পদ বহু পাওয়া গেছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি এক বাঙালী কবি বিদ্যাপতি সত্যনারায়ণের-পাঁচালী কাব্য লিখেছিলেন। গ্রীয়র্সনের সংগ্রহে মৈথিল কবি জয়রামের দুটি পদ আছে।[২] ভনিতায় কবির নামের সঙ্গে বিদ্যাপতি বিরুদ আছে, "ভণহিঁ বিদ্যাপতি কবি জয়রাম"।

বাংলায় যেমন নরহরি-জ্ঞানদাস-লোচন ইত্যাদির ভালো ভালো পদ পরবর্ত্তী কালের কীর্ত্তনিয়াদের মুখে এবং আঁখরিয়াদের কলমে "কহে চণ্ডীদাসে" ছাপ পেয়ে

১ ১০৭৬ সংবতে "মহারাজাধিরাজ-পুণ্যাবলোক-সোমবংশোদ্ভব-গরুড়ধ্বজ-শ্রীমদ্‌গাঙ্গেয়দেব-ভুজ্যমান-তীরভুক্তৌ কল্যাণবিজয়রাজ্যে" "কায়স্থপণ্ডিত" শ্রীগোপতি "নেপালদেশীয়" শ্রীআনন্দের জন্যে রামায়ণের পুথি লিখেছিলেন।

২ একটি পদের রূপান্তর ভোল ঝা সঙ্কলিত মিথিলা-গীতসংগ্রহ প্রথমভাগে আছে। সেটিকে নতুন পদ মনে করে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ বিদ্যাপতি-পদাবলীর মধ্যে নিয়েছেন (৭৮৩)।

এসেছে মিথিলায়ও তেমনি অনেক পদ "ভনই বিদ্যাপতি" মার্কা নিয়ে আমাদের কাছে পৌঁছেছে। বাংলার বৈষ্ণবসমাজে জয়দেব-পদ্মাবতীর নজিরে ও চণ্ডীদাস-রামীর আদর্শে বিদ্যাপতি-লছিমার রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী খাড়া হয়েছিল প্রায় তিন-চার শতাব্দী আগে। যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখলেন যে শ্রীচৈতন্য ভালো বাসতেন "চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি-রায়ের নাটক-গীতি" শুনতে তখন সহজপন্থী বৈষ্ণব সাধকরা বিদ্যাপতিকে তাঁদের একজন সিদ্ধাচার্য্য বানিয়ে নিলেন অনায়াসে।

কবি-সাধকসমাজের বাইরেও একজন বাঙালী বিদ্যাপতি ছিলেন। ইনি একটি চিকিৎসাগ্রন্থ লিখেছিলেন (১৬৬১) 'বৈদ্যরহস্য' নামে।[১] এই বিদ্যাপতির বাপের নাম বংশীধর।

১ মিত্র ১৪৮০।

বিদ্যাপতির জীবৎকাল নির্দ্ধারণ করতে গেলে প্রথমে আবশ্যক তাঁর পোষ্টা রাজা-জমিদারদের শাসন-কাল ঠিক করা। "মহামহোপাধ্যায় সৎঠক্কুর" শ্রীবিদ্যাপতি কামেশ্বর রাজপণ্ডিতের একাধিক বংশধরের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। এঁদের কাল ও পৌর্বাপর্য্য নির্ভর করছে প্রধানত বিদ্যাপতির সংস্কৃত ও প্রাকৃত (অবহট্ঠ) রচনার উপর। অতএব বিদ্যাপতির রচনাসূত্র অনুসরণ করা যাক।

কার্ণাট-বংশীয় হরসিংহদেব (বা হরিসিংহদেব) ছিলেন মিথিলার শেষ স্বাধীন ভূপতি। এঁর রাজধানী ছিল সিমরাওন-গড়। বাংলা মুসলমান-শক্তির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হবার শতাধিক বৎসর পরেও যে রাজবংশ পূর্ব্ব-ভারতের বৃহত্তম ভূখণ্ডে হিন্দুর স্বাধীনতা অটুট রাখতে পেরেছিল তার শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এই শেষ রাজা, সেনবংশের চূড়ামণি লক্ষ্মণসেনদেবের মতই। লক্ষ্মণসেনের মত হরসিংহও কাব্যগীতিরসের বোদ্ধা ছিলেন। বিদ্যাপতির পুরুষপরীক্ষার একটি গল্পে হরসিংহদেবের সঙ্গীতকলাজ্ঞানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। সেকালে উত্তরাপথের শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজা ছিলেন ইনি, তাই এঁকে কবিরা "হিন্দূপতি" বলে অভিনন্দিত করে গেছেন। দিল্লীর সুলতান ঘিয়াসু-দ্‌-দীনের সঙ্গে শেষ সংঘর্ষে (১৩২৩-২৪) পরাজয়ের ফলে তীরভুক্তি হরসিংহদেবের হস্তচ্যুত হয়। নেপাল-তরাইয়ে এঁর বংশ রাজত্ব করতে থাকে। এঁর সঙ্গে যে-সব কবি-পণ্ডিত-গুণী ছিলেন তাঁরা এবং তাঁদের বংশধররা নেপালেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। হরসিংহদেবের বংশের সঙ্গে নেপাল-রাজবংশের যোগাযোগ ঘনিষ্টতর হয়েছিল বিবাহসূত্রে।

হরসিংহদেবের সান্ধিবিগ্রহিক মহামন্ত্রী মহামহত্তক ঠক্কুর চণ্ডেশ্বর বড় পণ্ডিত ছিলেন। এঁরা বংশানুক্রমে রাজমন্ত্রী,—পিতা মহাসান্ধিবিগ্রহিক ঠক্কুর বীরেশ্বর, পিতামহ মহাসান্ধিবিগ্রহিক ঠক্কুর দেবাদিত্য, পিতৃব্য মহামহত্তক

গণেশ্বর (যিনি 'সুগতিসোপান'[১] ও 'দানপদ্ধতি'[২] লিখেছিলেন), পিতৃব্যপুত্র মহামহত্তক মন্ত্রী রামদত্ত (যিনি লিখেছিলেন যজুর্বেদীয় 'বিবাহাদিপদ্ধতি'[৩])। চণ্ডেশ্বরের লেখা বা লেখানো অনেকগুলি স্মৃতিনিবন্ধ আছে। সেকালের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত রাজমন্ত্রীরা সৈনাধিপত্যও করতেন। চণ্ডেশ্বরও হরসিংহদেবের বিজয়বাহিনীর নেতা হয়েছিলেন একাধিকবার। এঁর প্রশস্তিকার কবি লিখেছেন, মন্ত্রিরত্নাকর যখন সমরে অগ্রসর হতেন তখন হস্তিবল চমকিত হওয়ায় বঙ্গ-সৈন্য রণে ভঙ্গ দিত, কামরূপ-সেনা বিরূপ হত, চীনেরা কুঞ্জে বিলীন হত, লাটেরা পলায়নপর হত, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বঙ্গাঃ সংজাতভঙ্গাশ্চকিতকরিঘটাঃ কামরূপা বিরূপা-
শ্চীনা কুঞ্জাদিলীনাঃ প্রমুদিতবিলসৎ [কিঙ্কিণীকাঃ কিরাতাঃ]।
নেপালাদ্ ভূমিপালাদ্ ভুজবলদলিতাস্তে চলাটাশ্চ লাটাঃ
কর্ণাটাঃ কেন দৃষ্টাঃ প্রসরতি সমরে মন্ত্রিরত্নাকরস্য ॥

হরসিংহদেবের রাজ্যকালেই মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর রাজার প্রায় সমান মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। তার পরিচয় পাই "রস-গুণ-ভুজ-চন্দ্রৈঃ সংমিতে শাকবর্ষে" (=১৩১৪) বাগমতী-তীরে এঁর তুলাপুরুষ-দানে। পরবর্ত্তী কালে চণ্ডেশ্বরের এই কীর্ত্তি হরসিংহদেবের খ্যাতিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল পণ্ডিতসমাজে।

চণ্ডেশ্বর তাঁর পরিজনদের নিয়ে হরসিংহদেবের অনুগমন করেছিলেন নেপাল-তরাইয়ে। তবে তাঁর জ্ঞাতিরা কেউ কেউ দেশেই রয়ে গিয়েছিলেন। এঁদেরই একজন—রাজপণ্ডিত কামেশ্বর যিনি হরসিংহদেবের একজন সভাসদ্ ছিলেন—তীরভুক্তিতে নবাগত মুসলমান-শক্তির আনুকূল্য ও আনুগত্য করে হরসিংহের ভ্রষ্ট রাজ্যাংশের কিছু অধিকার পেয়েছিলেন। কামেশ্বরের পুত্র ভোগেশ্বর (বা ভোগেশ) ফীরূজ-শাহ তুঘলককে বাংলা-অভিযানে সহায়তা করেছিলেন বলে "রাউ" অর্থাৎ "রায়"[৪] উপাধি পেয়ে কতকটা যেন আনুষ্ঠানিকভাবে রাজসিংহাসন

১ লিপিকাল ল-সং ২২৪ (=১৩৪৩)। ২ ই ২৭১৫। ৩ লিপিকাল ল-সং ৪১৪ (=১৫৩৩)।

৪ ভোগেশ্বরের নাতিরা "রায়" উপাধি ছেড়ে রাজোচিত "সিংহ" পদবী নিয়েছিলেন।

লাভ করেছিলেন। তবে সে সিংহাসন স্বাধীন-রাজার নয়, সামন্ত-রাজার বা জমিদারের। বিদ্যাপতি কীর্ত্তিলতায় ভোগেশ্বর সম্বন্ধে লিখেছেন যে প্রিয়সখা বলে ডেকে ফীরুজ-শাহ তাঁকে সংবর্দ্ধিত করেছিলেন, "পিঅসখ ভণিঅ পিরোজ-সাহ সুরতান সমানল"।

ভোগেশ্বরের দুই পুত্র, গণেশ্বর (বা গণেশ) এবং ভবেশ্বর (বা ভবেশ)। কীর্ত্তিলতা অনুসারে ভোগেশ্বরের মৃত্যু হয় ২৫১ লক্ষ্মণ-সংবতে (= ১৩৭০)।[১] পিতার মৃত্যুর পর দু ভাই রাজ্য ভাগ করে নিয়েছিলেন, অথবা নেপাল-মোরঙ্গের প্রথামত দু ভাই একত্র অধিকার ভোগ করেছিলেন, কিংবা বড় ভাই একমাত্র রাজ্যাধিকারী হয়ে ছিলেন, তা বোঝা যায় না। তবে পরবর্ত্তী রাজারা যে-ভাবে গণেশ ও তাঁর ছেলেদের উপেক্ষা করে এসেছেন তাতে মনে হয় ভোগেশের সম্পত্তি ভাগাভাগি হয়েছিল। ভোগেশ মারা যাবার অল্পকাল পরেই গণেশ নিহত হলেন তীরভুক্তির প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তুর্কী মালিক অসলানের হাতে। গণেশের এই অপঘাতের মূলে হয়ত পারিবারিক ষড়যন্ত্র ছিল।

গণেশের তিন ছেলে, রামসিংহ, বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ। কীর্ত্তিলতার মতে বীরসিংহ বড়, কীর্ত্তিসিংহ ছোট।[২] কীর্ত্তিলতায় রামসিংহের নাম আছে প্রসঙ্গক্রমে, এবং মুদ্রিত পাঠ হচ্ছে "রাঅসিংহ"। কিন্তু "মিথিলামহীমহেন্দ্র" মহারাজাধিরাজ রামসিংহদেবের রাজ্যকালে (১৪৪৬ সংবৎ = ১৩৯০) লেখা পুথি পাওয়া গেছে। এঁর এক সদস্য পণ্ডিত শ্রীকর অমরকোষের টীকা লিখেছিলেন। মালিক অসলানের কবল থেকে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের আশা করে বীরসিংহ ও কীর্ত্তিসিংহ দু ভাই গেলেন জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহিম শর্কীর কাছে। ইবরাহিম তাঁদের ভিড়িয়ে নিলেন নিজের অভিযান-বাহিনীর সঙ্গে। মুখ ফুটে কিছু বলতে না পেরে ব্রাহ্মণসন্তান দু ভাই "তুলুক-সঙ্গে সঞ্চার পরম কট্‌ঠে আচার রক্‌খিঅ" দেশ-বিদেশ ঘুরতে ঘুরতে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে মহা ভাবনায়

১ তারিখে সন্দেহের কাবণ আছে। কীর্ত্তিলতা পড়লে মনে হয় যেন গণেশের মৃত্যুর ঠিক পরেই কীর্ত্তিসিংহ জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহিম শর্কীর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। অথচ ইব্‌রাহিমের রাজ্যকাল হচ্ছে ১৪০১-৪০! ২ গ ৪৭৪১ ('শুদ্ধিকল্পতরু')।

পড়লেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, আমাদের এই দুঃখকাহিনী মায়ের কানে গেলে তিনি কি আর বাঁচবেন।

তংখণে চিন্তই একপই কিত্তিসিংহ অরু রাএ
অম্মহ এত্তা দুক্খ সুনি কিমি জিব্বহ মঝু মাঞে।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা মনকে প্রবোধ দিলেন, সেখানে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আনন্দ-খান ও সুপবিত্র মিত্র শ্রীহংসরাজ আছেন, আমাদের সহোদর শ্রীরামসিংহ আছেন, মন্ত্রী গোবিন্দ-দত্ত আছেন, বীর হরদত্ত আছেন,—এঁরা নিশ্চয়ই মাকে প্রবোধ দিয়ে রাখবেন।

তহঁা অচ্ছএ মন্তি আনন্দ-খান
জে সন্ধি-ভেদ-বিগ্গহো জ্ঞান।
সুপবিত্ত-মিত্তো সিরি-হংসরাজ
সরবস্স উপেক্খই অম্হ কাজ।
সিবি অম্হ সহোদর রামসিংহ
সংগাম পরক্কম রুট্ঠ সিংহ।
গুণে গরুঅ মন্তি গোবিন্দ-দত্ত
তসু বংস-বড়াই কহঞো কত্ত।
হরক ভগত হরদত্ত নাম
সংগাম-কম্ম অজ্জুন মান।

তসু পরবোধে মাএ মঝু হিঅ ন ধরিজ্জই সোগ
বিপঅ ন আবই আসু ঘর জসু অনুরত্ত ও লোগ॥

যখন অসহ্য হল, সঙ্গীরা একে একে পরিত্যাগ করতে লাগল, তখন সাহস করে কীর্ত্তিসিংহ ও বীরসিংহ ইব্রাহিমের মন্ত্রীদের দ্বারস্থ হলেন। তাঁদের ওকালতিতে সুলতানের দয়া হল, তিনি তীরহুতের দিকে ফিরলেন। কীর্ত্তিলতা অনুসারে অসলানের সঙ্গে কীর্ত্তিসিংহের দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয়েছিল, তাতে অস্লানের পরাজয় হয়, কীর্ত্তিসিংহ তার প্রাণ না নিয়ে দয়া করে ছেড়ে দেন। এই যুদ্ধকাহিনী অতিশয়োক্তি বলে মনে হয়। আসলে ইব্রাহিমের বাহিনীর সামনে অসলান দাঁড়াতেই সাহস করে নি। যাই হোক ভাইদের পিতৃরাজ্য সমর্পণ করে ইব্রাহিম চলে যান।

মিথিলায় প্রচলিত একটি কাহিনী এই সঙ্গে তুলনীয়। এখানে নায়ক কীর্ত্তিসিংহ নন, শিবসিংহ। খাজানার দায়ে হোক অথবা ঔদ্ধত্যের জন্যে হোক দিল্লীর বাদশাহ্ তীরহুতে ফৌজ পাঠিয়ে দেন রাজাকে ধরে আনতে। শিবসিংহ বন্দী হয়ে দিল্লীতে নীত হলেন। বিদ্যাপতিও অনুগমন করলেন তাঁকে উদ্ধার করতে। বাদশাহের কাছে গিয়ে বিদ্যাপতি বললেন আমি না-দেখা ব্যাপার বলে দিতে পারি। পরীক্ষার জন্যে বিদ্যাপতিকে একটা সিন্দুকে চাবি দিয়ে রাখা হল। অনেকক্ষণ পরে তাঁকে ছেড়ে দিয়ে কয়েকটি মেয়েকে দেখিয়ে বলা হল ওরা এর আগে কি করেছে তা বর্ণনা করতে। মেয়েরা ইতিমধ্যে যমুনায় স্নান করেছিল। বিদ্যাপতি সঙ্গে সঙ্গে কবিতা রচনা করে দিলেন, "কামিনী করু অসনানে" ইত্যাদি। বাদশাহ্ খুশি হয়ে শিবসিংহকে ছেড়ে দিলেন এবং বিদ্যাপতিকে তাঁর নিবাসগ্রাম বিসপী জাগীর দিলেন। এই কাহিনী জনশ্রুতি মাত্র, তবে একেবারে অমূলক না হতে পারে। কীর্ত্তিসিংহের পিতামহ ভোগেশ ফীরুজ-শাহার অনুগত ছিলেন। সুতরাং দিল্লী-দরবারের সঙ্গে তাঁদের পূর্বাপর বাধ্যবাধকতা ছিল বলে মনে হয়। কীর্ত্তিসিংহের কীর্ত্তি কীর্ত্তিলতায় প্রচুর পল্লবিত হয়েছে, তবুও একথা বুঝতে দেরি হয় না যে দিল্লীর অথবা জৌনপুরের মুসলমান সুলতানের কাছে তাঁদের যথেষ্ট কষ্ট—সম্ভবত বন্দীর দশা—ভোগ করতে হয়েছিল।

তবে দিল্লীর বাদশাহের কাছে বিদ্যাপতির জাগীর পাওয়ার কথাটা নেহাৎ মিথ্যা বলেই মনে হয়। আসলে বিদ্যাপতিকে বিসপী গ্রাম কেউই রীতিমত লেখাপড়া করে দান করেন নি, না বাদশাহ্ না শিবসিংহ। শুধু বিদ্যাপতির নামডাকের জোরে তাঁর অধস্তন পুরুষেরা (?) গ্রামটির অধিকার ভোগ করে এসেছিলেন বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি। এই অধিকারে ছেদ পড়ল রেভিনিউ সার্ভের দরুন। তীরহুতে যখন সার্ভে হয় তখন বিসপী গ্রামের জমিদাররা স্বত্বপ্রমাণের জন্যে দাখিল করেছিলেন শিবসিংহের নামিত "শাসন" বা ভূমিদান-তাম্রপট্ট। বাদশাহী ফরমান দিলেও চলত কিন্তু পুরানো ফারসী দলিল তৈয়ারী করা ঢের বেশি কঠিন কাজ। শিবসিংহ কর্ত্তৃক বিদ্যাপতিকে দেওয়া এই শাসন-পট্টের কথা প্রথম উল্লেখ করেছিলেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। সবটা

প্রকাশ করলেন গ্রীয়র্সন (১৮৮৫)। রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়র্সন দুজনেই এটিকে অকৃত্রিম মনে করেছিলেন। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকের চোখে এটির কৃত্রিমতা অল্পকালের মধ্যেই ধরা পড়ল। শাসনে লক্ষ্মণ-সংবৎ[১], বিক্রম-সংবৎ[২] ও শক-সংবতের[৩] সঙ্গে "সন" অর্থাৎ ফসলী-হিজরী সংবতেরও[৪] উল্লেখ রয়েছে, অথচ সন প্রবর্তিত হয়েছিল প্রায় দু শ বছর পরে আকবরের দ্বারা! এক ঢিলে চার পাখীর পরিবর্তে চার ঢিলে এক পাখী মারতে গিয়ে আরো বিপদ ঘটল, চারটি তারিখে মিল নেই। দলিলটি যে জাল তার আরো প্রমাণ আছে। সে বড় মজার।

শোনা যায় যে-সাহেবের কাছে দলিলটি দাখিল করা হয়েছিল তিনি পণ্ডিত ডাকিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন। শাসনের শেষ শ্লোকের অনুবাদ শুনে সাহেব নাকি বলেছিলেন, আমরা হিন্দুও নই মুসলমানও নই, গোরু এবং শুওর দুইই আমাদের চলে; সুতরাং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে আমাদের শাপ লাগবে না। শাসন-পট্ট সত্ত্বেও সম্পত্তি গভর্নমেণ্টের খাস হল। অনুবাদের দোষে সাহেব ভুল ভেবেছিলেন। শাপ তাঁর উপর ফলেছিল কিনা জানি না, তবে শাসন-রচয়িতা খ্রীষ্টান সাহেবদেরও বাদ দেন নি। তাঁদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সুকৌশলে,—হিন্দু ও তুর্ক ছাড়া অপরে ভূমি অধিকার করলে আত্মমাংসের সঙ্গে স্বধর্ম্ম খেতে (ও খোয়াতে) হবে। শাসন-লেখকেব একথা অজ্ঞাত ছিল না যে সাহেবদেব কাছে একমাত্র অখাদ্য হচ্ছে মানুষের মাংস। শ্লোকটি এই,

গ্রামে গৃহ্নন্ত্যমুস্মিন্ কিমপি নৃপতয়ো হিন্দবোঽন্যে তুরুষ্কা
গোকোলং স্বাত্মমাংসৈঃ সহিতমনুদিনং ভুঞ্জতে স্বে স্বধর্ম্মম্।
যে চৈনং গ্রামরত্নং নৃপকররহিতং পালয়ন্তি প্রতাপৈ-
স্তেষাং সংকীর্ত্তিগাথা দিশি দিশি সুচিরং গীয়তাং বন্দিবৃন্দৈঃ॥

ভাষা অত্যন্ত ভুল। শিবসিংহের সভায় দিগ্‌গজ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। এমন অখাদ্য রচনা তাঁদের হাত থেকে বেরতে পারে না। শাসন-পট্টটি জাল, এবং হাল আমলের জাল।

[১] ২৯৩। [২] ১৪৫৫। [৩] ১৩২১। [৪] ৮০৭।

বিদ্যাপতির প্রথম বই 'কীৰ্ত্তিলতা'[১] যে কীর্তিসিংহের জীবৎকালেই লেখা হয়েছিল তা বোঝা যায় প্রত্যেক পল্লবের পুষ্পিকা-শ্লোক থেকে। যেমন, "চিরমবতু মহীং কীৰ্ত্তিসিংহো নরেন্দ্রঃ", "সদা সফলসাহসো জয়তি কীৰ্ত্তিসিংহো নৃপঃ" ইত্যাদি। শেষের শ্লোকে বলা হয়েছে যে শ্রীকীৰ্ত্তিসিংহ নৃপের এই বীরত্বকাহিনী অক্ষয় হোক এবং বিদ্যাপতির এই মধুরসনিঃস্যন্দী কাব্য আকল্প স্থায়ী হোক।

এবং সঙ্গরসাহসপ্রমথনপ্রালব্ধলব্ধোদয়াং
পুষ্ণাতু[২] শ্রিয়মাশশাঙ্কতরণীং শ্রীকীৰ্ত্তিসিংহো নৃপঃ।
মাধুর্য্যপ্রসবস্থলী গুরুযশোবিস্তারশিক্ষাসখী
যাবদ্ বিশ্বমিদং চ খেলনকবের্বিদ্যাপতের্ভারতী ॥

এখানে "খেলনকবি" কথাটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। "খেলন" কি বিদ্যাপতির আসল নাম অথবা বংশের নাম? এবং তাহলে "কবিশেখর" "কবিকঙ্কণ" ইত্যাদির মত "বিদ্যাপতি" কি রাজকবিদের—মিথিলার—উপাধি? কিন্তু "খেলনকবি" তো নামের মত শোনায় না। আপাতত এ সমস্যা সমাধানের উপায় দেখা যাচ্ছে না।

কীৰ্ত্তিলতার ভাষা অবহট্‌ঠ অর্থাৎ অর্বাচীন অপভ্রংশ। অবহট্‌ঠের নামান্তর "লৌকিক" বা "দেশি" ভাষা। বাংলা-হিন্দী-রাজস্থানী-মারাঠী প্রমুখ প্রাদেশিক ভাষাগুলি উদ্ভূত হবার পরেও অনেক দিন ধরে অর্বাচীন অপভ্রংশের যে সাহিত্যিক রূপ উত্তরাপথের এ-মূড়া বাংলা থেকে ও-মূড়া গুজরাট পর্য্যন্ত লৌকিক কাব্য-কবিতা-ছড়ার বাহনরূপে প্রচলিত ছিল তারই নাম অবহট্‌ঠ। বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্যের জড় পাওয়া যায় এই অবহট্‌ঠ সাহিত্যে। সমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যের

[১] ভাতগাঁওয়ের রাজা জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের আদেশে ৭৪৭ নেপাল-সংবতে (= ১৬২৭) দৈবজ্ঞ নারায়ণসিংহ কর্তৃক লেখা পুথি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩১)।
[২] মুদ্রিত পাঠ "পুনাতি"।

বিপুল রসভাণ্ডারের চাবি ছিল পাণ্ডিত্যের গুহায় নিহিত। পণ্ডিতেরা আবার প্রাকৃত-কাব্যের রসিক ছিলেন না। কিন্তু "দেশি" কবিতা পণ্ডিত-মূর্খ কারো কাছে অপাংক্তেয় ছিল না। তাই কীর্ত্তিলতার উপক্রমে বিদ্যাপতির এই কৈফিয়ৎ,

সক্কয়-বাণী বুহঅন ভাবই
পাউঅ-রস কো মম্ম ন পাবই।
দেসিল-বঅনা সবজন-মিট্‌ঠা
তেঁ তৈসন জম্পঞো অবহট্‌ঠা ॥

অর্থাৎ, সংস্কৃত-বাণী ভাবনা করে বুধজন ; প্রাকৃত-রসের মর্ম কেউ পায় না ; দেশয়ালি বচন সর্বজন-মিষ্ট ; তাই তেমনি করে—দেশি ঢঙে—আমি অবহট্‌ঠ বলছি।

কীর্ত্তিলতা বিদ্যাপতির প্রথম রচনা নয়। এটি লেখার আগেই বিদ্যাপতির (বিদ্যাপতি-পরম্পরার ?) কবিযশ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা না হলে এ কথা বলবার মত আত্মপ্রত্যয় বা সাহস তাঁর হত না, যে বালচন্দ্র ও বিদ্যাপতি-বাণী দুইই দুর্জনের উপহাসের বাইরে,—বালচন্দ্র শোভে হর-শিরে বিদ্যাপতি-বাণী নিত্য মুগ্ধ করে বিদগ্ধজনের মন।

বালচন্দ বিজ্জাবই-ভাসা
দুহু ন হি লগ্‌গই দুজ্জন-হাসা।
ও পরমেসর-হর-সির সোহই
ঈ নিচ্চই নাঅর-মন মোহই ॥

বালচন্দ্রের সঙ্গে নিজের কবিকৃতির তুলনা দেওয়াতে মনে হয় যে বিদ্যাপতির বয়স তখন তরুণ, এখনকার বিজ্ঞাপনের ভাষায় তখন তিনি "উদীয়মান কবি"।

কীর্ত্তিলতায় জৌনপুর শহরের উপভোগ্য বর্ণনা আছে। শহরের সমৃদ্ধির বর্ণনায় গ্রামীন তীরভুক্তির কবি হয়েছেন পঞ্চমুখ। ইতিহাসেও বলে যে ইব্‌রাহিম-শাহ শর্কীর[১] সময়ে জৌনপুরের শোভা দিল্লীর প্রতিস্পর্দ্ধী হয়েছিল।

[১] শর্কী উপাধির কোন ভালো ব্যাখ্যা হয় নি। আমার মনে হয় এঁরা হিন্দুবংশজাত, সম্ভবত পাহাড়ী ক্ষত্রিয়বংশীয়। ধর্ম্মগুপ্ত তাঁর রামায়ণ-নাটকে পোষ্টা শ্রীমান্ জয়যূথসিংহদেবকে "সুবকীকুল-কমলকাননবিকাশনৈকভাস্কর" বলেছেন। এই "সুরকী"-ই কি শর্কী হয়েছে?

কীর্ত্তিসিংহের রাজ্যকাল দীর্ঘ ছিল বলে মনে হয় না। তাঁর মৃত্যুর পর গণেশের ছেলেদের রাজ্যের কোন হদিস মেলে না। মনে হয় তাঁদের রাজ্য পিতার পিতৃব্যপুত্র "গরুড়নারায়ণ" দেবসিংহের অধিকারে আসে। বোধ করি সেই সূত্রেই কবিকে পাই কীর্ত্তিসিংহের সভা থেকে দেবসিংহের সভায়।

দেবসিংহের সভাসদ্ রূপে বিদ্যাপতি লিখেছিলেন 'ভূপরিক্রমা'[১]। পুরাণের রীতিতে সংস্কৃতে লেখা এই বইটিতে নানাদেশের নানাতীর্থের বর্ণনা আছে। প্রসঙ্গক্রমে নানারকম গল্প-কাহিনীও আছে। পুরুষপরীক্ষায় বিদ্যাপতি শিবসিংহের পিতা দেবসিংহের প্রশংসায় বলেছেন "সঙ্কুরীপুর-সরোবর-কর্ত্তা হেমহস্তিরথদান-বিদগ্ধঃ" "রণজেতা"। কখন থেকে যে বিদ্যাপতি মৈথিল ভাষায় পদ লিখতে থাকেন তা বলা যায় না। তবে দেবসিংহের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মৈথিল রাজার উল্লেখ বিদ্যাপতির ভনিতায় পাওয়া যায় নি। দু-তিনটি পদে হাসিনীদেবী-পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহের উল্লেখ আছে।

বিদ্যাপতি শিবসিংহের যশ গেয়েছিলেন 'কীর্ত্তিপতাকা'-য়[২]। কীর্ত্তিলতার মত এটিও অবহট্‌ঠে লেখা। কীর্ত্তিপতাকার শেষ পুষ্পিকা-শ্লোকে কবি বলেছেন যে শিবসিংহের বীরত্বগাথায় যেমন সব গৃহকোণ মুখরিত হয়েছে তেমনি বিদ্যাপতির এই বাণীও যাবচ্চন্দ্রদিবাকর লোকের মুখে মুখে ফিরুক।

এবং শ্রীশিবসিংহদেবনৃপতেঃ সংগ্রামজাতং যশো
গায়ন্তি প্রতিপত্তনং প্রতিদিশং প্রত্যঙ্গনং সুভ্রুবঃ।
এতৎকীর্ত্তি- [সুধাপ্রসাধিতরসা][৩] বাণী চ বিদ্যাপতে-
রাচন্দ্রার্কমিয়ং বিরাজতু মুখাম্ভোজেষু [ধন্যা][৩] সদা॥

একটি অবহট্‌ঠ কবিতায়[৪]—নিশ্চয়ই কীর্ত্তিপতাকা থেকে উদ্ধৃত—দেবসিংহের পরলোকগমনের ও শিবসিংহের রাজ্যলাভের বর্ণনা আছে। এতে দেবসিংহের

১ সংস্কৃত-কলেজের পুথি। লিপিকাল ১৫০৭ (= ১৫৪৫ শকাব্দ হলে, ১৪৫০ সংবৎ হলে)।

২ নেপাল-দরবারের পুথি। লিপিকাল ল-সং ৪২৬ (= ১৫৪৫)।

৩ আমার যোজনা।

৪ প্রথম প্রকাশ করেছিলেন বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার সপ্তম ভাগে (পৃ ৩০-৩১)।

মৃত্যুর বর্ষ দেওয়া আছে লক্ষ্মণ-সংবতে (২৯৩) ও বিক্রম-সংবতে (১৪০৫)। দুটি তারিখে সাত বছরের ফারাক। লক্ষ্মণ-সংবতে ভুল আছে, কেননা ২৯১ লক্ষ্মণ-সংবতে শিবসিংহকে রাজ্যাধিকারী দেখা যাচ্ছে।

বিদ্যাপতির দ্বিতীয় সংস্কৃত গ্রন্থ 'পুরুষপরীক্ষা'[১] শিবসিংহের রাজ্যকালে লেখা। রচনাসমাপ্তির পূর্ব্বেই যে রাজার মৃত্যু হয়েছিল তা জানা যাচ্ছে শেষ পুষ্পিকা-শ্লোকে, "এবং মহারাজাধিরাজ শ্রীশিবসিংহদেব যুদ্ধেতে সকল শত্রু জয় করিয়া রাজ্য এবং সাংসারিক তাবৎ সুখভোগ করিয়া শ্রীমন্মহাদেবের সাক্ষাৎকারে দেহত্যাগে মুক্ত হইয়াছেন।"[২] পুরুষপরীক্ষায় অনেক ভালো ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক গল্প-কাহিনী আছে। সে হিসাবে এটিকে ভূপরিক্রমার উপসংহার বলা যায়। শিবসিংহকে বোধ হয় এক সময় গৌড়-সুলতানের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে নামতে হয়েছিল। তাই পুরুষপরীক্ষায় বিদ্যাপতি বলেছেন,

যো গৌড়েশ্বরসজ্জনেশ্বর-[৩] রণক্ষৌণীমু লব্ধ্বা যশো
দিক্‌কান্তাচয়কুন্তলেষু নয়তে কুন্দস্রজামাস্পদম্‌ ।...

রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়র্সন অনুসারে মৈথিল পঞ্জী মতে দেবসিংহের রাজ্যকাল সুদীর্ঘ একষট্টি বছর আর শিবসিংহের মোটে সাড়ে তিন বছর, শিবসিংহের রাজ্যপ্রাপ্তি ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে, শিবসিংহের ছয় পত্নী—বিশ্বাসদেবী, সখাইনীদেবী, রত্নাদেবী, লখিমাদেবী, উমাদেবী এবং গুণাদেবী, এবং নিঃসন্তান রাজার মৃত্যুর পরে রাজ্যশাসন করেছিলেন লখিমাদেবী ও বিশ্বাসদেবী। কিন্তু কোন কথাটিই সত্য নয়।

শিবসিংহের রাজ্যকালের, এবং বিদ্যাপতির জীবৎকালের, একটি নির্দ্দিষ্ট বছর জানা গেছে—লক্ষ্মণ-সংবৎ ২৯১ (= ১৪১০)। এই সালের কার্ত্তিক মাসে "মহারাজাধিরাজশ্রীমৎশিবসিংহদেবসম্ভুজ্যমানতীরভুক্তৌ শ্রীগজরথপুরনগরে সপ্রক্রিয়-সদুপাধ্যায় ঠক্কুর-শ্রীবিদ্যাপতীনামাজ্ঞয়া" খৌয়াল-গ্রামীণ শ্রীদেবশর্মা ও বলিয়াস-গ্রামীণ শ্রীপ্রভাকর দুজনে মিলে তর্কাচার্য্যঠক্কুর শ্রীধর বিরচিতকাব্যপ্রকাশবিবেকের পুথি লিখেছিলেন।[৪] এখানে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাপতির তথাকথিত স্বহস্তলিখিত

[১] মিত্র ১৯২২। লিপিকাল ল-সং ৫০৪ (= ১৬২৩)। [২] হরপ্রসাদ রায়ের অনুবাদ (১৮১৫)।
[৩] "গজ্জনেশ্বর" পাঠ ভ্রান্ত। [৪] গ ৪৭৩৮।

ভাগবত-পুথির কথা বলি। এই পুথির দোহাই দিয়েছেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সকলেই। কিন্তু তারিখের পাঠে নানা মুনির নানা মত। রাজকৃষ্ণ-গ্রীয়র্সন পড়েছিলেন লক্ষ্মণ-সংবৎ ৩৪৯; নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁর অনুবর্তীরা পড়েন ৩০৯। রাজকৃষ্ণ ও গ্রীয়র্সন যখন পুথি দেখেছিলেন তখন পুথির বয়স কিছু কম ছিল এবং অবস্থাও নিশ্চয়ই ভালো ছিল। সুতরাং এঁদের পাঠই গ্রাহ্য, যতক্ষণ না পুথি অথবা ভালো প্রতিলিপি চাক্ষুষ করা যায়। পুথি যদি বিদ্যাপতির লেখা হয় তবে তাঁর জীবৎকালের শেষের দিকে একটি বছর জানা গেল, লক্ষ্মণাব্দ ৩৪৯ (=১৪৬৮)। কবি যে ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন তার প্রমাণ আছে। সে কথা পরে বলছি।

শিবসিংহেব রাজ্যকালে বিদ্যাপতির কবিপ্রতিভা মধ্যগগনারূঢ় হয়েছিল। এঁর অধিকাংশ পদের ভনিতায় শিবসিংহের উল্লেখ আছে। শিবসিংহের বিরুদ যে "রূপনারায়ণ" ছিল তা বিদ্যাপতির পদেই জানি। অন্য রাজারও এই বিরুদ ছিল। সুতরাং রূপনারায়ণ বললে শুধু শিবসিংহকে বোঝাবে না। পদেব ভনিতায় শিবসিংহের পত্নীদের যে নাম আছে তাতে লখিমাদেবী, সুখমাদেবী, মোদবতীদেবী—এই তিন জনকেই ঠিক-মত পাওয়া যায়। "সোরমদেই" "মধুমতিদেই", "রেনুকদেই", "রূপিনিদেই" এগুলি ভ্রান্ত পাঠ।[১] তীরহুতের শুদ্ধান্তঃপুরে আরও লখিমাদেবী ছিলেন। শিবসিংহের পিতৃব্যপুত্র নরসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের পত্নীর নামও ছিল লখিমা।

শিবসিংহের মৃত্যুর পর বিদ্যাপতিকে মৌলিক কবি-শিল্পী রূপে আর পাই না, পাই প্রধানত স্মার্ত্তপণ্ডিত-মূর্ত্তিতে।

'লিখনাবলী'-র[২] রচয়িতা যদি এই বিদ্যাপতি হন তবে তিনি একদা দ্রোনবারের রাজা, সর্বাদিত্যের পুত্র, "গিরিনারায়ণ" পুরাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। এই পুরাদিত্যই তাঁকে দিয়ে লিখনাবলী লিখিয়েছিলেন। গ্রন্থের উপক্রমে বিদ্যাপতি বলেছেন,

সর্বাদিত্যতনূজস্য দ্রোণবারমহীপতেঃ।
গিরিনারায়ণস্যাজ্ঞাং পুরাদিত্যস্য পালয়ন্॥

[১] পরে আলোচনা করছি। [২] প্রায় চল্লিশ বছর পূর্ব্বে দরভঙ্গায় মুদ্রিত হয়েছিল।

অল্পশ্রুতোপদেশায় কৌতুকায় বহুশ্রুতাম্।
বিদ্যাপতিঃ সতাং প্রীত্যৈ করোতি লিখনাবলীম্॥

উপসংহার-শ্লোক থেকে জানা যায় যে নিষ্ঠুর বৌদ্ধ রাজা অর্জুনকে সংগ্রামে পরাজিত করে পুরাদিত্য লুণ্ঠিত সম্পদ্ অভাবী লোকেদের দান করেছিলেন এবং সপ্তরী জনপদ অধিকার করেছিলেন।

জিত্বা শক্রকুলং তদীয়বসুভির্যেনার্থিনস্তর্পিতা
দোর্দর্পার্জিতসপ্তরীজনপদে রাজ্যস্থিতিঃ কারিতা।
সংগ্রামেঽর্জুনভূপতির্বিনিহতো বৌদ্ধো নৃশংসান্বিত-
স্তেনেয়ং লিখনাবলী নৃপ-পুরাদিত্যেন নির্মাপিতা॥

যাঁরা মনে করেন যে এই অর্জুন ভূপতি ছিলেন তীরহুতের ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় অর্জুন-সিংহ তাঁরা নিতান্ত ভ্রান্ত। এঁরা বৌদ্ধ ছিলেন না। ইনি যদি নেপালের জয়ার্জুনমল্লদেব (—রাজ্যকাল চতুর্দশ শতকের শেষ পাদ—) হন তা হলে বিদ্যাপতির প্রথম রচনা এই লিখনাবলী। নেপালের রাজবংশ তখন পূরাপূরি বৌদ্ধ না হোক বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল খুবই।

সপ্তদশ শতকের একেবারে উপান্তে সঙ্কলিত লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত এই পদাংশে পুরাদিত্যের নাম আছে,

পুরহ পুরাদিত অভিমত পুরু
দারিদ-দুঃখ দূরে পরিহরু।
তোহরা চরণ সরণ জে আব
ধন বিত পুত পরমপদ পাব॥

নিঃসন্তান শিবসিংহের রাজ্যাধিকার পেলেন তাঁর অনুজ পদ্মসিংহ। শারীরিক অথবা মানসিক অসুস্থতার জন্যে অথবা অন্য কোন কারণে পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাসদেবী রাজ্যভার নিজের হাতে নিয়েছিলেন। বিশ্বাসদেবীরই ছত্রচ্ছায়ায় বিদ্যাপতি দেখা দিলেন শিবসিংহের মৃত্যুর পর। রানীর জন্যে কবি দুখানি

পূজাপদ্ধতি বই সঙ্কলন করলেন, ‘গঙ্গাবাক্যাবলী’[১] ও ‘শৈবসর্বস্বসার’ (বা শৈবসর্বস্বহার’)[২]।

গঙ্গাবাক্যাবলীর শেষ শ্লোকে বিদ্যাপতি বলছেন যে বিশ্বাসদেবীর নিবন্ধ তিনি শুধু প্রমাণ-শ্লোক উদ্ধৃত করে দিয়ে পরিপূর্ণ করেছেন।

কিয়ন্নিবন্ধমালোক্য শ্রীবিদ্যাপতিসূরিণা।
গঙ্গাবাক্যাবলী দেব্যাঃ প্রমাণৈর্বিমলীকৃতা ॥[৩]

শৈবসর্বস্বহারের উপক্রমে কবির লেখনী রাজমহিষীর স্তুতিগুঞ্জনে মুখরিত হয়েছে স্রগ্ধরা ছন্দের চৌতালে,

দুগ্ধাম্ভোধেরিব শ্রীগুর্ণগণসদৃশে বিশ্ববিখ্যাতবংশে
সম্ভূতা পদ্মসিংহক্ষিতিপতিদয়িতা ধর্ম্মকর্ম্মৈকসীমা।
পত্যুঃ সিংহাসনস্থা পৃথুমিথিলমহীমণ্ডলং পালয়ন্তী
শ্রীমদ্‌বিশ্বাসদেবী জগতি বিজয়তে চর্য্যয়ারুন্ধতীব ॥

ইন্দ্রস্যেব শচী সমুজ্জ্বলগুণা গৌরীব গৌরীপতেঃ
কামস্যেব রতিঃ স্বভাবমধুরা সীতেব রামস্য যা।
বিষ্ণোঃ শ্রীরিব পদ্মসিংহনৃপতেরেষা পরা প্রেয়সী
বিশ্বখ্যাতনয়া দ্বিজেন্দ্রতনয়া জাগর্ত্তি ভূমণ্ডলে ॥···

লীলালোলাবনালী[রু]চিনিচয়দলদ্‌বীচিবিস্তারভার-
প্রব্যক্তোন্মুক্তমুক্তাতরলতরতরদ্বন্দ্বসন্দোহবাহুঃ।
পুষ্পাৎ পুষ্পৌঘমালাকুলকলিতলসদ্‌ভৃঙ্গসঙ্গীতসঙ্গী
শ্রীমদ্‌বিশ্বাসদেব্যাঃ সমরুচিরুচিরো বিশ্বভাগস্তড়াগঃ ॥

১ ই ৮১৩A, মিত্র ১৮৮৮। ‘গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী’ (মিত্র ১৮৬৭) বিদ্যাপতির রচনা নয় বীরেশ্বরের পুত্র গণপতির (বা গণেশ্বরেব)। গণেশ্বরকে অনেকে বিদ্যাপতির পিতা মনে করে ভুল করেন। গণেশ্বরের পুত্র “মহামহত্তক” রামদত্ত কয়েকখানি স্মৃতিনিবন্ধ লিখেছিলেন। গণপতির অপর বই হচ্ছে ‘সুগতিসোপান’। ২২৪ লক্ষ্মণ-সংবতে লেখা এই বইয়ের পুথি নেপাল-দরবারের সংগ্রহে আছে।

২ মিত্র ১৯৮৩।

৩ দানবাক্যাবলীতেও এইরকম উক্তি আছে।

নিত্যং দেবদ্বিজার্থং দ্রবিণবিতরণারম্ভসম্ভাবিতশ্রী-
ধর্ম্মজ্ঞা চন্দ্রচূড়প্রতিদিবসসমারাধনৈকাগ্রচিত্তা।
বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্যবিদ্যাপতিকৃতিনমসৌ বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তিঃ
শ্রীমদ্‌বিশ্বাসদেবী বিরচয়তি শিবং শৈবসর্বস্বসারম্‌॥

অর্থাৎ, দুধের সাগর থেকে যেমন লক্ষ্মী উঠেছিলেন তেমনি বিশ্ববিখ্যাত গুণগণাঢ্য বংশে জন্মেছিলেন রাজা পদ্মসিংহের প্রিয়া, যিনি ধর্মকর্মের চরম করেছেন। পতির সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে বিশাল মিথিলা-মহী পালন করছেন যে শ্রীমতী বিশ্বাসদেবী তিনি পাতিব্রত্যচর্য্যায় অরুন্ধতীর মত জগতে বিজয়িনী।

ইন্দ্রের গুণোজ্জ্বলা শচীর মত, গৌরীপতির গৌরীর মত, কামের রতির মত, রামের স্বভাবমধুরা সীতার মত, বিষ্ণুর লক্ষ্মীর মত, পদ্মসিংহ নৃপতির পরম প্রেয়সী ইনি, দ্বিজেন্দ্রকন্যা এবং বিখ্যাত নীতিজ্ঞা, ভূমণ্ডলে জাজ্বল্যমান রয়েছেন।···

লীলাচঞ্চল বনানীর কান্তিজয়ী তরঙ্গবিস্তারের ভারে প্রকটিত উন্মুক্ত মুক্তার তরল রুচির দ্বন্দ্বে যার বাহু দোলায়মান, মালার মত পুষ্প হতে পুষ্পান্তরে অবিরত চলমান বিলাসী ভৃঙ্গশ্রেণীর সঙ্গীতের সঙ্গী, এমন বিশ্বভাগ তড়াগই কান্তি-সৌন্দর্য্যে শ্রীমতী বিশ্বাসদেবীর সমান।

দেবদ্বিজের জন্য নিত্য ধনবিতরণে যাঁর সম্পদ্‌ গৌরবান্বিত হয়েছে, ধর্মজ্ঞা যিনি, চিত্ত যাঁর চন্দ্রচূড়ের নিত্যপূজায় নিলীন, সেই বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি শ্রীমতী বিশ্বাসদেবী বিজ্ঞদের অনুজ্ঞাপ্য কৃতী বিদ্যাপতিকে দিয়ে মাঙ্গল্য শৈবসর্বস্বসার রচনা করাচ্ছেন।

এই প্রশস্তি থেকে ঠিক বোঝা যায় না বিশ্বাসদেবী তখন সধবা কি বিধবা। তবে তাঁকে যে-ভাবে অরুন্ধতী থেকে সীতা পর্য্যন্ত পৌরাণিক পতিবত্নী পতিব্রতাদের সঙ্গে তুলনা দেওয়া হয়েছে তাতে মনে হয় যে পদ্মসিংহ তখন জীবিত ছিলেন।

বিদ্যাপতির কোন পদে পদ্মসিংহ-বিশ্বাসদেবীর উল্লেখ নেই। এর কারণ দু-রকম হতে পারে। হয়ত বিদ্যাপতি তখন পদ রচনা ছেড়ে দিয়েছিলেন, নয় বয়সের পার্থক্যের জন্যে পদ্মসিংহের সঙ্গে তাঁর তেমন অন্তরঙ্গতা ছিল না। মিথিলার এই শ্রোত্রিয় রাজবংশ ছিল বিশেষ করে শিবের উপাসক। তাঁরা

রাধাকৃষ্ণের প্রণয়গীতি শুনতেন সর্বদা ভক্তিভরে কিনা জানি না তবে প্রধানত বিলাসকলাকুতুকী হয়ে। সুতরাং বিশেষ সৌহৃদ্য না থাকলে তখনকার দিনেও প্রণযকবিতায় কোন পতিপত্নীর নাম নেওয়া সঙ্গত হত না।

তারপর বিদ্যাপতিকে দেখি "দর্পনারায়ণ" নরসিংহের সভায়। নরসিংহ ও তাঁর পত্নী ধীরমতিদেবীব আশ্রয়ে থেকে বিদ্যাপতি খান তিনেক বই সঙ্কলন করেছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দায়ভাগসম্বন্ধীয় নিবন্ধ 'বিভাগসাব'।[১] গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের পরের শ্লোকে বিদ্যাপতি রাজার এই বংশপরিচয দিয়েছেন,

রাজ্ঞো ভবেশান্ধরিসিংহ আসীৎ
তৎসূনুনা দর্পনরায়ণেন[২]।
রাজ্ঞো নিযুক্তোঽত্র বিভাগসারং
বিচার্য্য বিদ্যাপতিবাতনোতি ॥

দ্বিতীয় বই 'দানবাক্যাবলী'-ও[৩] স্মৃতিনিবন্ধ, ধীরমতিদেবীর নিদেশে লেখা। গ্রন্থারম্ভে মহাদেবীর এই প্রশস্তি আছে,

শ্রীকামেশ্বররাজপণ্ডিতকুলালঙ্কারসারঃ শ্রিয়া-
মারামো নরসিংহদেবমিথিলাভূমণ্ডলাখণ্ডলঃ।...

তস্যোদারগুণাশ্রয়স্য কৃতিনঃ ক্ষ্মাপালচূড়ামণেঃ
শ্রীমদ্ধীরমতিঃ প্রিয়া বিজয়তে ভূমণ্ডলালঙ্কৃতিঃ।...

বিজ্ঞানুজ্ঞাপ্যবিদ্যাপতিমতিকৃতিনং সপ্রমাণামুদারাং
রাজ্ঞী পুণ্যাবলোকা বিরচযতি নবাং দানবাক্যাবলীং সা ॥

অর্থাৎ, রাজপণ্ডিত কামেশ্বরের বংশের তিলক, সম্পদের আশ্রয়, মিথিলা-ভূমির ইন্দ্র, নরসিংহদেব।...উদারগুণবান্ কৃতী সেই নৃপতিবর্য্যের প্রিয়া পৃথিবীর অলঙ্কার শ্রীমতী ধীরমতি বিজয়িনী। ..অতিশয় কৃতী এবং বিজ্ঞদের অনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিকে দিয়ে শুচিদৃষ্টিমতী রাজ্ঞী এই প্রমাণযুক্ত উদার নব দানবাক্যাবলী রচনা করালেন।

[১] মিত্র ২০৩৭। [২] ছন্দের অনুরোধে "নারায়ণ" হয়েছে "নরায়ণ"।
[৩] মিত্র ৩১২, ১৮৩০, নেপাল-দরবারের পুথি, ৩৯৬ লক্ষ্মণ-সংবতে (=১৫১৪) লেখা।

দানবাক্যাবলীকে "নবা" বলবার হেতু এই যে এর পূর্ব্বে এই নামে একটি বই লিখেছিলেন মহামন্ত্রী চণ্ডেশ্বর।

৩৪১ লক্ষ্মণ-সংবতে (= ১৪৬০) বিদ্যাপতি (অথবা রাজমহিষী) দানবাক্যাবলীর একটি পুথি রত্নপাণিকে দিয়েছিলেন। এই খবর পাই একটি পুথির পুষ্পিকা-শ্লোকে,

> বর্ষে গৌড়মহীভুজঃ শশিসরিন্নাথাগ্নিচিহ্নে শুচৌ
> পঞ্চম্যাং ভৃগুনন্দনে রতিপতিঃ শ্রীমানসে শ্রীর্যদা (?)।
> এতৎ পুস্তকমুত্তমং গুণগণগ্রামাভিরামায বৈ
> গোবিন্দার্চনতৎপরায় ভবতে শ্রীরত্নপাণেঽস্তু তে ॥[১]

এই "গোবিন্দার্চনতৎপব" রত্নপাণি নিশ্চয়ই সেই রত্নপাণি যিনি মিথিলার এক রাজার—সম্ভবত নরসিংহের—নিদেশে ("শ্রীমৈথিলেশাজ্ঞয়া") 'কৃষ্ণার্চনচন্দ্রিকা'[২] লিখেছিলেন। রত্নপাণি বিদ্যাপতির বন্ধুব ছেলে। এঁর পিতা অচ্যুত শিবসিংহের সভাসদ ছিলেন। এই কথা লিখেছেন রত্নপাণির পুত্র রবি তাঁর লেখা কাব্য-প্রকাশটীকা 'মধুমতী'-তে।[৩]

বিদ্যাপতি যে ৩৪১ লক্ষ্মণাব্দে (= ১৪৬০) শুধু জীবিত নয়, সমর্থ ও অধ্যাপনরত ছিলেন তার স্বাধীন ও বলবৎ প্রমাণ মিলেছে। এই সালে, মুডিয়ার গ্রামে, বিদ্যাপতিব এক পড়ুয়া ছাত্র শ্রীরূপধর হলায়ুধ-মিশ্রের ব্রাহ্মণসর্বস্ব নকল করে সদ্‌ব্রাহ্মণ শ্রীসোমেশ্বরকে দিয়ে মূলের সঙ্গে মিলিয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছিলেন। পুথির[৪] মূল্যবান্ পুষ্পিকাটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

> লসং ৩৪১ মুডিয়ার-গ্রামে সপ্রক্রিয়সদুপাধ্যায়-নিজকুলকুমুদিনীচন্দ্র-
> বাদিমত্তেভসিংহসচ্চরিত্রপবিত্র-পণ্ডিত-শ্রীবিদ্যাপতি-মহাশয়েভ্যঃ
> পঠতা ছাত্র-শ্রীরূপধরেণ লিখিতমদঃ পুস্তকম্।

[১] মিত্র ৩১২। লিপিকাল ১৬৮৫ শকাব্দ। [২] মিত্র ১৮৯৪।
[৩] এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকা নব-পর্যায় একাদশ খণ্ডে মনোমোহন চক্রবর্তীর প্রবন্ধ (পৃ ৪২২ পাদটীকা) দ্রষ্টব্য। [৪] নেপাল-দরবারের পুথি।

পক্ষে সিতেঽসৌ শশিবেদরাম-
যুক্তে নবম্যাং নৃপলক্ষ্মণাব্দে।
শ্রীপূর্বসোমেশ্বর-সদ্দ্বিজেন
পুস্তী বিশুদ্ধা লিখিতা চ ভাদ্রে॥

নরসিংহ-ধীরমতিদেবীর আদেশে লেখা বিদ্যাপতির তৃতীয় নিবন্ধ হইতেছে 'দুর্গাপূজাতরঙ্গিণী'[১]। উপক্রমে রাজস্তুতির পর বলা হয়েছে যে পূর্বেকার নিবন্ধ দেখে রাজা বিদ্যাপতিকে নির্দেশ দিয়ে বিশ্বের হিতকামনায় দুর্গোৎসবপদ্ধতি লেখাচ্ছেন।

বিশ্বেষাং হিতকাম্যয়া নৃপবরোঽনুজ্ঞাপ্য বিদ্যাপতিং
শ্রীদুর্গোৎসবপদ্ধতিং বিতনুতে দৃষ্ট্বা নিবন্ধস্থিতিম্॥

আর এক মৈথিল পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় মাধবও 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' নামে বই লিখেছিলেন।[২]

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর বিদ্যাপতি বেশিদিন জীবিত ছিলেন বলে মনে হয় না। সেইজন্যেই বোধ হয় তাঁকে আর কোন রাজার সম্পর্কে পাই না। তবুও নরসিংহের পরবর্তী রাজাদের অনুসরণ করা যাক আলোচনার সমগ্রতার জন্যে।

নরসিংহের তিন পুত্র, "হৃদয়নারায়ণ" ধীরসিংহ, "হরিনারায়ণ" ভৈরবসিংহ (বা ভৈরবেন্দ্র) এবং চন্দ্রসিংহ। ধীরসিংহের নাম পাই তাঁর পৌত্র গদাধরের নির্দেশে লেখা তন্ত্রপ্রদীপে। এটি সারদাতিলক তন্ত্রের টীকা। ধীরসিংহের বিরুদের উল্লেখ রয়েছে ভৈরবসিংহের কারিত 'বিষ্ণুপূজাকল্পলতা'-য়।[৩] ধীরসিংহ

[১] মিত্র ১৮৭৬। রাজকৃষ্ণ-গ্রীয়র্সন যে পুথি দেখেছিলেন তাতে নরসিংহের বদলে "রূপনারায়ণ" ভৈরবেন্দ্রের নাম আছে। "রূপনারায়ণ" ছিল ভৈরবেন্দ্রের পুত্র রামভদ্রের বিরুদ। বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ যে পুথি দেখেছিলেন তাতে "ভৈরবাত্মজ" আছে। গ ৪৭৬০ হতে বেশ বোঝা যায় যে রচনার কাজে নরসিংহ ও তাঁর ছেলেদের নির্দেশ বিদ্যাপতি পেয়েছিলেন। [২] মিত্র ১৮৭৮।

[৩] নেপাল-দরবারে দুটি পুথি আছে। একটির লিপিকাল ল-সং ৩৪৭ (=১৪৬৬)। এ স্বচ্ছন্দে রচনাকাল হতে পারে।

অন্তত ১৪৪০ থেকে ১৪৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যাধিকারী ছিলেন। কেননা এই দুই সালে এঁর রাজ্যকালে লেখা পুথি পাওয়া গেছে।

ভৈরবসিংহের নিজস্ব সভায় দু-তিনজন বড় পণ্ডিতকে পাই—বর্দ্ধমান, বাচস্পতি ও রুচিপতি। ভৈরবসিংহের নির্দেশে ধর্ম্মাধিকরণিক বর্দ্ধমান লিখেছিলেন 'দণ্ডবিবেক' 'স্মৃতিতত্ত্বামৃত', 'কৃত্যমহার্ণব' ইত্যাদি, বাচস্পতি লিখেছিলেন 'মহাদাননির্ণয়', 'শূদ্রাচারচিন্তামণি', 'পিতৃভক্তিচিন্তামণি' প্রভৃতি, রুচিপতি লিখেছিলেন অনর্থরাঘব ইত্যাদির টীকা। কৃত্যমহার্ণবের রচনাকাল থেকে ভৈরবসিংহের রাজ্যকালের একটা বছরের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে—৩৪১ লক্ষ্মণ-সংবৎ (= ১৪৬০)।

মিথিলাবলয়বিডৌজঃ-শ্রীহরিনারায়ণস্য কৃতিরেষা।
প্রকাশিতা তু যাবদ্ ভুবনে বিষ্ণোর্বিলোচনে গগনে॥

তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে নেপালের মত তীরহুতেও সম্ভবত পিতার জীবৎকালেই পুত্রেরা রাজসম্মানের অধিকারী হত। তা ছাড়া অনুগত লেখকের পক্ষে রাজপুত্রকে রাজা বানিয়ে দেওয়া খুবই সহজ।

আগেই বলেছি যে মিথিলার রাজবংশ ছিল শৈব। ভৈরবসিংহ হয়েছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। বর্দ্ধমান বলেছেন কৃত্যমহার্ণবে, "শ্রীবাসুদেবভক্তঃ···শ্রীমানযং নরেন্দ্রঃ"। বর্দ্ধমান ও বাচস্পতি প্রমুখ এঁর কতিপয় সভাসদ্ও বৈষ্ণব ছিলেন বলে মনে হয়। বর্দ্ধমান পদাবলী লিখেছিলেন কিনা জানি না, তবে লিখলে ভালোই করতেন। দণ্ডবিবেকের এই মঙ্গলাচরণ শ্লোক দুটিতে নিপুণ চিত্রকরের লেখনীস্পর্শ আছে,

পাণিভ্যামুপজাতবেপথুতয়া যত্নেন যঃ কল্পিতো
যেন স্বেদজলৌঘপূরিততয়া নাপেক্ষিতোঽম্বুগ্রহঃ।
সন্ধ্যার্থত্বমবেত্য যো মুকুলিতে সব্যে করে কম্বুনা
সাদৃশ্যং গতবান্ স পাতু শিবয়োঃ সায়ন্তনোঽর্ঘ্যাঞ্জলিঃ॥

১ একটি পুথি লেখা হয়েছিল ৩২১ লক্ষ্মণাব্দে (সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা সপ্তম ভাগ পৃ ৩৩)। আর একটি, মহাভারতের কর্ণপর্বের পুথি, লেখা হয়েছিল ৩২৭ লক্ষ্মণাব্দে (বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকা প্রথম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

সার্দ্ধং রাধিকয়া বনেষু বিহরন্নস্যাঃ কপোলস্থলে
ঘর্মাম্ভোবিসরং প্রসারিণমপাকর্ত্তুং করেণ স্পৃশন্।
তত্র প্রত্যুত সাত্ত্বিকাম্বুমিলনাদৌ জায়মানে জবাদ্
অব্যাদ্ বো বিফলপ্রয়াসবিকলো গোপালরূপো হরিঃ॥

অর্থাৎ, কম্প উৎপন্ন হওয়া যা যত্নে কল্পিত হয়েছে, স্বেদজলে পূর্ণ বলে যা জলের অপেক্ষা করে নি, সন্ধ্যার উপযোগিতা বুঝে দক্ষিণ করে যা শাঁখের সাদৃশ্য পেয়েছে, শিব-শিবানীর পাণিদ্বয়ের সেই সান্ধ্য-অর্ঘ্যাঞ্জলি সকলকে রক্ষা করুক।

রাধিকার সঙ্গে বনে বিহার করতে করতে তাঁর গণ্ডস্থলে গড়িয়ে পড়া ঘামের ফোঁটাগুলি মুছে দিতে গিয়ে হাতের ছোঁয়া লাগায় রাধিকার অঙ্গে সাত্ত্বিক ভাবের উদ্রেকে বেশি ঘাম হওয়ায় বিফলপ্রয়াস যে গোপালরূপ হরি তিনি তোমাদের পালন করুন।

বাচস্পতি মহাদাননির্ণয় আরম্ভ করেছেন এই গোপাল-বন্দনা করে,[1]

অভিনবনবনীতপ্রীতমাতাম্রনেত্রং
বিকচনলিনলক্ষ্মীস্পর্দ্ধিসানন্দবক্ত্রম্।
হৃদয়ভবনমধ্যে যোগিভির্ধ্যাতনীলং
নবগগনতমালশ্যামলং কঞ্চিদীড়ে॥

অর্থাৎ, অভিনব নবনীতে প্রীত হয়ে যাঁর নেত্র রাগরক্ত হয়েছে এবং সানন্দ বদন প্রফুল্ল কমলের শোভা হরণ করেছে, হৃদয়ভবনের মধ্যে নীলকান্তি যাঁকে যোগীরা ধ্যান করেন, নির্মল গগন ও তমালের মত শ্যামল এমন অনির্ব্বচনীয় কাউকে আমি বন্দনা করি।

ভৈরবেন্দ্রের অনুজ: চন্দ্রসিংহের নাম বড় পাওয়া যায় না। কিন্তু "শ্রীচন্দ্রসিংহ-নৃপতের্দয়িতা" লখিমাদেবী অখ্যাত নন। ইনি ভাগিনেয় বা ভ্রাতুষ্পুত্র (?) মিসরু-মিশ্রকে দিয়ে দুটি বই লিখিয়েছিলেন 'পদার্থচন্দ্র' (বা 'পদার্থচন্দ্রিকা')[2] ও 'বিবাদচন্দ্র'[3]। বই দুটির নামকরণে লখিমাদেবীর স্বামিভক্তির পরিচয় বোধ

[1] গ। ৪৭৬০। [2] মিত্র ২১৭২,২৯০১। [3] মিত্র ১৮৫৯, ই ২৯৫।

হয় রয়েছে। মিথিলার রাজপরম্পরার প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসে ইনিই একমাত্র রাজ-মহিষী লখিমাদেবী। বিদ্যাপতির পদের ভনিতায় যে শিবসিংহ-মহিষী লখিমাদেবীর নাম বারবার পাই তা কোন পুথির শ্লোক অথবা পুষ্পিকার দ্বারা সমর্থিত হয় নি।

ভৈরবসিংহের দুই ছেলে, রামভদ্র ও পুরুষোত্তম। এঁরা সহোদর কিনা জানি না। তবে পুরুষোত্তমের মায়ের নাম ছিল জয়া। "শ্রীভৈরবেন্দ্রধরণী-পতিধর্মপত্নী রাজাধিরাজপুরুষোত্তমদেব-মাতা" জয়াদেবীর নিদেশে বাচস্পতি 'দ্বৈতনির্ণয়'[১] রচনা করেছিলেন। কবি গজসিংহের দুটি পদে নৃপ-পুরুষোত্তম ও অসমতিদেবীর উল্লেখ আছে।[২] ইনি ভৈরবসিংহের পুত্র পুরুষোত্তম হওয়াই সম্ভব বলে মনে করি।

রামভদ্রের বিরুদ ছিল "রূপনারায়ণ"। জীবনাথের একটি পদের ভনিতায় "মেধাদেই-পতি" রূপনারায়ণের উল্লেখ আছে।[৩] এই রূপনারায়ণ রামভদ্র হলে মেধাদেবী এঁরই পত্নীর নাম। রামভদ্রের সভাতেও ধর্মাধিকরণিক মহামহোপাধ্যায় বর্দ্ধমানকে পাই। বর্দ্ধমান 'গঙ্গাকৃত্যবিবেক' রচনা করেছিলেন "মহারাজাধিরাজ-হরিনারায়ণাত্মজ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্‌রামভদ্রদেবপাদানাং কৃতে"। গ্রন্থারম্ভে দ্বিতীয় শ্লোকে ইনি রাজার এই বংশপরম্পরা দিয়েছেন,

কামেশো মিথিলামশাসদুদভূদস্মাদ্ ভবেশঃ সুতঃ
সংজজ্ঞে হরিসিংহভূপতিরতো জাতো নৃসিংহো নৃপঃ।
তস্মাদ্ ভৈরবসিংহভূপতিরভূৎ শ্রীরামভদ্রস্ততো
দীপাদ্দীপ ইবাভবৎ স ইব সম্রাজাং গুণৈরূর্জিতঃ॥

গঙ্গাকৃত্যবিবেকে বর্দ্ধমান স্বরচিত 'গয়াবিধি' (বা 'গয়াকৃত্য') নিবন্ধের নাম করেছেন। বোধ হয় এই বইটিকেই অনেকে বিদ্যাপতির রচনা 'গয়াপত্তন' (!) মনে করেছেন।

১ মিত্র ২৭৫। ২ লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে (পৃ ৬৮,৭২) উদ্ধৃত। ৩ ঐ পৃ ১১২। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত পদটি (৬০) বিদ্যাপতির ভনিতায় দিয়েছেন। ৪ ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুথি (প্রাচ্য ৩৫৬৭ A)। লিপিকাল ল-সং ৩৭৬ (= ১৪৯৬)। কাওয়েল ভুল করেছেন রামভদ্রের স্থানে ভৈরবসিংহকে ধরে। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভৈরবসিংহের বেঁচে থাকার কোন স্বাধীন প্রমাণ নেই।

বাচস্পতির পিতৃভক্তিতরঙ্গিণীতে রামভদ্র উল্লিখিত হয়েছেন গ্রন্থের উদ্যোক্তা বলে। তখনও তিনি রাজা হন নি। পুষ্পিকা,—"ইতি শ্রীমহারাজাধিরাজশ্রীহরিনারায়ণাত্মজ-শ্রীরূপনারায়ণপদবীমলঙ্কৃত-মিথিলামণ্ডলাখণ্ডল-শ্রীরামভদ্রচরণাদিষ্টেন পরিষদা শ্রীবাচস্পতিশর্মণা বিরচিতোঽয়ং শ্রাদ্ধকল্পঃ পরিপূর্ণঃ"।

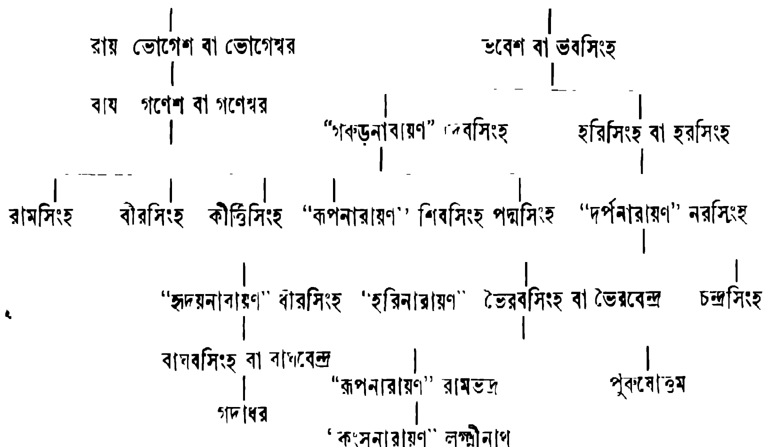
১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকেও রামভদ্র জীবিত ছিলেন। এর প্রমাণ পাই মহামহোপাধ্যায় হরিনাথের 'স্মৃতিসার'-এর এক পুথির পুষ্পিকায়। সে পুথি লেখা হয়েছিল "সম্বৎ ৩৭৭ ফাল্গুন সুদি অষ্টম্যাং চন্দ্রে রত্নপুর-তপাসন্ন-গুএহিয়ারি-গ্রামে মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্রূপনারায়ণ-ভুজ্যমানায়াং তীরভুক্তৌ"।[১]

ধীরসিংহের পুত্র রাঘবেন্দ্রের (বা রাঘবসিংহের) এবং পৌত্র গদাধরের নাম আছে 'তন্ত্রপ্রদীপ'-এ।[২] সারদাতিলকের এই টীকাটি করেছিলেন বা করিয়েছিলেন গদাধর। গদাধরের নির্দেশে নকল করা পুথির পুষ্পিকায় এঁর জীবৎকালের দুটি তারিখ মিলছে। ৩৭২ লক্ষ্মণাব্দে (=১৪৯১) ইনি ভোজদেবের 'বিবিধ-বিদ্যাচতুর'[৩] পুথি লিখিয়েছিলেন শুভপতিকে দিয়ে। দু বছর পরে লিখিয়েছিলেন কৃত্যকল্পতরুর দানখণ্ড অংশের পুথি।[৪]

রামভদ্রের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র "কংসনারায়ণ" লক্ষ্মীনাথ। ভৈরবসিংহের সভাসদ্ "বৈজোলীগ্রামনিবাসি-বিখ্যাত-খৌআলগ্রামীণ" মহামহোপাধ্যায় রুচিপতি-শর্মার[৫] পুত্র "আগমাচার্য্য" হরপতি "সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমান-শিবভক্তি-পরায়ণ-মহারাজাধিরাজ-শ্রীমৎকংসনারায়ণ-শ্রীমল্লক্ষ্মীনাথদেব-প্রোৎসাহিতাজ্ঞয়া" তান্ত্রিক-পূজানিবন্ধ 'মন্ত্রপ্রদীপ'[৬] লিখেছিলেন। লক্ষ্মীনাথের রাজ্যকালের একটি বছর জানা গেছে। ৩৯২ লক্ষ্মণাব্দে (=১৫১০) এই মহারাজাধিরাজ কংসনারায়ণ-দেবের জন্য উদয়কর দেবীমাহাত্ম্য-পুথি নকল করেছিলেন।[৭] লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে[৮] উদ্ধৃত গোবিন্দদাসের দুটি পদের ভনিতায় কংসনারায়ণ ও তাঁর পত্নী সোরমদেবীর উল্লেখ আছে। এই গোবিন্দদাস যদি বাঙালী গোবিন্দদাস কবিরাজ না হন তবে এই কংসনারায়ণ লক্ষ্মীনাথ হতে পারেন।

১ নেপাল-দরবারের পুথি। ২ মিত্র ২১৭২। লিপিকাল ১৪৯৩ শকাব্দ। ৩ নেপাল-দরবারের পুথি। ৪ গ৪০২৬। ৫ এঁর উল্লেখ আগে করেছি। ৬ মিত্র ২০১১। ৭ নেপাল-দরবারের পুথি। ৮ পৃ ১০০-০১।

উপরের আলোচনায় নির্দ্ধারিত তীরহুতের শ্রোত্রিয়-রাজবংশপরম্পরা বোঝবার সুবিধার জন্যে এখানে পীঠিকার আকারে দেওয়া গেল।



বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত ও প্রচারিত পদাবলীর ভনিতায় অনেক ব্যক্তির এবং পতিপত্নীর নাম পাওয়া যায়। কতকগুলিকে সহজেই কবির পোষ্টা রাজা-রানী বলে চিনতে পারা যায়। আর কতকগুলি কবির বন্ধু ও পোষ্টা-স্থানীয় রাজপরিজনের কিংবা রাজপরিবারের নাম বলে মনে হয়। যে যে নাম পাওয়া যায় তার ফিরিস্তি দিচ্ছি।

"ভোগীসর-রাও পদমা-দেই" পাই একটি পদে।[১] এঁরা কীর্তিসিংহের পিতা-মাতা হলে এবং ভনিতা অকৃত্রিম হলে পদটি বিদ্যাপতির কবিজীবনের প্রথম দিকের রচনা।

"গ্যাসদীন সুরতান" আছে একটি পদে।[২] মনে হয় ইনি বাংলাদেশের ইলিয়াস-শাহী সুলতান ঘিয়াসু-দ্-দীন আজম-শাহ্ (রাজ্যকাল ১৩৯২-১৪১০)। নিজের লেখা একটি আংশিক কবিতা পূরণ করতে ইনি ফারসী কবি হাফেজকে আমন্ত্রণ করে শিরাজে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাফেজ আসেন নি কিন্তু কবিতাটি পূরণ করে দিয়েছিলেন। এসিয়ার একপ্রান্তে বিদ্যাপতি আর অপর প্রান্তে হাফেজ এই মহাকবিদ্বয়ের আত্মিক মিলন হয়েছিল এই গৌড়-সুলতানের দরবারে।

"আলম-সাহ"-ও আছে একটিমাত্র পদে।[৩] কবির ভনিতা "বিদ্যাপতি" নয়, "দস-অবধান" অর্থাৎ দশাবধান। এ বিরুদ বিদ্যাপতির হতে পারে। আলম-শাহ্ কে জানি না। তবে এ যদি আজম-শাহের ভ্রান্ত পাঠ হয় তবে এখানেও ঘিয়াসু-দ্-দীনের উল্লেখ পাচ্ছি।

"মলিক বহারদিন" উল্লিখিত হয়েছেন একটি পদে।[৪] মালিক অসলানের মত বহারু-দ্-দীনও কি তীরহুতের শাসনকর্তা ছিলেন দিল্লীর জৌনপুরের অথবা গৌড়ের তরফে ?

[১] গুপ্ত ৮০১। [২] রাগতরঙ্গিণী পৃ ৫৭, গুপ্ত ২৬৮ (পাঠ "গ্যাসদেব")। [৩] রাগতরঙ্গিণী পৃ ৮৫ পদকল্পতরু (ভনিতাহীন); গুপ্ত "নানাপ্রকার" ৬। [৪] গুপ্ত ৪৩৮।

"নৃপ দেবসিংহ-গরুড়নারায়ণ হাসিনীদেই" মিলছে পাঁচটি পদে।[১] এঁরা শিবসিংহের পিতামাতা।

"গরুড়নারায়ণ-নন্দন" "রূপনারায়ণ-শিবসিংহ" ও "লখিমাদেই" পাওয়া যায় বিস্তর পদে।[২] বিদ্যাপতির নকলকারীরা সবাই এই ভনিতা চালিয়েছেন। একটি পদে আছে "লখিমাদেই-পতি রূপনরাএন সুখমাদেই-রমানে"।[৩] এক সঙ্গে দুজন রানীর উল্লেখ আর পাওয়া যায় নি, তাই ভনিতায় গোলমাল আছে বলে মনে হয়। "রাজা রূপনরায়ণ···রাএ সিবসিংহ সুখমাদেই" আছে একটি পদে।[৪] একটি পদে পাই "সিবসিংহ সোরমদেবী"।[৫] এখানে হয় "সোরম" "সুখমা"-র ভ্রান্ত পাঠ, নয় পূর্ব্বের পদ দুটিব "সুখমা" "সোরম"-র ভ্রান্ত পাঠ। দুটি পদে আছে "রাজা সিবসিংহ···মোদবতীদেই-কন্ত"।[৬] একটি পদে পাই "সিবসিংহ রাজা··· মধুমতিদেই-সুকন্তা"।[৭] এখানে "মধুমতী" "মোদবতী"-র ভুল পাঠ অথবা উপরের "মোদবতী" "মধুমতী"-র ভুল পাঠ হতে পারে। কীর্ত্তনানন্দে উদ্ধৃত একটি পদের ভনিতায় আছে "রাজা সিবসিংহ রূপনরায়ণ রেণুকদেবী-সুকন্তা"। মিথিলার পাঠে আছে "লখিমাদেই-সুকন্তা"।[৮] এই পাঠই ঠিক। একটি পদে আছে "রাএ সিবসিংহ-রূপিনিদেই"।[৯] রূপিণীদেবীকে অন্যত্র মন্ত্রী রতিধরের পত্নীরূপে পাই।[১০] সুতরাং এই ভনিতায় ভুল আছে।

"হরিসিংহদেব" পাই একটি পদে।[১১] ইনি শিবসিংহের পিতৃব্য হরিসিংহ বলে মনে হয়।

একটি পদে আছে "হিন্দুপতি"।[১২] "হিন্দুপতি" ছিল কার্ণাট-বংশীয় হরসিংহদেবের বিরুদ। কবি উমাপতির অনেকগুলি পদের ভনিতায় "হিন্দুপতি" আছে। পদটি তাই উমাপতির রচনা বলে মনে করি। অতএব কবির ভনিতা "বিদ্যাপতি" না হয়ে "উমাপতি" হতে পারে।

[১] রাগতরঙ্গিণীতে দুটি আছে (পৃ ৪৬, ৮৩)। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে আরো তিনটি আছে,—৫৫ (পাঠান্তরে), ২৬৯, ৪১৮ ("গজসিংহদেব" বদলে "নৃপ সিংহ দেব" পড়তে হবে)।
[২] রাগতরঙ্গিণীতে আছে চৌদ্দটি, তার মধ্যে একটিতে (পৃ ১০৭) পাই "সিবসিংহ-রাউ"। [৩] গুপ্ত ৪০৭।
[৪] ঐ ১২৭। [৫] রাগতরঙ্গিণী পৃ ৯৬। [৬] গ্রীয়র্সন ৭৫ (গুপ্ত ৬৯৩), গুপ্ত ৭৪৮। [৭] গুপ্ত ১৮৬।
[৮] ঐ ৫০। [৯] ঐ ৬৭৮। [১০] ঐ ৩৩৩। [১১] পৃ ৭৬৩। [১২] গ্রীয়র্সন ২৭ (গুপ্ত ১৫৩)।

একটি পদে "নৃপ রাঘব",[১] একটি পদে "রাঘবসিংহ-সোনমতী",[২] আর একটি পদে "মোদবতী-পতি রাঘবসিংহ,"[৩] উল্লিখিত হয়েছেন। এই রাঘবসিংহ যদি ধীরসিংহের পুত্র হন তবে পদগুলি বিদ্যাপতির রচনা হওয়া একেবারে অসম্ভব না হতে পারে। তবে রাগতরঙ্গিণীতে এই ভনিতার কোন পদ নেই। সেইজন্যে মনে হয় যে ইনি দরভঙ্গা-রাজবংশের রাঘবসিংহ।

দুটি মন্ত্রিদম্পতীর উল্লেখ আছে কয়েকটি পদে, "মতি (=মন্ত্রী) মহেশ (মহেশ্বর) রেণুকাদেবী"[৪] এবং "মতি (=মন্ত্রী) রতিধর রূপিনীদেই"[৫]।

যে পদটিতে "রাএ" দামোদরের উল্লেখ রয়েছে তাতে বিদ্যাপতির বিরুদ পাই দশশতাবধান ("দসা সএ অবধান")।[৬]

"অরজুন-রাএ"-র সঙ্গে "কমলাদেবী"-কে পাই দুটি পদে,[৭] "গুণাদেই রানি"-কে একটি পদে[৮]।

একটি পদে আছে "কুমর অমর জ্ঞানোদেই"।[৯]

"চন্দল (চন্দন)-দেইপতি বৈজলদেবা (বৈদনাথ)"-র উল্লেখ রয়েছে দুটি পদে।[১০]

শঙ্কর (?) ও "জএমতীদেই"-র নাম পাই একটি পদে।[১১]

১ গ্রীরসর্ন ৬১ (গুপ্ত ১০০)। ২ গুপ্ত ১২৪। ৩ গ্রীয়সর্ন ১৬ (গুপ্ত ১৮৪)। ৪ রাগতরঙ্গিণী পৃ ৪৯ (গুপ্ত ৬০৯), গুপ্ত ১৬, ৮০৩। ৫ গুপ্ত ৩৩৩। ৬ ঐ ১২০। ৭ ঐ ৯৯, ৩০০। ৮ ঐ ১২৫। ৯ ঐ ১২৫। ১০ রাগতরঙ্গিণী পৃ ১০৮ (গুপ্ত হরগৌরী" ১৯, গুপ্ত ঐ ১৯। ১১ গুপ্ত ৩৫৭।

বিদ্যাপতির কোন পদে তাঁর নামের সঙ্গে যে বিশেষণ বিরুদ বা উপাধি ব্যবহৃত হয়েছে তা যদি আর কোন পদে স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় তবে সে পদকে বিদ্যাপতির রচনা বলে নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হবে না অন্য হেতু না থাকলে। বিদ্যাপতির নামের গৌরব খুবই হয়েছিল, সুতরাং নিজের নাম বাদ দিয়ে কবি যে বিরুদ মাত্র ব্যবহার করবেন তা মনে হয় না। তবে যেখানে ছন্দে বাধে সেখানে "বিদ্যাপতি"-র স্থানে নামান্তর বা বিরুদ থাকা স্বাভাবিক। কবিজীবনের প্রথমে, যখন বিদ্যাপতি নাম প্রথিত হয় নি, তখনও বিরুদ ব্যবহার অনপেক্ষিত নয়। এই যুক্তি অনুসারে "অভিনব-জয়দেব" ভনিতায় অবহট্‌ঠ পদটি[১] বিদ্যাপতির লেখা বলা যেতে পারে। "বিদ্যাপতি কবিকণ্ঠহার"-এ কোন আপত্তি নেই, তবে "কবি-কণ্ঠহার" থাকলে তা বিদ্যাপতিরই পদ হবে এমন কথা বলা চলে না। তবে সেই সঙ্গে শিবসিংহ-লখিমা ইত্যাদি থাকলে[২] পদ বিদ্যাপতির রচনা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। "কবিশেখর" হয়ত বিদ্যাপতির অন্যতম বিরুদ ছিল, কিন্তু শুধু "কবিশেখর"-ও অনেকে ছিলেন।

বিদ্যাপতির পদাবলীতে আর যে সব কবির পদ ঢুকে গেছে তাঁদের আলোচনা করি।

যশোধর

"নব-কবিশেখর" যশোধর ভনিতার পদটিতে "সাহ হুসেন"-এর উল্লেখ আছে। পদটি মিলেছে শুধু রাগতরঙ্গিণীতে।[৩] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত "যশোধর" বদলে "বিদ্যাপতি" করেছেন। হুসেন-শাহকে এখানে পঞ্চগৌড়েশ্বর বলা হয় নি, তাই মনে হয় যে ইনি জৌনপুরের শেষ সুলতান হুসেন-শাহ শর্কী, যিনি রাজ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রথমে তীরহুতে পরে বাংলায় এসে গৌড়-সুলতান হুসেন-শাহার আশ্রয়ে শেষ জীবন কাটিয়েছিলেন। যশোধর নামও মৈথিল ধরণের, জগদ্ধর-রুদ্রধর-লক্ষ্মীধরের মত। যশোরাজ-খানের সঙ্গে যশোধরকে এক মনে করলে ভুল করা হবে।

১ গুপ্ত "নানাপ্রকার" ১০। ২ রাগতরঙ্গিণী পৃ ৫২, ৯১। ৩ ঐ পৃ ৬৭।

কবি-রতনাঞী

কবিরতনাঞী ও কবিরতন ভনিতায় দুটি পদ আছে রাগতরঙ্গিণীতে।[১] প্রথম পদের ভনিতায় "দেবলদেবি লখনচন্দ-রাজা" উল্লিখিত আছেন। দ্বিতীয়টি শিব-বন্দনা। রাগতরঙ্গিণীতে দুটি ভনিতাহীন পদে রাজা লখনচন্দের নাম আছে,[২] তার মধ্যে প্রথমটি গদ্যপদ্য ("দণ্ডক") ছন্দে লেখা। এ দুটিও কবি-রত্নের রচনা হতে পারে।

এক "কবিরত্ন" বিষ্ণুদেব, যিনি "বিদিতো বিদেহে করম্বহাবংশজ-বৎসগোত্রঃ" রামদত্তের প্রপৌত্র বাসুদেবের পৌত্র এবং রঘুনন্দন-সত্যবতীর পুত্র ছিলেন, ১৫৬৮ ("বসু-রস-শর-শশী") শকাব্দে (= ১৬৪৬) 'রত্নকলাপ' লিখেছিলেন।[৩] ইনিই কি কবি ?

ভানু

এই ভনিতার পদটিতে[৪] চন্দ্রসিংহের উল্লেখ আছে। এই চন্দ্রসিংহ "দর্পনারায়ণ" নরসিংহের পুত্র হতে পরেন। ভোল ঝা সঙ্কলিত মিথিলাগীতসংগ্রহে[৫] যে ভানুনাথ কবির পদ সঙ্কলিত হয়েছে তার ভনিতায় মহেশ্বরসিংহের উল্লেখ আছে। এই মহেশ্বর সিংহ যদি দরভঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশের মহেশ্বরসিংহ হন তবে ভানুনাথ প্রায় আধুনিক কালের লোক হয়ে পড়েন।

রুদ্রধর

এই ভনিতার পদটিতে[৬] "রূপনারায়ণ"-শিবসিংহের ও লখিমার নাম আছে। এই কবি যদি 'ব্রতপদ্ধতি', 'শুদ্ধিবিবেক', 'বর্ষকৃত্য' প্রভৃতি নিবন্ধের সঙ্কলয়িতা স্মার্ত্ত পণ্ডিত রুদ্রধর-উপাধ্যায় হন তবে ইনি পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগের লোক ছিলেন।

[১] পৃ ৭৬-৭৭ (গুপ্ত ১৬ বিদ্যাপতি-ভনিতায়), পৃ ১০৫ (গুপ্ত "হরগৌরী" ৭; বিকৃতপাঠ, চারটি বেশি ছত্র)। [২] পৃ ৮৮-৮৯, ১১০। [৩] নেপাল-দরবারের পুথি। লিপিকাল ১৬১২ শকাব্দ।
[৪] গুপ্ত ৩২২ ("নেপালের পুথি')। [৫] প্রথমভাগ, পদসংখ্যা ২।
[৬] গুপ্ত ৫০১ ("নেপালের পুথি')।

গজসিংহ

রাগতরঙ্গিণীতে[১] "গুণময় কবি" গজসিংহের তিনটি পদ আছে। একটিতে "নৃপ-পুরুষোত্তম অসমতিদেই"-র উল্লেখ আছে, অপরটিতে শুধু নৃপ-পুরুষোত্তমের নাম আছে। জয়াদেবীর গর্ভে "হরিনারায়ণ" ভৈরবেন্দ্রের এক পুত্র জন্মেছিল পুরুষোত্তম নামে। এই "রাজাধিরাজ পুরুষোত্তমদেব"-এর মাতা জয়াদেবীর অনুরোধে মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি-মিশ্র 'দ্বৈতনির্ণয়'[২] লিখেছিলেন। গজসিংহের উদ্দিষ্ট নৃপ এই পুরুষোত্তম হতে পারেন।

গোবিন্দদাস

রাগতরঙ্গিণীতে দুটি পদ আছে যথাক্রমে গোবিন্দ ও গোবিন্দদাস ভনিতায়।[৩] দুটি পদেই কংসনারায়ণ-সোরমদেবীর উল্লেখ আছে। এই "কংসনারায়ণ" "রূপনারায়ণ"-রামভদ্রের পুত্র লক্ষ্মীনাথ হওয়া অসম্ভব নয়। প্রথম পদে বাংলার ছন্দঃস্পন্দ অনুভূত হয়। সুতরাং বাঙালী কবির দাবি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। ষোড়শ শতকের শেষার্দ্ধে উত্তরবঙ্গে এক জমিদার ছিলেন কংসনারায়ণ নামে। কিন্তু বাঙালী কোন পদকর্ত্তা ভনিতায় রাজার সঙ্গে রানীর নাম করেন নি।

কংসনারায়ণ

এই ভনিতায় দুটি পদ আছে রাগতরঙ্গিণীতে[৪] আর একটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে[৫]। রাগতরঙ্গিণীর প্রথম পদটি কীর্ত্তনানন্দে বিদ্যাপতির ভনিতায় আছে। দ্বিতীয়পদের ভনিতায় গোলমাল কিছু আছে,

সুমুখি-সমাদ সমাদরেঁ সমদল
নসিরাসাহ সুরতানে
নসিরাভূপতি সোরমদেই-পতি-
কংসনরাএন ভানে॥

পদটি কি পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দদাসের রচনা?

১ পৃ ৫০, ৬৮, ৭২। শেষের পদটিতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ধৃত পাঠে শিবসিংহ-লখিমা আছে।
২ মিত্র ২৭৫। ৩ পৃ ১০০, ১০১ (গুপ্ত ৫২৩ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)। ৪ :পৃ ৭৭, ৯৭। ৫ ৪৭৯।

জীবনাথ

এঁর একটি পদ আছে রাগতরঙ্গিণীতে।[১] এই ভনিতায় আর একটি পদ আছে মিথিলাগীতসংগ্রহে।[২] প্রথম পদের ভনিতায় "মেধাদেই-পতি রূপনারায়ণ"-এর উল্লেখ আছে। এই "রূপনারায়ণ" রামভদ্র হওয়া সম্ভব।

অমিয়কর

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত "এমিঞকর" ভনিতার পদটিতে[৩] "রূপনারায়ণ"-শিবসিংহ ও লখিমাদেবীর উল্লেখ আছে। গ্রীয়র্সনের সঙ্কলনে[৪] লখিমার স্থানে "প্রাণবতী" আছে। নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনে[৫] "অমিয়কর" বদলে "সুকবি ভনথি" পাই।

ধরণীধর

রাগতরঙ্গিণীতে এই ভনিতায় পদটি[৬] "মোরঙ্গিআ কোড়ার" রাগিণীর উদাহরণরূপে উদ্ধৃত হয়েছে। কবি বোধ হয় নেপাল-তরাইয়ের অধিবাসী ছিলেন।

ভবানীনাথ

এঁর একটিমাত্র পদ রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত হয়েছে।[৭] ভনিতায় "নৃপ-দেব"-এর উল্লেখ আছে,

ভবানীনাথ হেন ভানে
নৃপ-দেব জত রস জানে···

নগেন্দ্রনাথের সঙ্কলনে ভনিতাটি এইভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েছে,

কবি বিদ্যাপতি ভানে
নৃপ সিবসিংঘ রস জানে···

পদটি রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের। ছন্দে অভিনবত্ব আছে। ভাষায় বাংলার রেশ পাই।

১ পৃ ১১১-১২। ২ দ্বিতীয় ভাগ পদসংখ্যা ৪১। ৩ পৃ ৮৪। ৪ ৩৭। ৫ ৩১৭।
৬ পৃ ৯৮ (গুপ্ত ৭৯২ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)। ৭ প ৯৫ (গুপ্ত ১২৬ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)।

প্রীতিনাথ

"নৃপ" প্রীতিনাথ ভনিতার পদটি রাগতরঙ্গিণীতে পাওয়া গেছে।[১] নগেন্দ্রনাথ চালিয়েছেন বিদ্যাপতির নামে।[২]

কবি-কুমুদী

এঁর পদটিও রাগতরঙ্গিণীতে মিলেছে[৩] এবং নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্তৃক বিদ্যাপতির ভনিতায় পরিবর্ত্তিত হয়েছে।[৪]

লখিমীনাথ

নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে এই ভনিতায় একটি পদ আছে।[৫] এঁকে "কংসনারায়ণ" লক্ষ্মীনাথ মনে করবার কারণ নেই।

১ পৃ ৮০। ২ ৬৪২। ৩ পৃ ৬৭। ৪ ৬৪১। ৫ ১৬৩।



নেপালে ও মোরঙ্গে (অর্থাৎ নেপালের তরাইয়ে) বাঙালী কবি-পণ্ডিতের গতিবিধি অনেকদিন থেকেই ছিল। বাঙালী বৌদ্ধদেরও প্রধান আশ্রয়স্থল ছিল এই দেশ। বাঙালীর লেখা সব চেয়ে প্রাচীন পুথি যা মহাকালের গ্রাস এড়িয়ে এসেছে তা ছিল নেপালেই। দ্বাদশ শতাব্দীতে নেপালে বাঙালী বাসিন্দা খুব কম ছিল না। ৩১৩ নেপাল-সংবতে (= ১১৯৩) "রাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীলক্ষ্মীকাম-দেবস্য বিজয়রাজ্যে" নেপালে বসে বাংলা অক্ষরে বাঙালী পণ্ডিতের লেখা 'নাগানন্দ' নাটকের পুথি নেপাল-দরবারের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নেপালের মল্ল-রাজবংশের গুরু ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। চতুর্দ্দশ শতকের মাঝখানে এই রাজগুরু ছিলেন রামদাস। এঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্ম্মগুপ্ত ছিলেন "পরমরাজকবি"। ধর্মগুপ্ত তাঁর পিতার সম্বন্ধে বলেছেন,

বিখ্যাতো জগতীতলে স জয়তি শ্রীকণ্ঠপূজাপরো
নেপালাবনিপালমণ্ডলগুরুঃ শ্রীরামদাসঃ [কৃতী]।...

বাপ ছেলেকে সযত্নে শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে কথা ধর্মগুপ্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছেন তাঁর একটি নাট্যরচনার উপসংহারে,

পিত্রা পুত্রকৃপাপরেণ নিপুণং শাস্ত্রান্বয়ং শিক্ষিত
এতাং ভাবরসোজ্জ্বলাং স কৃতবান্ রামাঙ্কিতাং নাটিকাম্॥

রাজকবি ধর্মগুপ্ত খ্যাত ছিলেন "বালবাগীশ্বর" বা "বালসরস্বতী" বলে।[১] এঁর লেখা দুটি নাটক পাওয়া গেছে। তার মধ্যে 'রামাঙ্ক-নাটিকা' আগেকার রচনা বলে মনে হয়।[২] নাটিকাটির প্রথম অভিনয় হয়েছিল ললিতাপুরে (ললিতাপত্তন বা পাটনে)। প্রস্তাবনায় গণেশবন্দনায় এই কথা আছে,

মণিনাগশিরোমণিদীধিতিভী-
রুচিরং সুকৃতাদৃতয়া ত্রয়তে।

১ রামাঙ্ক-নাটিকা পুথির শেষে আছে,—"তেনৈব ধর্মগুপ্তেন শ্রীমতা রামদাসিনা।
বালবাগীশ্বরেণেয়ং লিখিতা রামাঙ্কনাটিকা"।

২ কেমব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৪০৭ (বেণ্ডলের বিবরণী)। লিপিকাল—এবং রচনাকাল—নেপাল-সংবৎ ৪৮০ (= ১৩৬০)।

ললিতাপুরমেতদিহারতো
গণনাথ বিনাশয় বিঘ্নগণম্॥

দ্বিতীয় রচনা 'রামায়ণ-নাটক'[১]। "শ্রীমতো ভগবতো গোপালেশ্বরস্যারাধনপরায়ণেন শ্রীশিখরনারায়ণচরণসেবকেন শ্রীঝক্কেশ্বরীতৎপরেন স্বরকীকুলকমলকাননবিকাশনৈকভাস্করেণ⋯শ্রীমতা জয়যূথসিংহদেবেন" আদিষ্ট হয়ে হরিশঙ্কররথযাত্রা-মহোৎসবপ্রসঙ্গে নানাদিগ্‌দেশসমাগত সভাসদ্‌বর্গের বিনোদের জন্যে "তত্র ভবতঃ শ্রীরামদাসহৃদয়নন্দনস্য পরমরাজকবেরার্য্যশ্রীবালসরস্বতীপ্রথিতকীর্ত্তিমণ্ডলস্য শ্রীমতো ধর্মগুপ্তস্য অভিনবকৃতং চতুরঙ্ক-রামায়ণনাটকম্" রচিত ও অভিনীত হয়েছিল। অনেকে মনে করেন এই নাটক ও রামাঙ্ক-নাটক একই বই। তা নয় বলেই এটিকে কবি "অভিনবকৃত" বলেছেন। উপাধির ঘটা দেখে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যেতে পারে যে রামায়ণ-নাটক তাঁর প্রৌঢ় বয়সের লেখা।

ধর্মগুপ্তেরা যে বাঙালী ছিলেন তার অব্যর্থ প্রমাণ মিলছে কবির পুত্র রামগুপ্তের নকল করা মহাভারত পুথিতে।[১] মহাপ্রস্থান-পর্ব্বের এই পুথিটি রামদাস নকল করেছিলেন বঙ্গাক্ষরে ৫৪৫ নেপাল-সংবতে (= ১৪২৫) "মহাপাত্র-শ্রীরাজসিংহদেবঃ মহামাত্যশ্রীনাথসিংহঃ এতয়োঃ শিরোভূতপ্রস্তাবক্ষণে"। রাজসিংহ-শ্রীনাথসিংহও নিশ্চয়ই বাঙালী ছিলেন। তা না হলে তাঁরা বাংলা অক্ষরে পুথি লেখাতেন না। পুথির শেষে লিপিকর আত্মপরিচয় দিয়ে পোষ্টাদের আশীর্ব্বাদ করেছেন এই বলে,

সদ্‌রামদাসকবিনন্দনো যঃ
সো বালবাগীশ্বরধর্মগুপ্তঃ।
তস্যাত্মজঃ পণ্ডিতরাজগুপ্তো
ভ্রাতা সুতশ্চাস্তি চ রামগুপ্তঃ॥

এতৎ ব্যাখ্যান কথিতুমুভয়ানামশিষ্টকম্।
তেন ত্বরয়া লিখিতং ন দোষ ধ্রিয়স্ব বুধৈঃ॥
সুখীভবন্তু শ্রীসপ্তকুটুম্ব শ্রী[উ]ভয়মহাপাত্রাণাম্।

১ নেপাল-দরবারের পুথি।

বালবাগীশ্বরের পুত্র আর পণ্ডিত-রাজগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র হলে কি হয় রামগুপ্তের সংস্কৃতজ্ঞান পরিচয় দেওয়ার মত ছিল না। পুষ্পিকার শেষ তিন ছত্রের ভাষা বৌদ্ধ সংস্কৃত বললেই হয়।

মিথিলার শেষ স্বাধীন রাজা কর্ণাটবংশীয় হরসিংহদেবের সভায় অন্তত দুজন নাট্যকারকে পাচ্ছি, জ্যোতিরীশ্বর ও উমাপতি। "কবিশেখরাচার্য্য" জ্যোতিরীশ্বর লিখেছিলেন 'ধূর্ত্তসমাগম' প্রহসন।[১] গোড়াতেই সুলতান-বিজয়ী হরসিংহদেবের প্রশস্তি আছে,

নানাযোধনিরুদ্ধনির্জিতসুরত্রাণত্রসদ্বাহিনী-
নৃত্যদ্ভীমকবন্ধমেলকদলদ্ভূমিভ্রমদ্ভূধরঃ।
অস্তি শ্রীহরসিংহদেবনৃপতিঃ কর্ণাটচূড়ামণি-
র্দৃপ্যৎপার্থিবসার্থমৌলিমুকুটন্যস্তাঙ্ঘ্রিপঙ্কেরুহঃ॥

জ্যোতিরীশ্বরের 'বর্ণনরত্নাকর' মৈথিল ভাষাব সব চেয়ে পুরানো বই, গদ্যে লেখা।[২]

"মহামহোপাধ্যায় কবিপণ্ডিতমুখ্য" উমাপতি-উপাধ্যায় সেকালে প্রচলিত ভাষাগীতি-সংবলিত নাট্যরচনার আদর্শে 'পারিজাতমঙ্গল' বা 'পারিজাতহরণ-নাটক'[৩] লিখেছিলেন "যবনবনচ্ছেদনকরালকরবাল", বিচ্ছেদগতচতুর্বেদপথপ্রকাশ", ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর "দশমাবতার, "হিন্দুপতি" হরসিংহদেবের আমন্ত্রণে সমাগত ভূপালমণ্ডলের বীররসাবেশ শমনের উদ্দেশ্যে। পারিজাতমঙ্গলে মৈথিল পদ আছে একুশটি। জয়দেবের পদাবলীর মত এগুলিও নাট্যরচনাটির সর্বস্ব।

পূর্বপশ্চিমের সমবেত মুসলমান-শক্তির আক্রমণ বারবার ব্যর্থ করে অবশেষে পরাজিত হয়ে হরসিংহদেবকে মিথিলা ত্যাগ করে তাঁর রাজ্যের উত্তরভাগে মোরঙ্গে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এ ঘটনা ঘটেছিল ১২৪৫ ("বাণাব্ধি-যুগ্ম-শশী",

[১] গ ৫৩৪০, ৫৩৪১। [২] শ্রীযুক্ত ববুয়া মিশ্র ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত এবং এসিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৪১)।

[৩] মিথিলায় মুদ্রিত। বিহার-উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটির পত্রিকা তৃতীয় খণ্ডে গ্রীয়র্সন কর্তৃক প্রকাশিত।

"বাণাব্ধি-মাস") শকাব্দে (= ১৩২৩-২৪)।[১] হরসিংহদেবের উত্তর প্রদেশে আসার পর থেকে নেপালে-মোরঙ্গে নাটগীতির ও পদাবলীর চর্চা জাঁকিয়ে উঠেছিল। হরসিংহের পৌত্রী, জগৎসিংহের[২] কন্যা, রাজল্লদেবীর বিবাহ হয়েছিল নেপালের যুবরাজ জয়স্থিতিমল্লের সঙ্গে ৪৭৪ নেপাল-সংবতে (= ১৩৫৪)। জয়স্থিতিমল্লের সভাকবি, "নাট্যবেদবিশারদ" রাজবর্দ্ধনের পুত্র মণিক[৩], রাজার নির্দেশে 'অভিনব-রাঘবানন্দ'[৪] ও ভৈরবানন্দ'[৫] নামে দুখানি নাটক লিখেছিলেন। অভিনবরাঘবানন্দ-নাটকের বিষয় রামায়ণ-কাহিনী। রচনার উপলক্ষ্য জয়স্থিতিমল্লদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার জয়ধর্ম্মমল্লের "রঘুকুলোচিতব্রতভঙ্গমহোৎসবপ্রসঙ্গ"। ভৈরবানন্দ-নাটকের বিষয় পুরাণের ধরণের রোমান্টিক কাহিনী। এটি লেখা হয়েছিল রাজকুমারের বিবাহোৎসব উপলক্ষ্যে।

চন্দনবর্মার পুত্র, জয়স্থিতিমল্লদেবের মন্ত্রী, জয়তবর্মার জন্যে মণিক মানবন্যায়শাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন নেপালের ভাষা নেওয়ারীতে ৫০০ নেপাল-সংবতে (১৩৮০)।[৫] এই জয়তই কি নেপালে লেখা সব-চেয়ে পুরানো নাটক যা পাওয়া গেছে, 'মহীরাবণবধ', তার রচয়িতা? জয়ারিমল্লদেবের রাজ্যকালে ৪৫৭ নেপাল-সংবতে (= ১৩৩৭) নাটকটি লেখা হয়েছিল। পুথিও এই সময়ের। কবি তখন তরুণ এবং তখনো রাজসভায় আসন পান নি। মহীরাবণবধ রচনার উদ্যোক্তা ছিলেন "মহাপাত্র" (অর্থাৎ রাজসভাসদ্) জয়শীহমল্লবর্মা। পুথিটি মহাপাত্র নিজে নকল করেছিলেন, "শ্রীজয়শীহমল্লবর্মণৈঃ সত্বার্থহেতুনা স্বহস্তেন লিখিতম্"। "উত্তরবিহার-মহাপাত্র"-এর এই সাহিত্যপ্রীতি প্রশংসনীয়।

পঞ্চদশ শতকের শেষ প্রান্তে জয়যক্ষমল্লদেবের মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ভাগ হয়ে গেল তিন ছেলের মধ্যে। বড় ছেলে রাজ্য করতে থাকেন পুরানো রাজধানী ভাতগাঁও (ভক্তপত্তন বা ভক্তপুরী) নিয়ে। অনুজ দুজন রাজধানী করলেন

[১] ই ৭৭৭৫। জার্মান প্রাচ্যপরিষদের পুথি (পিশেলের বিবরণী)।

[২] নেপাল-দরবারের প্রাচীন 'বংশাবলী' পুথিতে কর্ণাটবংশজ তিরহুতিয়া জগৎসিংহ-কুমারের উল্লেখ আছে। পারিজাতমঙ্গলের দুটি পদের ভণিতায় হরসিংহের পট্টমহাদেবী "জগ-মাতা" বলে উল্লিখিত হয়েছেন। [৩] পূরা নাম ছিল বোধ হয় মণিবর্দ্ধন। [৪] কেম্ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৫৮ (বেণ্ডলের বিবরণী)। [৫] নেপাল-দরবারের পুথি।

যথাক্রমে কাঠমাণ্ডুতে ও বনেপায়। বনেপার জয়রণমল্লদেবের অনুসরণ করে পরবর্ত্তী একাধিক রাজা নিজের নামে নাটক চালিয়েছিলেন। জয়রণমল্লের 'পাণ্ডববিজয়' নাটকে তাঁর মহিষী নাথল্লদেবীব ও পুত্র বিজয়মল্লের নাম আছে।

উমাপতি-উপাধ্যায়ের মত বিদ্যাপতিও সম্ভবত সঙ্গীতনাটক লিখেছিলেন। 'মণিমঞ্জরী' নাটিকা এবং 'গোরক্ষবিজয়' নাটক বিদ্যাপতির লেখা বলে অনেকে মনে করেন। প্রথমটির খোঁজ পাই নি, দ্বিতীয়টির নেপালে প্রাপ্ত পুথির এক পৃষ্ঠার প্রতিলিপি বছর তিন চার আগে দেখেছিলুম। কিন্তু পুথি সবটা না দেখলে এসম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী নিয়ে নাটক নেপালে লেখা হয়েছিল সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে।

এই প্রসঙ্গে 'মাধবানলকথা'-র উল্লেখ করি। সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় গদ্যে-পদ্যে লেখা এই ছোট রোমাণ্টিক কাব্য একাধিক কবির নামে পাওয়া গেছে। একটি পুথির শুধু পুষ্পিকায় পাই "ইতি শ্রীবিদ্যাপতিবিরচিতা মাধবানল-কথা সমাপ্তা"।[১] এই পুথির সংস্কৃত ও প্রাকৃত শ্লোক সবই রয়েছে আনন্দধরের মাধবানলকামকন্দলা কাব্যে। রচনার মধ্যে বিদ্যাপতির নাম অথবা স্বতন্ত্র রচনা কিছুই নেই। সুতরাং এটিকে বিদ্যাপতির রচনা মনে করলে ভুল হবে।

বিদ্যাপতি যে একটি প্রহসন (অথবা কৃষ্ণলীলা নাটিকা) রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ আছে। নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে একটি পদ আছে[২] যেটি এই রকম কোন পাঠ্যরচনার অন্তর্গত ছিল বলে মনে করি। সেকালের এক-ধরণের নাটগীতে পাত্রপাত্রী রঙ্গভূমিতে প্রথম প্রবেশ করেই হয় গান গেয়ে নয় শ্লোক পড়ে নিজের নিজেব ভূমিকার পরিচয় দিত দর্শকশ্রোতাদের কাছে।[৩] যেমন, সিদ্ধিনরসিংহদেবের নিদেশে লেখা হরিশ্চন্দ্র-নাটে[৪] কালিকাদেবীর বন্দনার পর নাটমঞ্চে পাত্রপাত্রীর একে একে এইরূপে আবির্ভাব,

১ গ ১০৪৬০। লিপিকাল সংবৎ ১৮১০ শকাব্দ ১৬৭৫ (=১৭৫৩)। ২ "নানাপ্রকার" ১৫।

৩ ভারতচন্দ্র-রায়ের অসমাপ্ত শেষ রচনা চণ্ডী-নাটকেও এই রকম দেখি।

৪ জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি (পিশেলের বিবরণী)।

হরিশ্চন্দ্র ॥ সমস্ত পৃথ্বীপতিরগ্রগন্তা
যুদ্ধে ধনে শ্রীদশমোহতিদাতা।
গুণেন বাচা যশসাদ্বিতীয়ঃ
সোহহং হরিশ্চন্দ্র ইহাগতোহস্মি ॥

মদনাবতী ॥ প্রোৎফুল্লপদ্মায়তপত্রনেত্রা
সুবর্ণবর্ণা শরদিন্দুবক্ত্রা।
রূপৈরুদার্যৈরুপমানবাহ্যা
তব প্রিয়াহং মদনেতি নাম্না ॥

বোহিদাশ ॥ হৃদয়বিরাজিততরলিতহারঃ
শীলযুতঃ কৃতনীতিবিচারঃ।
বোহিদাশ ইতি বিদিতকুমারঃ
সোহহং বালঃ তনুসুকুমারঃ ॥

বিশ্বামিত্র ॥ দণ্ডকমণ্ডলুমণ্ডিতহস্তঃ
সুললিততিলকবিভূষিতমস্তঃ।
কৌশিকমুনিরহমপগতলোভ-
শ্চেলকাষায়পটাপিতশোভঃ[১] ॥

সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি লেখা সরস-রামের 'আনন্দবিজয়'-নাটিকাতেও[২] এইরকম পাই। বিদ্যাপতির এই পদটিও রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভূত কুট্টিনীর (—কৃষ্ণলীলায় জরতী বড়াইয়ের মত—) উক্তি বলে মনে করি,

হমে ধনি কূটনি পরিণতি নারী
বৈসহু বাস ন কহোঁ বিচারি।
কাহুকে পান কাহু দিঅ সান
কত ন হকারি কএল অপমান।

১ পাঠ "শ্চলকাষায়বটার্পিতশোভঃ"।

২ দরভঙ্গা রাজপ্রেসে মুদ্রিত (১৩৩৩)

কয় পরমাদ ধিয়া মোর ভেল
আহে জৌবন কতয় চল গেল।
ভাঙ্গল কপোল অলক ভরি সাজু
সঙ্কুল নয়নে কাজর রাজু।
ধবলা কেস কুসুম করু বাস
অধিক সিঙ্গারে অধিক্ উপহাস।
থোথর থৈয়া থন দুও ভেল
গরুঅ নিতম্ব কহাঁ চল গেল।
জৌবন সেস সুখাএল অঙ্গ
পাছু হেরি বিলুলইতে উমত অনঙ্গ।
খনে খন ঘোঘট বিঘট সমাজ
খনে খনে অব হকারলি লাজ।
ভনহি বিদ্যাপতি রস নহি ছেও
হাসিনিদেই-পতি দেবসিংঘ দেও॥

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কালিকা-বন্দনার পদটিও[১] বিদ্যাপতির কোন নাট্যরচনার প্রারম্ভগীতি বলে অনুমান করি। পদটি নিঃসন্দেহ বিদ্যাপতির, যেহেতু ভনিতায় "হাঁসিনিদেই-পতি গরুড়নারায়ণ দেবসিংহ নরপতি"-র উল্লেখ আছে। কবি ভীষ্মের যে দুটি পদে[২] জগনারায়ণ-প্রভাবতীদেবীর নাম আছে সে দুটি উর্বশীপুরুরবার উপাখ্যান অবলম্বনে এঁর রচিত কোন নাটক থেকে নেওয়া বলে বোধ হয়।

উমাপতি-উপাধ্যায়ের পারিজাতমঙ্গলের পদগুলি নিয়েই মৈথিল গীতিকাব্যের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। এঁরও আগে নিশ্চয়ই কোন কোন কবি পদ লিখেছিলেন। উমাপতির পদাবলীর নিখুঁত গঠন থেকে এই অনুমান করতেই

১ পৃ ৮৯-৯০ (গুপ্ত "হরগৌরী" ১)।
২ পৃ ৪৩-৪৪, ৫৭-৫৮।

হয় যে এগুলি কিছুতেই প্রথম প্রচেষ্টা নয়। কিছুকাল ধরে পদরচনা না চললে এরকম পদ লেখা হতে পারে না। তবে সেরকম কোন পদের হদিস এখনও মেলে নি। জয়দেবের গীতগোবিন্দের চর্চা মিথিলায় খুব জোরেই চলত। রাধাকৃষ্ণ-বিলাসগীতি ছাড়াও আদি-রসাল বিষয়ের আলোচনায় মুখর ছিল সেকালের মিথিলা। রতিশাস্ত্রের কয়েকটি প্রসিদ্ধ বই—পদ্মশ্রী-জ্ঞানের[১] 'নাগরসর্বস্ব', ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী', জ্যোতিরীশ্বরের 'পঞ্চসায়ক', জগদ্ধরের 'রসিকসর্বস্ব'—তীরভুক্তিতেই লেখা। আদিরসবহুল অনেকগুলি প্রহসনও তীরহুতের কবি-পণ্ডিতের রচনা। যেমন, জ্যোতিরীশ্বরের 'ধূর্ত্তসমাগম', অমরেশ্বরের 'ধূর্ত্তবিডম্বন',[২] "কবিরাজশেখর" শঙ্খধরের 'লটকমেলক'[৩]। অতএব আদিরসের আনুষঙ্গিক বলে রাধাকৃষ্ণলীলা-পদাবলীও এখানে অত আগে পুষ্পিত ও ফলিত হয়েছিল। ভক্তিরসের প্রাবল্য ছিল হরগৌরী-পদাবলীতে।

পারিজাতমঙ্গলের বাইরেও উমাপতি-ভনিতায় দুএকটি পদ মিলছে আধুনিক-সংগ্রহে। এগুলি দেবীবন্দনা।[৪]

উমাপতির কিছু পদ বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। কিন্তু কতগুলি তা বলা কঠিন। দুটি নামই চার-অক্ষরের, শেষ দু অক্ষরেও মিল। সুতরাং ভনিতা-পরিবর্ত্তন সহজেই হতে পেরেছিল।

[১] দীপঙ্করশ্রী-জ্ঞান, পদ্ম-শ্রীজ্ঞান ইত্যাদি নামে সকলে মনে করেন "শ্রীজ্ঞান" উপাধি। কিন্তু তা নয়, উপাধি "জ্ঞান" (তুলনীয় আধুনিক পদবী "জানা"), নাম দীপঙ্করশ্রী, পদ্মশ্রী। তুলনীয় মঞ্জুশ্রী, অশোকশ্রী-মিত্র, করুণাশ্রী-মিত্র ইত্যাদি। [২] গ ৮২৩৫। কবি ছিলেন কোন মহেন্দ্রনাথ (?) নৃপতির পুরোহিত ("পৌরোহিত্যমবাপ্য নাথ-নৃপতেঃ ক্ষৌণীমহেন্দ্রস্য যঃ")। পিতা ধ্যানেশ্বরও কতকগুলি নাট্যরচনা লিখেছিলেন ("যোঽসৌ নাটকনাটিকাপ্রকরণব্যায়োগনির্মাণভূঃ")। পিতামহ ধর্মেশ্বর শাস্ত্রবিচারে উৎকলের রাজা বীরনৃসিংহদেবকে পরাজিত করেছিলেন। কবির নিবাস ছিল তীরভুক্তিতে হরিহসন গ্রাম। প্রহসনখানি লেখা হয়েছিল কবির "আত্মনো বিনোদার্থম্"। [৩] গ ৮২৩৪। [৪] মৈথিল-ভক্তপ্রকাশ (দরভঙ্গা ১৯২২) পৃ ১৮, ১৫।

হরসিংহদেবের পর থেকে মোরঙ্গে, অর্থাৎ নেপাল-তরাইয়ে, বিশুদ্ধ মৈথিল ও মিশ্র ব্রজবুলি ভাষায় গীতিকবিতারচনার রীতি ধারাবাহিকভাবে চলে এসেছিল। এইখান থেকেই নেপাল-রাজসভায় মৈথিল-ব্রজবুলি-বাংলা পদাবলী-রচনার রীতিও প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

রাগতরঙ্গিণীতে "লছমিনরাএন নৃপ" ভনিতায একটি পদ আছে।[১] ইনি মোরঙ্গ-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণ বলে মনে করি। মোরঙ্গের রাজা ত্রিবিক্রমের সভাপণ্ডিত মুরারি-মিশ্র তাঁর 'শুভকর্ম্মনির্ণয়'-এর[২] উপক্রমে এই মোরঙ্গ-রাজবংশানুক্রম দিয়েছেন,

লক্ষ্মীনারায়ণ
|
রূপনারায়ণ
|
বীরনারায়ণ
|
নরনারায়ণ
|
জগৎনারায়ণ
|
ত্রিবিক্রম

লক্ষ্মীনারায়ণের প্রশংসা করে মুরারি লিখেছেন,

দুষ্টানামেকশাস্তা হরিচরণপরঃ পৌরবর্গস্য পাতা
বৈরিশ্রেণীনিহন্তা দ্যুতিজিতমদনঃ শীঘ্রভূরিপ্রদাতা।
বিশ্বব্যাপিপ্রতাপস্ত্রিজগতি বিদিতে চারুমোরঙ্গদেশে[৩]
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যঃ সমভবদবনীপালমালাবতংসঃ ॥

১ পৃ ৬৫ (গুপ্ত ১২৯ বিদ্যাপতি-ভনিতায়)। ২ মিত্র ১৯৮৭। মৈথিল পুথি, লিপিকাল লক্ষ্মণ-সংবৎ ৫৮৪ (=১৭০৩)। ৩ মুদ্রিত পাঠ "চারু+বঙ্গদেশে"।

অর্থাৎ যিনি দুষ্টদের একমাত্র শাস্তিদাতা, হরিচরণপরায়ণ, প্রজাপালনকারী ও বৈরি-সমূহ-হননকারী, দেহকান্তিতে যিনি মদনকে জয় করেছেন, যিনি শীঘ্র ও প্রচুর দান করেন, যাঁর প্রতাপ বিশ্বব্যাপী, এমন লক্ষ্মীনারায়ণ হয়েছিলেন রাজবৃন্দচূড়ামণি ত্রিভুবনে বিখ্যাত সুন্দর মোরঙ্গদেশে।

মুরারির জীবৎকাল সপ্তদশ শতকের এদিকে নয়। তা হলে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্যকালের নিম্নতম সীমা হবে ষোড়শ শতকের প্রথম পাদ।

এক "কবিডিণ্ডিম" লক্ষ্মীদত্ত 'পাণ্ডবচরিত' মহাকাব্য[১] লিখেছিলেন। ইনি ছিলেন শ্রীশ্রীমল্লক্ষ্মীনারায়ণরাজপণ্ডিত"। এই লক্ষ্মীনারায়ণ মোরঙ্গ-রাজ হতে পারেন। লক্ষ্মীদত্তের পুরা নাম যদি লক্ষ্মীনাথ-দত্ত হয় তবে লক্ষ্মীনাথ ভনিতার পদটি[২] এঁরই রচনা হতে পারে।

রূপনারায়ণের ভনিতা-যুক্ত পদ থাকলে তা শিবসিংহ-রূপনারায়ণের পদের সঙ্গে মিশে গেছে। রূপনারায়ণ-মেধাদেবীর উল্লেখযুক্ত পদটি[৩] এই রাজসভার কবি জীবনাথের রচনা বলে মনে হয়।

বীরনারায়ণের বিরুদ ছিল বোধ হয় "কংসদলন" বা সিংহদলন"[৪]। বিদ্যাপতি-ভনিতার একটি পদে "কংসদলন নারায়ণ"-এর উল্লেখ আছে।[৫] তবে এখানে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দিষ্ট হতে পারেন। এঁর সভাকবি "চতুর" চতুর্ভুজের-ভনিতাযুক্ত একটি পদ রাগতরঙ্গিণীতে আছে।[৬] নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে আরও একটি আছে।[৭]

নরনারায়ণ ও জগৎনারায়ণ, পিতা ও পুত্র দুজনেরই সভাকবি ছিলেন "কুমার" ভীষ্ম। রাগতরঙ্গিণীতে এঁর তিনটি পদ আছে। একটি পদে[৮] নরনারায়ণ-

[১] মিত্র ২০০৪। মৈথিল পুথি। [২] গুপ্ত ১৬৩। [৩] রাগতরঙ্গিণী পৃ ১১১-১২।

[৪] এঁর সভাকবি চতুর্ভুজ 'গীতগোপাল' কাব্যে লিখেছেন যে তাঁর জাহাঙ্গীরের কাছে পৌঁছা রাজা "সিংহদলনরায়" উপাধি পেয়েছিলেন। বঙ্গাক্ষরে, ৪০৯ লক্ষ্মণ-সংবতে (= ১৬১৮) লেখা গীতগোপালের পুথি নেপাল-দরবারের সংগ্রহে আছে। কাব্যটি গীতগোবিন্দের অনুকরণে লেখা।

[৫] রাগতরঙ্গিণী পৃ ৮৫-৮৬ (গুপ্ত ১৪)। [৬] ঐ পৃ ১০০। [৭] "প্রহেলিকা" ২০। [৮] পৃ ৬৯।

ধরমাদেই-র উল্লেখ আছে, দুটি পদে[১] "মোরঙ্গ-মহীপতি" প্রভাপতিদেই-পতি জগনারায়ণের নাম আছে।

ত্রিবিক্রম "নৃপতি"-র উল্লেখ পাচ্ছি গঙ্গাধরের একটি পদে। পদটি দেবী-বন্দনার, রাগতরঙ্গিণীতে সঙ্কলিত।[২]

রাগতরঙ্গিণীতে "রসময়" শ্যামসুন্দর ভনিতায় যে পদটি আছে[৩] তাতে উল্লিখিত কমলাবতী-পতি কৃষ্ণনারায়ণ মোরঙ্গের রাজবংশীয় হতে পারেন।

১ পৃ ৪৩-৪৪, ৫৭-৫৮। দ্বিতীয় পদটি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্কলনে ("নানাপ্রকার" ৩) বিদ্যাপতি-লখিমাদেই-শিবসিংহের ভনিতায় আছে। ২ পৃ ৭৮। ৩ পৃ ১১৫।



নেপালে মৈথিল ও বাংলা গীতিকবিতা প্রবেশ করেছিল চতুর্দ্দশ শতকে, হরসিংহ-দেবের সূত্রে। এই-রকম পদ প্রথমে নাটগীতির জন্যেই লেখা হত, পরে পদাবলী-রূপেও লেখা হতে থাকে। নেপাল রাজ-সভায় পদাবলীচর্চার ইতিহাস আমরা ধারাবাহিকভাবে পাচ্ছি ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত। মল্লবংশের রাজ্যলোপ হলে পরে এই ধারা লুপ্ত হয়ে যায়। আমার মনে হয় মোরঙ্গ-নেপালের রাজসভার আওতায়ই বাংলা-মৈথিল পদাবলীর মিশ্রণে এবং অবহট্‌টের ঠাটে ব্রজবুলির উৎপত্তি হযেছিল।

ভাতগাঁও-এর ত্রৈলোক্যমল্লের রাজ্যকালে (ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে) লেখা একখানি কৃষ্ণলীলা-নাটকে কয়েকটি পদ আছে বাংলায় ও মৈথিলে লেখা। কয়েকটি পদে কবির ভনিতা পাওয়া যায় রামভদ্র ও বীরনারায়ণ। ভনিতাহীন এই পদের[১] ভাষা যে বাংলা তা অনিবার্য্য বিকৃতি সত্ত্বেও বেশ বোঝা যায়,

সঘন বরিসে মেহা
সুমরি সুবন্ধু-নেহা[২]
জীব চুটুপুট নীদ ন আএ[৩] বিরহ দগধ-দেহা।
মন পংক্ষি হয়া জাবো
জাহা গিয়া [লাগ] পায়িবো
হাতে ধরিয়া পায় পড়িয়া গলায়[৪] তুলিয়া লয়িবো।
চন্দন চির ন ভাএ[৫]
কুসুম সাজ সুখাএ[৬]
অঙ্গ মোড়ি মোড়ি[৭] আঙ্গন ঠাড়ি[৮] মন চৌদিক ধাএ[৯] ॥

১ শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচীর "নেপালে ভাষা নাটক" (সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা ষট্‌ত্রিংশ ভাগ) প্রবন্ধে উদ্ধৃত। ২ মুদ্রিত পাঠ "মহা"। ৩ ঐ "আবে"। ৪ ঐ "গলা"। ৫ ঐ "চিরণ ভাবে"। ৬ ঐ "সোহাবে"।
৭ ঐ "মোরি মোরি"। ৮ ঐ 'ঠারি'। ৯ ঐ "ধাবে"।

ললিতাপুর (পাটন) শাখার শ্রীনিবাসমল্লদেবের সভায় এক কবি রামভদ্রকে পাচ্ছি। তিনি যদি এই রামভদ্র হন তবে নাটকটি ত্রৈলোক্যমল্লদেবের রাজ্যকালে লেখা হয়েছিল।

ত্রৈলোক্যমল্লের পুত্র জগজ্জ্যোতিমল্লদেব (রাজ্যকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ) সংস্কৃত ও দেশি সাহিত্যের খুব পোষকতা করেছিলেন। এঁর নামে বহু গীতিকবিতা[১], তিন-চারখানি ভাষা-নাটক, সঙ্গীতশাস্ত্রের অনুবাদ ও টীকা[২] এবং অন্যান্য নিবন্ধ[৩] পাওয়া গেছে। 'হরগৌরীবিবাহ' নাটক[৪] লেখা হয়েছিল ৭৪৯ নেপাল-সংবতে (=১৬২৯)। এতে পঞ্চান্নোটি পদ আছে। 'মুদিতকুবলয়াশ্ব' নাটক[৫] লিখেছিলেন বিল্বপঞ্চাগ্রামীণ ভারদ্বাজগোত্রীয় মৈথিল কবি-পণ্ডিত রামচন্দ্র-শর্মার ও জয়মতীর পুত্র বংশমণি-ওঝা। পদাবলীতে ও সংলাপে মৈথিল এবং বাংলার ব্যবহার আছে। কবি বংশমণিকে পরে প্রতাপমল্লের সভায় পাই। জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের নামিত অপর নাট্যরচনা হচ্ছে 'কুঞ্জবিহারি-নাটক'[৬]। পূর্বে যে বাংলা পদটি উদ্ধৃত করেছি তা এই নাটকেরই বলে মনে হচ্ছে।

নেপাল-রাজবংশের তিন শাখার তিন সমসাময়িক রাজার মধ্যে সাহিত্যচর্চা নিয়ে বোধ হয় আড়াআড়ি হয়েছিল। ভাতগাঁওয়ের জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের প্রতিস্পর্দ্ধী ছিলেন কাঠমাণ্ডুর প্রতাপমল্লদেব ও ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহদেব। "কবীন্দ্র" প্রতাপমল্লদেবের নামে অনেকগুলি রচনা প্রচলিত আছে। যেমন

১ 'গীতপঞ্চাশিকা' (নেপাল-দরবারের পুথি)। রচনাকাল "খ-শর-তিথি" (১৫৫০) শকাব্দ (=১৬২৮)। ২ 'সঙ্গীতচন্দ্র'-এর অনুবাদ (নেপাল-দরবারের পুথি)। মূল বই "দূরাৎ দক্ষিণদেশতঃ" আনা হয়েছিল ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে ("যাতে নেপালিকাব্দে রসযুগমুনিভিঃ") এবং

শ্রীমচ্ছ্রীজগজ্জ্যোতির্মল্লভূপতিতুষ্টয়ে।
সিংহদেবসুতেনায়ং শিবেন লিখিতো মুদা॥

'নাগরসর্বস্ব'-এর টীকা (নেপাল-দরবারের পুথি)।

৩ যেমন, ৭৪৭ নেপাল-সংবতে (১৬২৭) দৈবজ্ঞ নারায়ণসিংহ সঙ্কলিত 'শ্লোকসারসংগ্রহ' (নেপাল-দরবারের পুথি)। 'নরপতিজয়চর্য্যাটীকা' (ঐ)। এটির রচনা ও লিপি কাল ১৫৩৯ শকাব্দ (১৬১৭)।

৪ কেম্‌ব্রিজ-পুথি অতিরিক্ত ১৬৯৫। ৫ জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি।

৬ নেপাল-দরবারের পুথি।

'বৃষ্টিচিন্তামণি',[১] 'অবলোকিতেশ্বরস্তবরাজ',[২] স্বয়ম্ভূভট্টারকস্তোত্র',[৩] 'অবিদ্যাধরী-গীতস্তব',[৩] 'হরমেখলাটীকা',[৩] 'সঙ্গীততারোদয়চূড়ামণি'[৪], ইত্যাদি।

প্রতাপমল্লদেবের তুলাপুরুষদান-মহোৎভব উপলক্ষ্যে ১৫৭৭ শকাব্দে (১৬৬৫) বংশমণি 'গীতদিগম্বর' নাটক[৩] লিখেছিলেন। বংশমণি একটি মহাকাব্যও লিখেছিলেন, 'হরিকেলি'।[৫] এতে কংসবধ পর্য্যন্ত কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। বংশমণির আর একটি রচনা হচ্ছে 'চতুরঙ্গতরঙ্গিণী'।[৩] এটি লেখা হয়েছিল কৃষ্ণানন্দ-রায়ের অনুরোধে। ইনি কি বাঙালী ছিলেন?

৭৭৩ নেপাল-সংবতে (= ১৬৩৩) লেখা একটি পুথির পুষ্পিকায় লেখক ভাতগাঁওয়ের জগজ্জ্যোতিমল্লদেব ও ললিতাপুরের সিদ্ধিনরসিংহমল্লদেব দুজনের নাম করেছেন,—"শ্রীভক্তাপুরীমহানগরয়া রাজাধিরানশ্রী৩ জগজ্জ্যোতির্মল্লদেবয়াতিক্রিয়া-সংগ্রহ······কালন্দব্যূহপুস্তকং ররিতাপুরিমহানগর্য্যাং গরুদ্ধজাবতারে শ্রী৩সিদ্ধি-নলসিংহমল্লদেব ॥ তস্য পুত্র বৃষধ্বজাবতারং শ্রী৩নিবাস্মল্ল তস্য উভয়রাজ্যে শুভং ॥"[৬] এর থেকে জানা যায় যে সিদ্ধিনরসিংহমল্লের ও শ্রীনিবাসমল্লের বিরুদ ছিল যথাক্রমে "গরুড়ধ্বজাবতার" ও "বৃষধ্বজাবতার"।

সিদ্ধিনরসিংহদেবেব (মৃত্যু ১৬৫৭) রাজ্যকালে লেখা হয়েছিল 'গোপীচন্দ্র-নাটক'[৭] ও 'হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য' (অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্র-নাট)[৮]। হরিশ্চন্দ্র-নাটের রচয়িতা রামভদ্রের বাপের নাম শঙ্কর। সিদ্ধিনরসিংহমল্লের পুত্র শ্রীনিবাসমল্লদেবের নির্দেশে কবি রামভদ্র 'ললিতকুবলয়াশ্বমদালসা-নাটক' (বা 'শিবপার্বতীমহিমানৃত্য')[৮] রচনা করিয়াছিলেন। রচনাকাল এবং প্রাপ্ত পুথির লিপিকাল "হরমুখ-বসু-মুনি" (৭৮৫) নেপাল-সংবৎ (= ১৬৬৫)। গোপীচন্দ্র-নাটকের প্রধান অংশ পদ্য, তার

১ কেমব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৪৭২।

২ গ্রেট্‌ব্রিটেনের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি হজসন-সংগ্রহ ৩০ (কাউয়েল-এগলিঙের বিবরণী)। ৩ নেপাল-দরবারের পুথি। ৪ কেম্‌ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৪১। বচনাকাল নেপাল-সংবৎ ৭৮৩ (= ১৬৬৩)।

৫ গ ৮১৪৮। ৬ কেম্‌ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৬৮৭।

৭ কেম্‌ব্রিজ পুথি অতিরিক্ত ১৩৮৯। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুলিপি। বাঙ্গালাসাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড দ্রষ্টব্য। ৮ জার্মান প্রাচ্য পরিষদের পুথি।

ভাষা বাংলা। পুরুষানুক্রমে নেপাল-বাসী কোন বাঙালী কবির রচনা বলে বোধ হয়।

রাগতরঙ্গিণীতে[১] নেপাল-বরাড়ী রাগিণীর উদাহরণে "রাজ্ঞঃ শ্রীনিবাসমল্লস্য" বলে এই চার ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে,

উপমিঅ আনন   নীরজ-পঙ্কজ   শশধর দিবস মলীনে
ভৌঁহ অনূপম   অধর সোহাঞোন   নবপল্লবরুচি জীনে
সুন পেঅসি   কী মোর পরল গরু-[অ অপরাধে]
বহ মলয়ানিল   জার কলেবর   ন কর মনোরথ-বাধে ॥

ভাতগাঁওয়ের জিতামিত্রমল্লদেবের উদ্যোগে 'অশ্বমেধ-নাটক'[২] প্রভৃতি লেখা হয়েছিল। জিতামিত্রমল্লের পর তাঁর ছেলে ভূপতীন্দ্রমল্ল রাজা হয়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে। ইনিও অনেকগুলি নাটক লিখিয়েছিলেন। 'ভৈরবপ্রাদুর্ভাব-নাটক'[৩] রচিত হয়েছিল ৮৩৩ নেপাল-সংবতে (=১৭১৩) এঁর আদেশে "শ্রীশ্রীরাজকুমারস্য উপনয়নমহোৎসবে শ্রীশ্রীস্বেষ্টদেবতাপ্রীতিকামনয়া"। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী নিয়ে 'বিদ্যাবিলাপ-নাটক'[৪] লিখেছিলেন "দ্বিজ" কাশীনাথ। দুটি ছাড়া এতে সব পদেই লালমতীদেবী-সুত, বিশ্বলক্ষ্মীদেবী-পতি ভূপতীন্দ্রের ভনিতা আছে। রচনা-কাল ও লিপি-কাল নেপাল-সংবৎ ৮৪০ (=১৭২০)। "দ্বিজ" কৃষ্ণদেবের 'মহাভারত-নাটক'-এও[৪] একটি ছাড়া সব পদে ভূপতীন্দ্রমল্লদেবের ভনিতা রয়েছে। কয়েকটি পদের ভাষায় বাংলার ছাপ উজ্জ্বল। ভূপতীন্দ্র নিজে একটি পদাবলী-সঙ্কলন করেছিলেন অথবা কোন সভাকবিকে দিয়ে করিয়েছিলেন ৮২৫ নেপাল-সংবতে (=১৭০৫)।[৫] এতে পদসংখ্যা হচ্ছে ১৩৯।

ভূপতীন্দ্রমল্লের পুত্র রণজিতমল্লদেব ভাতগাঁওয়ের শেষ নেওয়ারী রাজা। সাহিত্যের একজন বড় পোষ্টা ছিলেন ইনি। এঁর সুদীর্ঘ রাজ্যকালে অনেকগুলি নাটগীত লেখা হয়েছিল। রাজসভায় শুধু খাঁটি নেপালী কবি নয়, মৈথিল এবং

১ পৃ ৪৮। ২ নেপাল-দরবারের পুথি। লিপিকাল ও রচনাকাল নেপাল-সংবৎ ৮১০ (=১৬৯০)। ৩ গ্রেট-ব্রিটেনের এসিয়াটিক সোসাইটির পুথি হজ্‌সন-সংগ্রহ ৩৬। ৪ শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'নেপালে বাঙ্গালা নাটক' (১৩২৪)। ৫ হজ্‌সন-সংগ্রহ ৫৩।

বাঙ্গালী কবিও ছিল। 'মাধবানলকামকন্দলা-নাটক' মৈথিল কবি "দ্বিজ" ধনপতির লেখা। 'রামচরিত-নাটক' বাঙালী কবি গণেশের।[১] এটি লেখা হয়েছিল ৮৮৫ নেপাল-সংবতে (= ১৭৬৫)। এর প্রায় সব গানেই দেখি রণজিতমল্লের ভনিতা।

"সঙ্গীতবিদ্যাকর" জগজ্জ্যোতিমল্লদেবের দৌহিত্র (?) অনন্তসিংহ মাতামহের কাছে সযত্নে অধ্যয়ন করে "সঙ্গীতশাস্ত্রার্ণবপারগ" হয়েছিলেন। এঁর পুত্র পূর্ণসিংহও "সঙ্গীতে সকলেঽভবচ্চ নিপুণস্তাতপ্রশিক্ষাবশাৎ"। পূর্ণসিংহ লিখেছিলেন 'সঙ্গীতসারার্ণব'[২] কোন এক "গৌরীপতেঃ সূনু"-র উপরোধে। রাগতরঙ্গিণীতে "কবিরাজ পূরণমল্ল"-এর যে গঙ্গাবন্দনা পদটি আছে[৩] তা পূর্ণসিংহের রচনা বলে মনে করি। মল্ল-রাজবংশের দৌহিত্র বলেই ইনি পূর্ণসিংহের বদলে পূর্ণমল্ল ভনিতা দিয়ে থাকবেন।

[১] নেপালে বাঙ্গালা নাটক। [২] নেপাল-দরবারের পুথি। [৩] পৃ ৫১-৫২।

রাগতরঙ্গিণীতে এই সব কবির একটি করে পদ আছে,—চতুরানন,[১] হরিদাস,[২] সদানন্দ,[৩] "রসময় কবি" জয়কৃষ্ণ,[৪] মধুসূদন[৫]। "সিংহ ভূপতি" ভনিতায় পদ আছে দুটি,[৬] "নৃপ সিংহ"[৭] ভনিতায় একটি। "সিংহ ভূপতি" নাম হতে পারে, কোন "সিংহ" ভূপতিকেও বোঝাতে পারে। পদকল্পতরুতে সিংহ-ভূপতি ও ভূপতি ভনিতায় কয়েকটি পদ আছে, একটিতে আছে ভূপতিনাথ। এটি নাম বলেই মনে হয়। তা হলে কি কবির (বা কবির পোষ্টার) পুরা নাম ভূপতিনাথসিংহ ? কয়েকটি পদে "চম্পতি" বা চম্পতি-পতি" ভনিতাও পাওয়া যায়। এই সব পদ নগেন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির বলে গ্রহণ করেছেন।

"চন্দ্রকলা" ভনিতার পদটি[৮] রাগতরঙ্গিণীতে "ইতি বিদ্যাপতি-পুত্রবধ্বাঃ" বলে উদ্ধৃত হয়েছে সুপ্রিয় রাগিণীর উদাহরণ হিসাবে। পদটি জয়দেবের রচনার মত দীর্ঘ-সমাসবহুল। প্রায়ই মিল নেই। ভনিতার ছত্র লঘু ছন্দের।

"চন্দ্রকলা" কবি-ভনিতা বলে বোধ হয় না, রাধার সখীর নাম হওয়া সম্ভব। পদের প্রথম অংশ কৃষ্ণের উক্তি। শেষ অংশ সখীর উক্তি,

চন্দ্র কবি[৯] জয়দেব মুদ্রিত মান তেজ তোহেঁ রাধিকে
বচন মম ধর কৃষ্ণ অনুসর কিন্নু কামকলা শুভে।
চন্দ্রকলাহে বচন করসি
মানিনি মাধব অনুসরসি ॥

দরভঙ্গার বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহেশ-ঠাকুরের পৌত্র সুন্দর-ঠাকুরের সভাকবি "কাত্যায়নগোত্র" "কুজৌলীকুলনন্দন" সরস-রাম (বা রাম) সংস্কৃতে-প্রাকৃতে রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক একখানি নাটিকা লিখেছিলেন 'আনন্দবিজয়'[১০]

[১] পৃ ৬১ (দেবীবন্দনা)। মিথিলাগীতিসংগ্রহ তৃতীয় ভাগে (৩৭) চতুরানন ভনিতায় আর একটি পদ আছে। [২] পৃ ৬১-৬২ (শিববিষয়ক)। [৩] পৃ ১১২ (দেবীবন্দনা)। [৪] পৃ ৮৭ ৮৮। [৫] পৃ ১০২। [৬] পৃ ৬০ (গুপ্ত ৫৯১), পৃ ৭৪-৭৫ (গুপ্ত ১৭৫)। [৭] পৃ ৭৩-৭৪ (গুপ্ত ৯৪)। [৮] পৃ ৫৩-৫৪। [৯] অর্থাৎ কবিচন্দ্র। [১০] দরভঙ্গা রাজপ্রেসে মুদ্রিত (১৩৩৩)।

নামে। এতে উনত্রিশটি মৈথিল পদ আছে। ভনিতায় কবি রাজার উল্লেখ করেছেন। কয়েকটি পদে দুই রানী কমলাবতী-প্রাণবতীর নাম আছে। লোচনের রাগতরঙ্গিণীতে এই পদের কোনটি উদ্ধৃত হয় নি।

রাগতরঙ্গিণী সঙ্গীতের বই, লিখেছিলেন বা সঙ্কলন করেছিলেন মহেশ-ঠাকুরের পৌত্র, সুন্দর-ঠাকুরের পুত্র মহীনাথের সময়ে তাঁর অনুজ নরপতি-ঠাকুরের নিদেশে। সঙ্কলন-কাল সপ্তদশ শেষ পাদ, সম্ভবত ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দ।[১] বিভিন্ন রাগরাগিণীর উদাহরণ রূপে বহু পদ উদ্ধৃত হয়েছে। বইটির মূল বক্তব্য অর্থাৎ text সংস্কৃতে ও হিন্দী দোহায় এবং ক্বচিৎ মৈথিল ও হিন্দী কবিতায়। দোহাগুলি কোন পুরানো হিন্দী বই নেওয়া কেন না এগুলির ভাষায় স্থানে স্থানে অবহট্‌ঠের প্রভাব আছে। উদাহরণ পদাবলীর মধ্যে লোচনের পদ আছে আটটি, তার মধ্যে কয়েকটিতে সপত্নীক মহীনাথের এবং নরপতির উল্লেখ আছে। আধুনিক সংগ্রহ মিথিলাভক্তপ্রকাশে একটি ভনিতাহীন পদে মহীনাথ-নরপতিব নাম আছে।[২] 'রাগসঙ্গীতসংগ্রহ' নামে আর একটি বইও লোচন সঙ্কলন করেছিলেন। রাগতরঙ্গিণীতে এর উল্লেখ আছে।

রাগতরঙ্গিণী পাঁচ তরঙ্গে বিভক্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ তরঙ্গই সব চেয়ে বড়। পদাবলী এই দু তরঙ্গেই উদ্ধৃত হয়েছে "মিথিলাপভ্রংশভাষয়া শ্রীবিদ্যাপতিকবি-নিবদ্ধাস্তাস্তা মৈথিলগীতগতয়ঃ" প্রদর্শনের জন্য।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে লোচন কিছু নূতন কথা বলেছেন।[৩] শিবসিংহদেব তাঁব প্রধান গায়ক জয়তকে বিদ্যাপতির কাছে নিযুক্ত করেছিলেন—"কবিশেখর-বিদ্যাপতয়ে তু সন্ন্যস্তঃ"—তাঁর পদাবলীতে সুর লাগাবার জন্যে। জয়ত ছিলেন কায়স্থ। পিতা উদয়। পিতামহ সুমতি ছিলেন কলাবান্ কথক। জয়তব পুত্র কৃষ্ণও বড় গায়ক হয়েছিলেন। পিতা-পুত্রের পর বিদ্যাপতির-পদাবলীর বড় গায়ক হয়েছিলেন হরিহর-মল্লিক, তার পর হরিহরের মেজ ছেলে ঘনশ্যাম, এবং তারপর ঘনশ্যামের তিন ছেলে লচ্ছীরাম, রাঘবরাম ও টীকারাম।

[১] প্রাক্‌কথন দ্রষ্টব্য। [২] পৃ ১২। [৩] পৃ ৩৭।

নেপাল-মোরঙ্গের রাজসভায় বাঙালী কবি-পণ্ডিতের উপস্থিতি যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চলে এসেছে তার প্রমাণ আগে দিয়েছি। বাংলা-মৈথিলী-অবহট্‌ঠ ও সম্ভবত নেওয়ারী মিশিয়ে পদাবলীর বিশিষ্ট ভাষা যে নেপাল-মোরঙ্গে উদ্ভূত হয়েছিল তাও বলেছি। বাংলায় ব্রজবুলি আলাদা করে সৃষ্ট হয়েছিল অথবা নেপাল-মোরঙ্গ-তীরহুত থেকে এসেছিল তা এখন ঠিক করে বলবার উপায় নেই। বাংলায় ব্রজবুলি কবিতার প্রথম ও শ্রেষ্ঠ লেখকেরা প্রায় সবাই বৈদ্য ছিলেন। বাঙ্গালী বৈদ্যরাও যে মিথিলায় পড়তে যেতেন তার প্রমাণ পেয়েছি। নেপাল-দরবারের সংগ্রহে উদয়নের ন্যায়তাৎপর্য্য টীকার একটি পুথি আছে। এই পুথি লেখা হয়েছিল ১৪১০ শকাব্দায় অর্থাৎ ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলায় "সর্ষপ-গ্রামে মহামহোপাধ্যায়-সন্‌মিশ্র-শ্রীমচ্ছঙ্করাণাং চৌপাড্যাং গৌডীয়াম্বষ্ঠ-শ্রীমদ্‌বাসুদেবেন"। সুতরাং মিথিলার সঙ্গে বৈদ্যপদ-কর্ত্তাদের সম্পর্ক নিতান্ত গৌণ ছিল না।

তবে লেনা-দেনা উভয়তই ছিল। রাগতরঙ্গিণীতে দেশীয়-বরাড়ী রাগিণীর উদাহরণে কবিশেখর-ভনিতায় যে পদটি [১] আছে তা লোচন বলেছেন "ইতি বিদ্যাপতেঃ"। ভনিতায় নসরৎ-শাহের উল্লেখ আছে,

কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি
রাএ নসরদ-সাহ ভজলি কমলমুখি ॥

এই নসরৎ-শাহ বাংলার সুলতান হুসেন-শাহের পুত্র, এবং পদটি বাঙালী কবিশেখরের।

রাগতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কোন কোন পদেও বাংলার প্রভাব আছে। যেমন,

নন্দক নন্দন কদবেঁরি তরুতলে ধিরেঁ ধিরেঁ মুরলি বোলাব
সময় সঁকেত- নিকেতন বৈসল বেরি বেরি বোলি পঠাব।
সামরী তোরা লাগি অনুখনে বিকল মুরারি। ধ্রু।

১ পৃ ৪৪-৪৫। ক্ষণদা-গীতচিন্তামণিতে এই ভনিতাই আছে। পদকল্পতরুতে (১৬৭) যে ভনিতা আছে তা স্পষ্টই অর্বাচীন,—"ভনই বিদ্যাপতি সে বর নাগর, রাই-রূপ হেরি অন্তর গরগর॥" নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (৩৪) পদকল্পতরুর বিকৃত পাঠই নিয়েছেন।

জমুনাক তীর-উপ- বন উদবেগল ফিরি ফিরি পথহি[১] নিহারি।
গোরস বিকেঁ নিতে অবইতেঁ জাইতেঁ জনি জনি পুছ বনবারি।
তোঁহে মতিমান সুমতি মধুসূদন বচন শুনহ কিছু মোরা
ভনই বিদ্যাপতি সুন বরজৌবতি বন্দহ নন্দকিশোরা॥[২]

এ পদ মৈথিল বিদ্যাপতির নয়। বাঙালী বিদ্যাপতির কিনা বলতে পারি না, তবে কবিতাটির মূল রূপ নিঃসন্দেহ বাঙালীর রচনা।

বিদ্যাপতি-ভনিতার আর একটি পদের[৩] প্রথম চার ছত্র উদ্ধৃত করছি। এর মধ্যেও বাংলার রেশ লক্ষ্য করা যায়।

চল চল সুন্দরি শুভকর আজ
ততমত করইতেঁ নহিঁ হোএ কাজ।
গুরুজন-পরিজন-ডর কর দূর
বিনু সাহসেঁ সিধি আস ন পূর।
বিনু জপলে সিধি কেঅও নহিঁ পাব
বিনু গেলে ঘর নিধি নহিঁ আব।...

বাংলা-ঢঙের পদে শিবসিংহ-লখিমার নাম বড় পাওয়া যায় না।

বাঙালী কাব্যরসিকেরা বিদ্যাপতির পদাবলী সঞ্চয়ন ও সংরক্ষণ করে এসেছেন পঞ্চদশ শতক থেকে। সেই সময় থেকে উনবিংশ শতক অবধি বাঙালী কবি বিদ্যাপতির পদের অনুকরণ ও অনুসরণ করে এসেছেন। ষোড়শ শতাব্দীর এক কবি বিদ্যাপতি ভনিতায় পদও লিখেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক কবি বিদ্যাপতির ভনিতা দিয়ে নিজেদের পঙ্গু পদাবলী জীইয়ে রাখতে চেষ্টা করেছেন। কোন কোন কবি-রসিক আবার বিদ্যাপতির মৈথিল পদকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন অল্পবিস্তর স্বাধীনভাবে। একটি উদাহরণ দিই। রাগতরঙ্গিণীতে বিদ্যাপতির একটি দীর্ঘ পদ আছে, বৃন্দাবনে বসন্তশোভার বর্ণনা।[৪] এই পদটি

[১] মুদ্রিত পাঠ "ততহি"। [২] পৃ ৪৭।
[৩] পৃ ৩৮ (গুপ্ত ৩৮, গ্রীয়র্সন ২৫—শুধু প্রথম দু ছত্র মেলে)। [৪] পৃ ৬৩-৬৪।

কোন বারমাসিয়া গীতিগুচ্ছের প্রথম পদ ছিল বলে মনে করি। একটি পুথিতে বিদ্যাপতি-ভনিতায় একটি বাংলা পদ পেয়েছি যা এই সম্ভাবিত বারমাসিয়া পদাবলীব মর্মানুবাদ।[১] পদটির আরম্ভ ও শেষ এই,

মাঘেতে মাধব কৈলে মথুরা গমন
দশদিগ শূন্য দেখি আর বৃন্দাবন।···
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারী
তিলেক ধৈরজ কর মেলিবে মুরারি॥

১ বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার পুথি ৫৫৪।

বিত্থাপতি আজ অবধি যে কবিখ্যাতি পেয়ে এসেছেন তার অনেকটাই তাঁর পূর্বগামী ও অনুগামী কবিদের প্রাপ্য। উমাপতি বিত্থাপতির প্রায় একশ বছর আগেকার কবি। এঁর একাধিক পদের ভাব বিত্থাপতির নামিত পদে বিস্তারিত ও তরলিত হয়েছে। পরবর্ত্তী অনেক শক্তিমান কবিও যে বিদ্যাপতির মত, এমন কি তাঁর চেয়েও ভালো পদ লিখেছেন, তা গীতিত্রিংশতিকা অংশ পড়লে বোঝা যাবে। বিদ্যাপতি বড় কবি এবং তিনি অনেক ভালো পদ লিখেছেন। তবুও যাঁরা বিদ্যাপতি-পদাবলীর মত্তমধুকর তাঁদের আমি এইটুকুই বলবো যে বহু স্থান-কাল-পাত্রের মধু শুধু একজনের সঞ্চয় মনে করে তাঁরা কল্পনার চক্র গড়ে তুলেছেন। ইতিহাসের চর্চা ও সাহিত্যের আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয় স্বীকার করি। কিন্তু ইতিহাসকে একেবারে অস্বীকার করে সাহিত্য হতে পারে আলোচনা চলে না। ভাবকল্পনার ভাঁটিতে বিদ্যাপতি-পদাবলীর সাহিত্যরস চোলাই করবার আগে পদগুলি ভালো করে বেছে নেওয়া দরকার। ইতিহাসের দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকলে

— নেই তাই খাচ্ছ থাক্‌লে কোথা পেতে
কহেন কবি কালিদাস পথে যেতে যেতে। —

এই ছড়াও মেঘদূত-শকুন্তলা-রঘুবংশের কবির রচনা বলতে হয়।

চতুর্দ্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মৈথিল-ব্রজবুলি কবিতা পুরাপূরি প্রণয়রসাত্মক লৌকিক গীতি। আদিরসাত্মক সংস্কৃত প্রকীর্ণ কবিতার ভাব এগুলিতে নূতন আধারে পরিবেশিত হয়েছে। ভক্তিরসের পদগুলি বন্দনাগীতি, সেগুলিতে সাহিত্যরস বড় নেই, সুতরাং এ আলোচনার বাইরে। রাধাকৃষ্ণ-পদাবলীতে ভক্তিভাবের পল্লব-উদ্‌গম হল বাংলাদেশে, শ্রীচৈতন্যের জীবনরস-নিষেক পেয়ে। কিন্তু সেখানেও পুরানো আধারের কাঠিন্যে ও কৃত্রিমতায় সে রস শীঘ্রই শুকিয়ে এল। তবে কিছু পরিমাণে রয়ে গেল প্রার্থনা-পদাবলীতে। কিন্তু তাতে সাহিত্যরসের মাত্রা খুব বেশি নয়।

আসল কথা হচ্ছে এই যে মৈথিল-ব্রজবুলি গীতিকবিতার মধ্যে কবির অকৃত্রিম আত্মপ্রকাশ ও আন্তরিকতা ততটা কখনই ছিল না যতটা আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে কবীরের দোহাবলীতে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় মীরার পদাবলীতে পাই। বিদ্যাপতি ছিলেন রাজসভার পণ্ডিত ও কবি, তাই তাঁর লেখনী চলত দরবারি চালে। দরবারি মোহর পেয়েই তাঁর পদাবলী সহজে কালজয়ী হয়েছে। কবীর-মীরার গানে পাণ্ডিত্যের জৌলুস নেই, দরবারি অলঙ্কারের কিংখাপে সেগুলি মোড়া নয়। তবে কবিহৃদয়ের অকৃত্রিম ভাবরস তাঁদের কবিতাকে যে সর্বজনীনতার ও সর্বকালিকতার উচ্চ ভূমিতে তুলেছে সেখানে বিদ্যাপতি-গোষ্ঠীর মৈথিল-ব্রজবুলি পদাবলী কখনই নাগ পায় নি। মৈথিল-বাংলা-ব্রজবুলিতে বিরহের পদ তো কতই রয়েছে, কিন্তু বিরহের বাস্তব ব্যাকুলতায়, রসের ও ভাবের নিটোল অখণ্ডতায়, মীরাবাইয়ের এই নিরাভরণ পদটির জোড়া কোথায়?

॥ আনন্দভৈরব ॥

সখী মেরী নীঁদ নসানী হো
পিয়কো পন্থ নিহারত সিগরী রৈন বিহানী হো। ধ্রু।
সব সখিয়ন মিলি সীখ দই মন এক ন মানী হো
বিনি দেখ্যাঁ কল নাহিঁ পড়ত জিয় ঐসী ঠানী হো।
অঙ্গি অঙ্গি ব্যাকুল ভঈ মুখি পিয় পিয় বাণী হো
অন্তর বেদন বিরহ কী বহ পীড় ন জানী হো।
জ্যূঁ চাতক ঘন কূঁ রটে মছরী বিনি পানী হো
মীরাঁ ব্যাকুল বিরহিণী সুধ-বুধ বিসরানী হো॥

ভক্তিরসের প্রাবল্য সাহিত্যরসকে কখনই নষ্ট করতে পারে না, যদি রচনায় কবিহৃদয়ের আন্তরিকতা থাকে। যেমন মায়ের সঙ্গে মীরার এই সংলাপ-পদটি,

তু মত গরজে মাইড়ী সাধাঁ দরসন জাতী
রাম-নাম হিরদে বসৈ মাহিলে মদ-মাতী।
মাঈ কহে—সুন ধীহড়ী কাহে গুণ ফূলী
লোক সোবৈ সুখ-নীঁদড়ী থে ক্যূঁ রৈনজ ভূলী।

গেলী দুনিয়া বাবলী জ্যা কুঁ রাম ন ভাবে
জ্যারেঁ হিরদে হরি বসে ত্যাঁ কুঁ নীঁদ ন আবে।
চৌবাঁস্যা কী বাবডী জ্যা কুঁ নীর ন পীজৈ
হরি-নালে অমৃত ঝরৈ জ্যা কী আস করীজৈ।
রূপ-সুরঙ্গা রাম জী মুখ নিরখত জীজৈ
মীরাঁ ব্যাকুল বিরহিণী অপনী কর লীজৈ॥

বিদ্যাপতির কৃতিত্ব খর্ব বা অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি বলতে চাই এই কথা যে বিদ্যাপতির কবিত্বধারা প্রবাহিত হয়েছিল সেকালের সভাসাহিত্যের বাঁধা নহরে। তাঁর কাব্যকলার চারুতা, তাঁর গীতিকবিতার সুর-সুরধুনী সেকালের বিদগ্ধসমাজকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করেছিল, এবং তা এখনো আমাদের মন ভোলায়! কিন্তু তাঁর রচনায় ভাবরসের সে সর্বভূমিকতা সে প্রাণশক্তি কই যাতে করে অনাগত দিনেও তা সাহিত্যরসিকের কৌতূহলেব পসার না হয়ে জীবনরসিকের পাথেয় হবে।

জীবনের স্পর্শই আসল কবিত্বের সোনার কাঠি। এরই স্পর্শ থাকায় নিতান্ত সম্প্রদায়গত রচনা যা লুই-কাহ্নু থেকে শুরু করে পাঞ্জাবের বাবা ফরীদু-দ্-দীন, কাশী-কোশলের কবীর, রাজস্থানের মীরা, বঘেলখণ্ডের গেয়ানদাস প্রভৃতি সন্ত-ভক্ত-কবিদের ভজন-পদাবলীর মধ্য দিয়ে এসে বাংলার বাউল গানের মধ্যে নিঃশেষিত হয়েছিল এবং যা রবীন্দ্রনাথের অলৌকিক প্রতিভাস্পর্শে নবমঞ্জরিত হয়েছে, তা আমাদের সাহিত্যের চলতি বাজারে কখনো দামের ছাপ পায় নি। রবীন্দ্রনাথ যদি মরমিয়া-বাউল গীতিবাক্যের অন্তর-ঐশ্বর্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি না ফেরাতেন তবে আজও এ বস্তু সম্পূর্ণ উপেক্ষিত রয়ে যেত।

তবে মৈথিল-ব্রজবুলি পদাবলী আগাগোড়াই সাময়িক খদ্যোত-সাহিত্য নয়। এর মধ্যে অমরতার বীজ গুপ্ত আছে। তাই সেকালেব তুচ্ছ রচনার জালজঞ্জাল এড়িয়ে এগুলিই শুধু বহু শতাব্দীর খেয়া বেয়ে একালের ঘাটে এসে লেগেছে। আমাদের দায় এগুলিকে ভবিষ্যতের বন্দরে পৌঁছে দেওয়া। তাই বোঝা হালকা করে এগুলিকে অনাগত কালের রসতীর্থের অভিমুখে এগিয়ে দিবার জন্যেই আমার এই আলোচনা॥

গীতিত্রিংশতিকা

উমাপতি

১

॥ নট ॥

কি কহব মাধব তনিক বিসেসে
অপনহু তমু ধনি পাব কলেসে।
অপনুক আনন আরসি হেরী
চানক ভরম কোপ কত বেরী।
ভরমহু নিঅ-কর উর পর আনী
পরস-তরস সরসীরুহ জানী।
চিকুর-নিকর নিঅ-নয়ন নিহারি
জলধর-জাল জানি হিঅ হারী।
অপন বচন পিক-রব অনুমানে
হরি হরি তেহু পরিতেজয় পরানে।
মাধব অবহু করিঅ সমধানে
সুপুরুখ নিঠুর ন রহয় নিদানে।
সুমতি উমাপতি ভন পরমানে
মাহেসরিদেই হিন্দূপতি জানে॥

২

॥ মালব ॥

হরি-সউঁ প্রেম আস কর লাওল
পাওল পরিভব ঠামে
জলধর-ছাহহি তর হম সুতলহুঁ
আতপ ভেল পরিনামে।

সখি হে মন জনু করিঅ মলানে
অপন করম-ফল হম উপভোগব
তোহেঁ কিঅ তেজহ পরানে। ধ্রু।
পুরুব-পিরিতি-রিতি হুনি জউ বিসরল
তইও ন হুনকর দোসে
কত ন জতন ধরি জউ পরিপালিঅ
সাপ ন মানয় পোসে।
কবহু নেহ পুনু নহি পরগাসিঅ
কেবল ফল অপমানে
বেরি সহস দস অমিঅ ভিজাবিঅ
কোমল ন হোঅ পথানে।
গুরু উমাপতি পহু দেব পরসন
মান হোএব অবসানে
সকল-নৃপতি-পতি হিন্দুপতি জিউ
মহারানী-বিরমানে॥

৩

॥ বিভাস ॥

সহস পূর্ণ সসি রহও গগনে বসি
নিসি বাসর দেও নন্দা
ভরি বরিসও বিস বহও দহও দিস
মলয়-সমীরন মন্দা।
সাজনি আব জীবন কোন কাজে
পহু মোহি হিন করু অপজস জগ ভরু
সহয় ন পারিঅ লাজে। ধ্রু।

কোকিল অলিকুল কলরবে আকুল
করও দেহও দুই কানে
সিসির-সুরভি জত দেহ দহও তত
হনও মদন পঁচবাণে।
সুকবি উমাপতি হরি হোএ পরসন
মান হোএত সমধানে
সকল-নৃপতি-পতি হিন্দূপতি জিউ
মহেসরি-দেই রমানে ॥

৪

॥ মালব ॥

অরুণ পুরুব-দিসি বহলি সগরি নিসি
গগন-মগন ভেল চন্দা
মুনি গেলি কুমুদিনি তইও তোহর ধনি
মুনল মুখ-অরবিন্দা।
কমল বদন কুবলয় দুহু লোচন
অধর মধুরি-নিরমাণে
সগর সরীর কুসুম তুঅ সিরিজল
কিএ তুঅ হৃদয় পখানে।
অসকতি করকংকণ নহি পরিহসি
হৃদয় হার ভেল ভারে
গিরি-সম গরুঅ মান নহি মুঞ্চসি
অপরুব তুঅ বেবহারে।
অবগুন পরিহরি হরখি হেরু ধনি
মানক অবধি বিহানে
হিমগিরি-কুমরী-চরণ হৃদয় ধরি
সুমতি উমাপতি ভানে ॥

বিদ্যাপতি

৫

॥ বিহাগড়া-কেদার ॥

উধসল কেস কুসুম ছিরিআএল খণ্ডিত দসন অধরে
নয়ন দেখিঅ জনি অরুণ কমলদল মধুলোভে বৈসল ভমরে।
কলাবতি কৈতব না করহ আজ
কওোন নাগর-সঙ্গ রয়নি গমওলহ কহ মোহি পরিহরি লাজ। ধ্রু।
পীন পয়োধর নখরেখ সুন্দর করেঁ বাঁধহ কাঁ গোরি
মেরু-শিখর নব উগি গেল সসধর গুপুতি ন রহলি এ চোরি।
বেকতে ও চোরি গুপুত কর কতিখন বিদ্যাপতি কবি ভান
মহলম জুগপতি চিরেঁ জীবেঁ জীবথু গ্যাসদীন সুরতান॥

৬

॥ মাধবী-বরাড়ী ॥

সসন-পরসেঁ খসু অম্বর রে দেখল ধনি-দেহ
নবজলধর-তর চমকএ রে জনি বীজুরি-রেহ।
আজ দেখলি ধনি জাইতেঁ রে মোহি উপজল রঙ্গ
কনকলতা জনি সঞ্চর রে মহী নিরঅবলম্ব।
তা পুনু অপরুব দেখল রে কুচযুগ-অরবিন্দ
বিগসিত নহিঁ কিছু কারণ রে সোঁঝা মুখচন্দ।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে বূঝএ রসমন্ত
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে হাঁসিনীদেবি-কন্ত॥

৭

॥ করুণা-সুহব ॥

কুল গুণ গৌরব শীল সোভাও
সবে লএ চঢ়লিহু তোহরহি নাও।



হমে অবলা কত কহব অনেক
আইতি পড়লা বুঝি অবিবেক।
হঠ তেজ মাধব কর মোহি পার
সবতহঁ বড় থিক পর-উপকার।
হমরা ভেলি আবে তোহরি আস
সে ন করিঅ জে হো উপহাস।
তোহেঁ পরপুরুষ হমহু পরনারী
হৃদএ কাঁপ তুঅ রীতি বিচারি।
ভল-মন্দ জানি করিঅ পরিণাম
জস-অপজস পএ রহ গএ ঠাম।
ভনই বিদ্যাপতি তোঁহেঁ গুণমান
হাথি-মহতেঁ নর কে নহিঁ জান॥

৮

॥ দ্রাবিড়ী ॥

জৌবন রূপ অছল দিন চারি
সে দেখি আদর কএল মুরারি।
অব ভেল ঝাল কুসুম সবে ছুছ
বারি-বিহুন সর কেও নহি পুছ।
হমরি ও বিনতি কহব সখি রোএ
সুপুরুখ-বচন অফল নহি হোএ।
জাবে রহএ ধন অপনা হাথ
তাবে সে আদর কর সংগ-সাথ।
ধনিক-ক আদর সবতহু হোএ
নিরধন বাপুর পুছ নহি কোএ।
ভনই বিদ্যাপতি রাখব সীল
জওঁ জগ জীবিঅ নবো নিধি মীল॥

৯

॥ শ্রীধনছী ॥

মলিন কুসুমতনু চীরে
কর পর বদন নয়ন ঢরু নীরে।
কি কহব মাধব তাহী
তুঅ গুণ-লুবধি মুগুধি ভেলি রাহী।
উরঁ লুর সামরি বেণী
কমলকোষ জনি কারিনাগিনী।
কেঅও সখি তাকএ সাঁসে
কেওঅ নলিনীদলেঁ করএ বতাসে।
কেঅও বোল আএল হরি
উসসি উঠলি সুনি নাম তোহরী।
সুকবি বিদ্যাপতি গাবে
বিরহিণীবেদন সখী সমুঝাবে॥

১০

॥ শঙ্কক-নাগ ॥

করতল কমলনয়ন ঢর নীর
ন চেতএ কুন্তল সঁভর ন চীর।
তুঅ পথ হেরি হেরি চিত নহি থীর
সুমরি পুরুব-নেহা দগধ-সরীর।
কতেঁ পরি মাধব সাধব মান
বিরহি জুবতি মাগ দরসন দান।
জল-মধে কমল গগন মধে সুর
আঁতর চাঁদহু কুমুদ কত দূর।

গগন গরজ মেঘা সিখর ময়ূর
কত জন জান সিনেহ কত দূর।
ভনই বিদ্যাপতি বিপরীত মান
রাধাবচনে লজাএল কান্থ ॥

১১

॥ কাম-সুহব ॥

বদন চাঁদ তোর নয়ন চকোর মোর
রূপ-অমিঞ-রস পীবে
অধর মধুরি-ফুল পিঅ মধুকর তুল
মধু বিন্দু কতিখন জীবে।
হে মানিনি মন তোর গঢ়ল পসানে
অপনে রভসেঁ হসি কিছুও উতর দেখি
সুখে জাওঁ নিসি অবসানে।
নিঞ মনে ন গুনসি পর-বোল ন সুনসি
ন [বুঝসি] ছইলরি বাণী
অপন অপন কজা কহিতেঁ পরম লজা
অরথিত আদর হানী।
ভনই বিদ্যাপতি সুন্থ বর-জৌবতি
সবে-খন ন করিঅ মানে
রাজা সিবসিংহ রূপনরাএন
লখিমাদেবী-রমানে ॥

১২

॥ উত্তম-নাট ॥

সখি হে বালভ জিতব বিদেসে
হমে কুলকামিনী কহইতে অনুচিত
তোহহু দেহুহি উপদেশে।

ঈন বিদেশক বেলী
দুরজনেঁ হমর দুখ ন অনুমাপব
তেঁ তোহেঁ পিআ গেল এলী।
কিছু দিন করথু নিবাসে
হমে পূজল যে সেহে পএ ভুজব
রাখথু পর উপহাসে।
হোএ তাহে কিএ বধ-ভাগী
জহিখনে হুহ্নি মনে মাধব চিন্তব
হমহু মরব ধসি আগী।
বিদ্যাপতি কবি ভা‍ণে
রাজা শিবসিংহ রূপনরা‍এন
লখিমাদেবী-রমানে॥

১৩

॥ যোগিয়া-আসাবরী ॥

কালি কহল পিআএ সাঁঝহি রে জাএব মো‍এ মারুঅ দেশ
মোএ অভাগলি নহি জানল রে সগঁহি জেতহু সেই দেশ।
হৃদয় বড় দারুণ রে পিআ বিনু বিহরি ন জাএ। ধ্রু।
একহি সয়ন সখি সূতল রে অছল বালঁভ নিসি ভোর
ন জানল কতিখন তেজি গেল রে বিছুরল চকেবা-জোর।
সুন সেজ হিঅ সাল এ রে পিআএ বিনু মরব মোএ আজি
বিনতি করএাঁ সখি লোলিনি রে মোহি দেহে অগিহর সাজি।
বিদ্যাপতি কবি গাওল রে আএ মিলত পিঅ তোর
লখিমাদেই-বরনাগর রে সিবসিংহ নহিঁ ভোর॥

১৪

॥ বিভাসী ॥

কুসুমরস অতি মুদিত মধুকর কোকিল পঞ্চম গাব
ঋতু বসন্ত দিগন্ত বালভ মানস দহো দিশ ধাব।
সজনিঞা, তেজল তেল তমোল তাপন সপন নিসি সুখরঙ্গ
হেমন্ত বিবহ অনন্ত পাবিঅ সুমরি সুমরি পিআ সঙ্গ।
মোর দাদুর সোর অহোনিরি বরিস বঁুদ সদন্দ
বিষম বারিস বিনা রঘুবব বিরহিনি-জীবন অন্ত।
সুমৃপি ধৈরজেঁ সকল সিধি মিল সুনহ কন্ত-সুবাণী
শিশির শুভদিন রাম রঘুবর আওব তুঅ গুণ জানি॥

১৫

॥ দেব-রাজবিজয় ॥

কতহু শ্মশ্রুধর কতহু পয়োধর
ভল বর মিলল সুশোভে
অর্ধ'গ ধইলি নারী [ন] গুনলি নিঞগারি
গরুঅ গৌরী-গুণ লোভে।
আলো শিব শম্ভু তুমি শিব শম্ভু
তুমি জে বধলো পঁচবাণে। ধ্রু।
গাঁগ-লাগি গিরি- জাক মনৌলি হে
ককে দেবি বোলহ মন্দা
চরণ-নমিত ফণী মণিময় ভূষণ
ঘর খিখিআএল চন্দা।

ভনই বিদ্যাপতি সুনহ তিলোচন
পয়-পঙ্কজ মোরি সেবা।
চন্দলদেই-পতি বৈদনাথ গতি
নীলকণ্ঠ হর দেবা॥

"কবি-কণ্ঠহার"

১৬

॥ অনূপা-শারঙ্গী ॥

তোরএ মোঞে গেলিহুঁ ফুল
মোতী মানিকে তুল।
সাজনি, সাজী অছোরসি মোরি
গরুবি আরতি তোরি
ডিঠি দেখইতেঁ দিবস চোরি॥

এত কম্হাই পরধন লোভ
জে নহি লুবুধ সেহে পএ সোভ॥ ধ্রু।

নিকুঞ্জ-কের সমাজ
ইথি নহী মুখ-লাজ।
ঢাঁকিবো জেন অপজস-রাসি
সে করে কাহ্নু জেন লজাসি
জখনে নাগর নগর জাসি॥

পীন-পয়োধর-ভার
মদন-রাএ-ভাণ্ডার।

রতনে জড়িলো তাহরি মাথ
মলিন হোএ তন দেহে হাথ
বড় সে কঠিন হমর লাথ॥

কবি ভন কণ্ঠহার
রস এতএ কে পার।
সিরি-শিবসিংহ জানএ তন্ত
রতন সন লখিমা-কন্ত
সব কলারস জেঁ গুনন্ত॥

"দশ-অবধান"

১৭

॥ বিততা-ভীমপলাসী ॥

উপরে পয়োধর নখরেখ সুন্দর
মৃদমদ-পঙ্কে লেপলা
জনি সুমেরু সসিখণ্ড উদিত ভেল
জলধর-জালেঁ ঝাঁপলা।
অভিরানি হে কপট করহ কাঁ লাগী
কোন পুরুষ-গুণে লুবুধ তোহর মন
রয়নি গমওলহ জাগী।
কারনেঁ কঞোঁনে অধর ভেল ধূসর
পুনু কোঁনেঁ আরত দেলা
দূধক পরসেঁ পবার ধবল ভেল
অরুন মজিঠ ভএ গেলা।
নবি পনারি গজেঁ গঞ্জি নড়াউলি
পরসলি সূর-কিরণে

ঐসন দেখিয় কপট করহ জনু
বেকত নুকাওব কওোনে।
দস-অবধান ভন পুরুষ-পেম গুনি
প্রথম সমাগম ভেলা
আলমসাহ প্রভু ভাবিনি ভজি রহু
কমলিনি ভমর ভুললা॥

ভবানীনাথ

১৮

॥ সুন্দর-সুহব ॥

নাব ডোলাব অহীবে
জিবইতেঁ ন পাওব তীরে
খর নীরে লো।
খেব ন লেঅএ মোলে
হঁসি হঁসি কী দহু বোলে
জীব ডোলে লো।
কিকে বিকে ঐলিহু আপে
বেঢলহু মোহি বড়ে সাপে
মোরে পাপেঁ লো।
করিতহু পর উপহাসে
পরলিহু তন্হি বিধি-ফাঁসে
নহি আসে লো।
ন বুঝসি অবুঝ গোআরী
ভজি রহু দেব মুরারি
নহি গারী লো।

ভবানীনাথ হেন ভানে
নৃপ দেব যত রস জানে
নব কাহ্নে লো ॥

গোবিন্দদাস

১৯

॥ মঙ্গলী-ধনছী ॥

অগর উগার গারি মৃগমদ-রস
কএ অনুলেপন দেহ
চললি তিমির মিলি নিমিষেঁ অলখ ভেলি
কাচ-কসনি মসি-রেহ।
হে মাধব, হেরহ হরখি ধনি চান উগল জনি
মহি-তলেঁ মেটি কলঙ্ক
ঘর গুরুজন হেরি পলটতি কত বেরি
সংসমুখি পরম সসঙ্ক।
তুঅ গুণগণ কহি এঁানলি অসাহি টারি
দৈএ ত্রমুখি বিসবাস
তেঁ পরি পরাইঅ জেঁ পুনু পাবিঅ
পর-ধন বিনু পরয়াস।
জপল জনম সত মদন-মহামত
বিহি সুফলিত করু আজ
দাস গোবিন্দ ভন কংসনরাএন
সোরমদেবি-সমাজ ॥

যশোধর

২০

॥ ধনছী-মালব ॥

তোঁহে হম পেম কএঁ দুরে উপজল
সুমরবি সে পরিপাটী
আবে পর-রমণি-রঙ্গরস ভূললা হে
কওঁন কলা হমে ঘটী।
ভমর-বর, মোরে বোলে বোলব কহ্নাই
বিরহ-তপ্ত জদি জান মনোভব
কী ফল অধিক জনাই।
সুনিঞ সুমেরু সাধুজন তুলনা
সব কাঁ মহিমা ধাঁনে
তহ্নি নিঞ লোভেঁ ঠাম জদি ছাড়ব
গরিমা গহবি কওঁনে।
পুরুষ হৃদয় জল দুঅও সহজেঁ চল
অনুবাধেঁ বাধেঁ থিরাহ
সে জদি ন থিরেরহ সহসে ধারেঁ বহ
উঁচ ও নীচ পথে জাই।
ভনই জসোধর নব-কবিশেখর
পুহবী তেসর কাঁহা
সাহ হুসেন ভৃঙ্গ-সম নাগর
মালতি-সেনিক তাঁহা॥

“কবিশেখর”

২১

॥ দেশীয়-বরাড়ী ॥

আনন লোদুঞ বচনে বোলএ হঁসি
অমিঞ বরিস জনি সরদ পু নমা-সসি।
অপরুব রূপ-রম নঞাঁ
জাইতে দেখলি গজরাজ-গমনিঞাঁ। ধ্রু।
কাজরেঁ রঞ্জিত ধবল নয়নবর
ভমর মিলল জনি অরুণ কমলদল।
ভান ভেল মোহি মাঝ খীন ধনি
কুচসিরিফল-ভরেঁ ভাঁগি জাতি জনি।
কবিশেখর ভন অপরুব রূপ দেখি
রাএ নসরদ সাহ ভজলি কমলমুখী॥

ভীষ্ম

২২

॥ পর্বতীয়-বরাড়ী ॥

সসধর সহস: সার বটুবাব
তৈঅও ন বদন পটন্তর পাব।
দেখ দেখ আই
সরগক সরবস উরবসি জাই। ধ্রু।
বিবিধ বিলোকন অতি অভিরাম
মনহু ন:অবতর নয়ন উপাম।
নিক নিক মানিক অরুনিম জ্যোতি
সহজে ধবল দেখিঅ গজমোতি।

এাতর রাত মজাএ অতি সেত
ঐসন দসন তুলনা কে দেত।
কাঞ্চিক অরচি[১] রোমাবলি ভাস
উপরঁ তরল হরাবলী ফাঁস।
কর কৌশল মনমথ মন লাএ
কুচ সিরিফল নহি হোঅএ নবাএ।
করিতর উরু উপমা নহি পাব
অপনহি লাজেঁ সঙ্কোচি নুকাব।
হরিহর প্রনমিএ[২] ভীষম ভান
প্রভাবতি-পতি জগনরায়ন জান॥

২৩

॥ মলারী-কেদার ॥

কীর কুটিলমুখ [ন বুঝ বেদন দুখ
বোল বচন পরমানে]
বিরহ-বেদনেঁ দহ কোকক করুণ সহ
সরূপ কহত কে আনে।
হরি হরি মোরি উরবসি কী ভেলী
জো হইত ধাবঞো কতহু ন পাবঞো
মুরছি খসঞো কত বেরী। ধ্রু।
গিরি-নদি-তরুঅর কোকিল ভমরবর
হরিণ হাথি হিমধামা
সবক পরঞো পৈঞো সবে ভেল নিরদএ
কেঅও ন কহএ তসু নামা।

১ পাঠ "রচি"। ২ ঐ "প্রণমিএ"।

মধুর মধুর ধুনি নেপুর-রব স্থনি
ভমঞো তরঙ্গিনি-তীরে
মোরেঁ করমেঁ কল- হংস নাদ ভেল
নয়ন বিমুঞ্চঞো নীরে।
হরি [হর নতি করি চরণ][১] সাখি ধরি
কবি ভীষম এহো ভানে
প্রভাপতিদেই-পতি মোরঙ্গ-মহীপতি
নৃপ জগনরাএন জানে ॥

গজসিংহ

২৪

॥ করুণা-মালব ॥

যুগল-শৈল সিঁম হিমকর দেখল
এক কমল দুই জ্যোতি রে
ফুলল মধুরি-ফুল সিন্দুরে লোটাএল
পাঁতি বৈসলি গজমোতি রে।
আজ দেখল জত কে পতিআএত
অপুরুব বিহি নিরমান রে
বিপরিত কনক-কদলি-তরেঁ শোভিত
থলপঙ্কজ-কে রূপ রে।
গজসিংহ ভন এহু পুরব-পুন তহ
ঐসনি ভজএ রসমন্ত রে
বুঝএ সকল রস নৃপ পুরুষোত্তম
অসমতিদেই-কের কন্ত রে ॥

[১] বন্ধনীস্থিত পাঠ আনুমানিক যোজনা।

"কবি"-রতনাঞী

২৫

॥ ভোগিনী-আসাবরী ॥

কনক-লতা অরবিন্দা
মদনা মাঁজরি উগি গেল চন্দা।
কেও বোল ভময় ভমরা
কেও বোল নহিঁ নহিঁ চলয় চকোরা।
কেও বোল সৈবালেঁ বেঢ়লা
কেও বোল নহিঁ নহিঁ মেঘ মিললা।
সংশএ পরু জন মহী
বোল তোর মুখ সম নহীঁ।
কবি-রতনাঞী ভানেঁ
সক কলঙ্ক দুঅও অসমানে।
মিলু রতি মদন-সমাজা
দেবলদেবী লখনচন্দ রাজা ॥

জীবনাথ

২৬

॥ মনমোদ-রাজবিজয় ॥

সখি মধুরিপু সন কে কতএ সোহাঞোন
জে দিঅ তস্থিক উপাম হে
তসু মন নেঞোছন সরদ-সুধানিধি
পঙ্কজ কে লেত নাম হে।
সখি আজ মধুরিপু দেখল মোঞে হটিআ
লোচন জুগল জুড়এলা। ধ্রু।

অধ বাঁহি লোচনে জখনেঁ নিহারলন্হি
বাঁক কইএ ভোঁহ-ভঙ্গা
তখন্হুক অবসর জাগল পঁচসর
থানেঁ থানেঁ গেল অঙ্গা।
দরসন-লোভে পসার দেল হমেঁ
সখিমুখে সুনি বড় রসী
তখনে উপজু রস ভেলিহুঁ পরবস
বিসরলি দুধহুঁ কলসী।
দানকল্পতরু মেদিনি অবতরু
নৃপ হিন্দূ সুলতানে
মেধাদেই-পতি রূপনরাএন
প্রণবি জীবনাথ ভানে॥

ধরণীধর

২৭

॥ মোরঙ্গিআ-কোড়ার ॥

রিতুরাজ আজ বিরাজে হে সখি নাগরী-গণ-বন্দিতে
নবরঙ্গ নবদল দেখি উপবন সহজ সোভিত কুসুমিতে।
আরে কুসুমিত কানন কোকিল-সাদ
মুনিহুঁক মানস উপজু বিষাদ॥

সাজনি হম পতি নিরদয় বসন্ত
দারুণ মদন নিকারুণ কন্ত॥ ধ্রু ॥

অতিমত্ত মধুকর মধুর রব কর মালতী মধুসঞ্চিতে
সমঞে কন্ত-উদন্ত নহি কিছু হমহি বিধি-বস-বঞ্চিতে।
বঞ্চিত নাগরী সেহে সংসার
এহি রিতু পহু সঞো ন করু বিহার॥

অতি হাব-ভাব মনোজ মারএ চণ্ড' রবি সসি ভানএ
পুরুব-পাপ সন্তাপ জত হোঅ মন মনোভব জানএ।
জারএ মনসিজ মান সর-সাঁধি
চাঁদমেঁ দেহ চৌগুণ হোঅ ধাধি॥

সবে ধাধি আধি বেআধি জাইতি করিঅ ধৈরজ কামিনী
সুপহু মন্দির তোরিত জাএত সুফলে জাইতি জামিনী।
জামিনী সুফলে জাইতি অবসান
ধৈরজ কর ধরণীধর ভাঁন॥

২৮

শ্যামসুন্দর

॥ শঙ্কক-নাট ॥

দূরহি উরু রহল গহি ঠাম
চরণে পাওল থল কমল উপাম।
সেদ-বিন্দু পরিপূবল দেহ
মোতিম'ফরলি সৌদামিনি রেহ।
সংকেত নিকেত মুরারি নিহারি
অপনি অধিনি নহি রহলি এ নারি।
পুলকিত ভেল পয়োধর গোর
দগধ মদন পুনু ঞাকুর তোর।

বজইতেঁ বচন ভেল সর-ভঙ্গ
কদলীদল জকেঁ কাঁপএ অঙ্গ ।
রসময় শ্যামসুন্দর কবি গাব
সকল অধিক ভেল মনমথ-ভাব ।
কৃষ্ণনরাএণ ঈ রস জান
কমলাবতি-পতি গুনক নিধান ॥

বংশমণি

২৯

আধ মৌলি-মণ্ডন ফুলমালে
আধ তরঙ্গিত সুরসরি-ধারে ।
আধ ভালক তিলক নব-ইন্দু
আধ সোহাএো সিন্দুর-বিন্দু ।
কোমল বিকট চরণ দুহু চারী
অপরুব নাচ করথি তিপুরারি ।
এক দেহ অধ পুরুষ-দারা
তেতিশ কোটি দেব দেখ নিহারা ।
সুকবি বংশমণি এসু রস গাবে
সেবি দেব হর কী নহি পাবে ॥

লোচন

৩০

॥ রাঘবীয়-বরাড়ী ॥

আনন্দ-কন্দা
পুনিমক-চন্দা
সুমুখি-বদন তহ মন্দা ।

অধরে মধুরী
সামরি স্থন্দরী
বিহসি জিনএ সিত কুস্থমসিরী ।
পথ মিললি ধনী
দামিনী গনি
ব্রজরাজ-জনী । ধ্রু ।
চিকুর চামরা
মুদির সামরা
নলিন নয়ন স্থখকরা ।
কাম-রমণী
জঁহিনি তঁহিনী
দসন চমক জনি হীর-কনী ।
উকুতি বেকতী
বুঝলি জুগুতী
কামিনী মনবতি পতী ।
হরি অভিমানী
মনএ অনুমানী
মিলএ চললি রসে রাস-বনী ।
বিজুরি উজরী
রজনি গুজরী
দূতি দোসরি অগুসরী ।
লোচন-বাণী
স্থতনু সয়ানী
কন্ত ভজলি গজরাজ-গনী ॥

দীপিকা

১

এটি এবং নীচের তিনটি পদ উমাপতি-ওঝার পারিজাতহরণ নাটক থেকে নেওয়া।

২

চানক = চাঁদের। সুমতি = সুমন্ত্রী।

তর = তলে। হুনকর = ওঁর।

৩

পদটি ভাব পরবর্ত্তী কালে বিদ্যাপতির ও অপরের ভনিতায় একাধিক পদে অনুবৃত্ত হয়েছে।

সহস = সহাস্য। সাজনি = ভালোমানুষের মেয়ে, সই।

৪

পদটি রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পেয়েছিলেন বিদ্যাপতির ভনিতায়। সেই থেকে বিদ্যাপতির বলেই চলছে।

বহলি = বহে গেল। সগরি = সকল। মুনি = মুদ্রিত। মূনল = মুদ্‌লে।

৫-২৮

রাগতরঙ্গিণী থেকে।

৫

পদটি সাধারণ আদিরসের কবিতা, কৃষ্ণলীলার সঙ্গে কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই।

তুলনীয়, ধ্বস্তঃ কেন বিলেপনং কুচযুগে কেনাঞ্জনং নেত্রয়ো
রাগঃ কেন তবাধরে প্রমথিতঃ কেশেষু কেন স্রজঃ।...

কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়

নবনখপদমঙ্গং গোপয়স্যংশুকেন
স্থগয়সি পুনরোষ্ঠং পাণিনা দন্তদষ্টম্।
প্রতিদিশমপরস্ত্রীসঙ্গশংসী বিসর্পন্
নবপরিমলগন্ধঃ কেন শক্যো বরীতুম্॥

মাঘ

৬

এটিও সাধারণ আদিরসের কবিতা।

সসন = শ্বসন, বায়ু। তর = তলে।

৭

রাধাকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের পদ।

সোভাও = সোভাগ্য। আইতি = আস্‌তে। ভেলি = হলুম। আবে = এখন।

৮

ধনিকক = বড় লোকের। বাপুর = বাপুড়া, কাঙাল। রাখব = রাখতে হবে।

৯

তুলনীয়, কঞ্চনরেহা মন্দিরমজ্‌ঝে
পেক্‌খহ বালা লিহই ভুঅঙ্গং।
নহি নহি বল্লহ এখ ভুঅঙ্গো
বুজ্‌ঝহ উভরল বেণিবিভঙ্গং॥

আনন্দধর

লুর = লোটায়। কেঅও, ছন্দের অনুরোধে "কেও" পড়তে হবে। তাকএ = তর্কয়তি, দেখে। সাঁস = শ্বাস। উসসি = উচ্ছ্বসিত হয়ে।

১০

তুলনীয়, গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা,
লক্ষান্তরে ভানুরথাপ্সু পদ্মম্।
দ্বিলক্ষদূরে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥

১১

পদটির ভাষায় ও ছন্দে বাংলার রেশ বেশ রয়েছে। এটি কোন বাংলা পদের রূপান্তর বলে মনে হয়।

ছইলরি = বিদগ্ধের। কজ্জা = কাজ। অরথিত = অর্থিত, যাচা।

১২

বাল ঁভ = বল্লভ, প্রিয়। জিতব = যাতব্য, যাবে। তোহহুঁ = তোমরা। দেহুহ্নি = দাও। এলী = এড়ি, ছেড়ে। হুহ্নি ঁ = উনি।

১৩

পদটি কৃষ্ণলীলার নয়। প্রবাসী শিবসিংহকে উপলক্ষ্য করে লখিমা-দেবীকে সান্ত্বনা দেবার ইঙ্গিত শেষ ছত্রে আছে,—শিবসিংহ লখিমাদেবীর প্রিয়, তিনি এসে মিলতে ভুলবেন না।

মারুঅ = মালব অথবা মরু ; সম্ভবত ঢোলা-মারুর অথবা মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী অনুসারে। অভাগলি = অভাগিনি। জৈতহু = যেতুম। বিহরি = বিহ্বলিত হয়ে, বিগ্‌ড়ে। বিছুরল = বিচ্ছিন্ন হল। চকেবা-জোর = চক্রবাকযুগল। সাল = শল্য। লোলিনী = সখীর নাম। মোহি = আমাকে। দেহে = দেওয়া হোক। অগিহর = অগ্নিগৃহ, জৌহর। আএ মিলত = এসে মিলবে।

১৪

সীতার বারমাসিয়া-বিরহবর্ণনা। পদটি খণ্ডিত। সব মাসের বা ঋতুর কথা নেই। কালের পৌর্বাপর্য্যও ঠিক নেই। লোচন পদটিকে বিদ্যাপতির বলে নির্দেশ করেছেন। বিদ্যাপতির রচনা না হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় ছত্রের সঙ্গে তুলনীয় প্রাকৃতপৈঙ্গলের একটি কবিতার এই ছত্র,

দিসই বলই হিঅঅ ডুলই হমি একলি বহু।

বালভ = বল্লভ। তমোল = তাম্বুল। তাপন = অগ্নিসেবন। বূঁদ = বৃষ্টি-বিন্দু। সদন্দ = সদ্বন্দ্বে, সরবে।

১৫

বরবেশী অর্দ্ধনারীশ্বর শিবের ব্যাজস্তুতি। ধ্রুবপদ অবধি অংশ মেনকার অথবা গৌরীর সখীর উক্তি, তার পর শিবের উত্তর। আর একটিপদে (গুপ্ত "হরগৌরী" ১১) "চন্দনদেবীপতি বৈজল দেবা"-র উল্লেখ আছে।

অধঁগ = অর্দ্ধাঙ্গে। ধইলি = ধরা রয়েছে। গারি = আগারিক, ঘরের অবস্থা। গাঁগ = গঙ্গা। মনৌলিহে = মানানো হল। বোধ হয় ঠিক পাঠ হবে—"গিরি-জাক লাগি গাঁগ মনৌলিহে"। ককে = কিজন্যে। খিখিআএল = উদ্ভাসিত হয়েছে। চন্দল = নিজের নাম হতে পারে, পিতৃবংশের নামও ("চন্দেল্ল") হতে পারে।

১৬

পদটিতে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে। বাংলার প্রভাব রয়েছে বেশি রকম। কবি কি মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী অথবা বাংলা-তীরহুত সীমান্তের অধিবাসী ছিলেন? বিষয় হচ্ছে সখী নিয়ে রাধা গেছেন বৃন্দাবনে ফুল তুলতে, মালিক কৃষ্ণ এসে ভর্ৎসনা করছেন।

তোরএ = তুলতে। অছোবসি = আছাড়িস, ছাড়িস। গরুবি = বিশেষ। ডিঠি = চোখ। দেখাইতেঁ = দেখিয়ে। লাথ (মুদ্রিত পাঠ নাথ) = ছলনা।

১৭

ভনিতায় আলমসাহ যদি আজম-শাহের ভুল পাঠ হয় তবে এখানেও "গ্যাসদীন" সুলতানেব উল্লেখ পাচ্ছি।

অভিরানি = আভীরিণী। আরত = আলতা, রক্তরাগ। পবার = প্রবাল। নবি = নূতন। পনারি = পদ্মনালিকা, পদ্মিনী। কঞোনে = কে।

১৮

নৌকাবিলাসের পদ। ছন্দে বেশ বৈচিত্র্য আছে।

ডোলাব = দোলায়। অহীরে = অধীর ভাবে। খেব = খেয়া। মোলে = মূল্যে। দহু = দেব, দাও। কিকে = কেন। ঐলিহুঁ = এলুম। বড়ে সাপে = বোড়া সাপে বা বড় সাপে। নহি গারী = গালি বা কলঙ্ক হবে না। কাহে (ছন্দের জন্যে পড়তে হবে "কানে") = কৃষ্ণ।

১৯

রাধার তিমিরাভিসারের বর্ণনা।

আগর = অগুরু। উগার = উদ্গার। গারি = বার করে। কাচ-কসনি =

কষ্টিপাথরে। চান = চাঁদ। মেটি = গায়ে মেড়ে, অথবা বিহীন হয়ে। অসাহি = অসাধ্য। টারি = টেলে, জোর করে। দৈএ = দেওয়া হোক। পরাইঅ = পরার্দ্ধিক (?), ধন্য। পরয়াস = প্রয়াস। মহামত = মহামন্ত্র।

২০

ভ্রমরদৌত্যের পদ। প্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি রাধার উক্তি।

আবে = এখন। ঘাটী = কম। অনুবধেঁ = অনুবন্ধে, মিনতিতে। বাধেঁ = বাঁধ দিলে। থিরাহ = স্থির হয়। সহসেঁ ধারেঁ = সহস্রধারে। তুলনীয়, "ত্বং চেৎ নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিষেদ্ধুং ক্ষমঃ"। পুহবী = পৃথিবীতে। তেসর = তৃতীয় ব্যক্তি। সেনিক = শ্রেণীর।

২১

সাধারণ তরুণী নায়িকার বর্ণনা। পদটি নরহরি-চক্রবর্ত্তীর গীতচিন্তামণিতেও আছে। পদকল্পতরুতে আছে বিদ্যাপতি-ভনিতায় এবং বিকৃত পাঠে। এই বিকৃত পাঠই নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নিয়েছেন।

লোনুঞ = লাবণ্যময়। ভান = ভ্রম।

২২-২৩

কবি ভীষ্মের এই পদ দুটি উর্বশী-কাহিনী ঘটিত কোন নাটগীতির মধ্যে ছিল বলে মনে করি।

২২

সহস = সহস্র। বটুরাব = বাঁটলে অথবা সঞ্চয় করলে। পটন্তর = অঞ্চলপ্রান্ত, ঈষৎ পরিমাণ। নিক = সুন্দর। ঞাতর = অন্তর। রাত = রক্ত। মজলেঁ = মার্জ্জিত। অরচি = অর্চ্চিতে, দীপ্তিতে। প্রণামএ (পাঠ প্রণয়িএ) = প্রণাম করে।

২৩

কোকক = চক্রবাকের। জো হইত = যার জন্যে। কতহু = কোথাও। পরঞোঁ = পড়ি। পৈঞোঁ = পায়ে।

২৫

সংশয় অলঙ্কারের সাহায্যে তরুণীর রূপবর্ণনা। পদটির একটি পাঠান্তর বিদ্যাপতি-ভনিতায় নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত উদ্ধৃত করেছেন (১৭)।

মদনা মাঁজরি = মদনমঞ্জরীতে। পরু — পড়ল। বোল = বলে।

২৬

রাধার পূর্বরাগ-বর্ণনা।

সোহাঞোন — শোভাময় বস্তু। মন = মনাক্, ঈষৎ। অধ (পাঠ "অধর") — — অর্দ্ধ। বাঁহি = বাম। বাঁক কইএ = বাঁকা করে।

২৭

স্তবকের গঠনে ছন্দের বৈচিত্র্য আছে। স্তবকের প্রথম অর্দ্ধের শেষ পদ অনুবৃত্তি করে দ্বিতীয় অর্দ্ধ শুরু হয়েছে।

সাদ = শব্দ। জারএ = জ্বালে। সর-সাঁধি (পাঠ "সাধি") = শর সন্ধি। ধাধি = দগ্ধ।

২৮

রাধার প্রথমপ্রণয়ভীরুতার বর্ণনা।

রহল গহি ঠাম = স্থান নিয়ে রইল, নিশ্চল হল। ফরলি — স্ফুরিত হল। এাকুর = অঙ্কুর। তোল = তুললে, বেরল। বজইতেঁ — বলতে।

২৯

গীতদিগম্বর-নাটক থেকে। অর্দ্ধনারীশ্বর-বন্দনা।

৩০

রাগতরঙ্গিণী থেকে। রাধার রাস-অভিসার বর্ণনা।

জিনএ = জয় করে। জঁহিনি তহিনী — যেমন তেমন, অর্থাৎ পরাস্ত। কনী = কণিকা। মনবতি — মনের মত। এনুমানী = অনুমান করে। তুলনীয় জয়দেবের পদাংশ, "হরিরভিমানী রজনিরিদানীমিয়মপি যাতি বিরামম্"। গনী — গমনী।

বিত্তাপতির অবহট্‌ঠ কবিতাদ্বয়

১

চলিঅ তক-
　　তান সুর-
　　　　তান ইব-
　　　　　　রাহিমো
কুরুম ভণ
　　ধরণী সুণ
　　　　বহণ-বল
　　　　　　নাহি মো।
গিরি টরই
　　মহি পড়ই
　　　　নাগ-মন
　　　　　　কম্পিআ
তরণি-রথ
　　গগন-পথ
　　　　ধূলি-ভরে
　　　　　　ঝম্পিয়া।
তবল সত
　　বাজ কত
　　　　ভেরি ভরে
　　　　　　ফুক্কিআ
পলঅ-ঘণ
　　বজ্জ-সম
　　　　ইঅর-বল
　　　　　　লুক্কিআ।

তুলুক লখ
হরখেঁ হস
অগ্গি ধস
ফালহী
মার ধর
মারি কর
কড়্ঢি কর-
বালহী ।

মঅগলই
পঅ পলই
ভোগি চলই
জংখনে
সত্তু-ঘর
উপজু ডর
নিন্দ নহি
ঝংখনে ।

খগ্গ লই
গব্ব কই
তুলুক জবেঁ
জুজ্ঝই
অপি সগর
স্থর-নগর
সংক পল
মুজ্ঝই ।

সোখি জল
কিঅউ থল
পত্তি-পঅ-
ভারহী
জানি-ধুঅ
সংক হুঅ
সঅল-সং
সারহী।

কেলি করি
বাঁধি ধরি
চরণতল
অপ্পিআ
কেলি পর
নেমি কর
অপ্প-করে
থপ্পিআ।

চৌ-সাঅর অন্তর
দীগ দিগন্তর
পাতিসাহ দিগ-
বিজয় ভম
দুগ্গম গাহন্তে
কর চাহন্তে
বেবি সথ সং-
পলই জম॥

২

অনল-রন্ধ্র-কর
লক্‌খণ-নরবই
সক্ক সমুদ্দ-কর-
অগিনি-সসী
চইত কারি ছঠি
জেঠা মিলিও
বার বেহপ্পই
জাউ[১] লসী।
দেবসিংহ জউ
পুহবী ছড্‌ডই
অদ্ধাসন সুর-
রাঅ সরু
দুহু সুরতান
নিদই অব সোঅউ
তপনহীন জগ
তিমিরে ভরু।
দেখহু ও
পুহবীকে[২] রাজা
পৌরুস-মাঝ
পুন্ন-বলিও
সত-বলই গঙ্গা-
মিলিতকলেবর
দেবসিংহ সুর-
পুর চলিও।

১ পাঠ জাউ। "যাম" শব্দ মূল ধরেছি। "লসী" রশ্মি শব্দ থেকে হতে পারে। ২ পাঠ "পৃথিমীকে"।

একদিস জবন
সকল বল চলিও
একদিস জম-
রাঅ চরু

দুহুএ দলটি
মনোরথ পূরও
গরুএ দাপ সিব-
সিংহ করু।

সুরতরুকুসুম
ঘালি দিস পূরেও
দুন্দুহি সুন্দর
সাদ ধরু

বীরছত্র দে-
খনকো কারণ
সুরগণ-সোভেঁ
গগন ভরু।

আরম্ভিঅ অন্-
তেট্টি মহামখ
রাজসূঅ অস[১]-
মেধ জহাঁ

পণ্ডিতঘর আ-
চার বখাণিঅ
যাচককাঁ ঘর-
দান কহাঁ।

[১] পাঠ "অশ্বমেধ"।

বিজ্জাবই কবি-
বর এহু গাবএ
মানব-মন আ-
নন্দ ভও

সিংহাসন সিব-
সিংহ বইট্‌ঠও
উছবই বইরস
বিসরি গও

অবহট্‌ঠ কবিতাদ্বয়ের অনুবাদ

১

কীর্ত্তিলতা থেকে। জৌনপুরের সুলতান ইব্‌রাহিমের বিজয়-অভিযানের বর্ণনা। অপভ্রংশের এই ছন্দটি উড়িয়া কবিদের খুব প্রিয় হয়েছিল।

রাজ-আড়ম্বর নিয়ে সুলতান ইব্‌রাহিম চলেছেন। কূর্ম বলছেন, ধরণী শোন—তোমাকে বইবার আমার বল নেই। গিরি টলে ভূমিসাৎ হয়, মন হয় কম্পিত। সূর্য্যের রথ গগনপথে ঝাঁপা পড়ে (বাহিনীপদোত্থিত) ধূলিভরে। কত শত তবল বাজে, ভেরী ফোঁকা হয় জোরে প্রলয়-মেঘের বজ্রনাদের মত। বিপক্ষের সেনা লুকিয়ে পড়ে। (তা) লক্ষ্য করে (অথবা লক্ষ লক্ষ) তুরুক হর্ষে হাসে, (তাদের তলয়ারের) ফলা থেকে যেন আগুন বেরয়। মার-ধর করে (লোককে শেষে) মেরে ফেলে কটির করবালে। মদবারি বর্ষণ করতে করতে হস্তিঘটা যখন চলে (তখন) ঝঞ্জন শব্দে শত্রুর ঘরে ঘুম আসে না। খড়্‌গ নিয়ে গর্ব করে তুরুক যখন যুদ্ধ করে, (তখন) এমন কি সকল সুর-নগরও শঙ্কায় পড়ে মোহ পায়। জল শুখিয়ে স্থল হয় পদাতির পদভরে। সকল সংসারে বৌ-ঝির হয় শঙ্কা। খেলার ছলে বেঁধে ধরে (সুলতানের) চরণতলে অর্পণ করে। খেলার পর ভাগ করে অপরের (?) হাতে স্থাপন করে। চতুঃসমুদ্রাবচ্ছিন্ন দিক্‌দিগন্তরে পাতিশাহ দিগ্‌বিজয় ভ্রমণ করছেন দুর্গম স্থান দখল করতে করতে কর চাইতে চাইতে। যম দুদিকেই শঙ্কায় (?) পড়ল॥

২

এই পদটি কীর্ত্তিপতাকার বলে মনে করি। দেবসিংহের পরলোকগমনের ও শিবসিংহের সিংহাসনপ্রাপ্তির বর্ণনা। তখনকার দিনে পশ্চিম ভারতে যে অবহট্‌ঠ ঐতিহাসিক কবিতা—"পিঙ্গল"—রচনার প্রথা ছিল বিদ্যাপতি তারই অনুসরণ করেছেন কীর্ত্তিলতায় ও কীর্ত্তিপতাকায়।

অনল (৩) রন্ধ্র (৯) কর (২) লক্ষ্মণ-নৃপতি (বৎসর), সমুদ্র (৪) কর (২) অগ্নি (৩) শশী (১) শকাব্দ, চৈত্র (মাস), কৃষ্ণ (পক্ষ), ষষ্ঠী (তিথি), জ্যেষ্ঠা (নক্ষত্র) মিলিত হয়েছে, বার বৃহস্পতি, যাম সপ্তম (?)। (এমন ক্ষণে) দেবসিংহ যখন পৃথিবী ছাড়লেন (তখন) সুররাজ অর্দ্ধাসন সরে গেলেন। দুই সুলতান এখন নিদ্রায় শুলেন, তপনহীন জগৎ তিমিরে ভরল। দেখ ও পৃথিবীর রাজা পৌরুষ-মাঝে পুণ্য-বলবান্। সত্ত্বলে গঙ্গায় মিলিত দেহ হয়ে দেবসিংহ সুরপুরে চললেন। এক দিকে যবনের সকল বাহিনী চলল, অপর দিকে যমরাজ। দুই দলেরই (?) মনোরথ পূর্ণ হল ; শিবসিংহ গুরু দর্প করুন। পারিজাত কুসুম ছড়িয়ে দিগন্ত পূর্ণ হল, দুন্দুভি সুন্দর শব্দ ধরল। বীরছত্র দেখবার জন্যে সুরগণের শোভায় গগন ভরল। আরম্ভ হল অন্ত্যেষ্টি মহাযজ্ঞ রাজসূয়-অশ্বমেধের মত (আড়ম্বরে)। পণ্ডিতেরা আচাব ব্যাখ্যা করতে লাগলেন, যাচকদের ঘট-দান কই ? বিদ্যাপতি কবিবর গাইছেন, মানবের মনে আনন্দ হল। শিবসিংহ সিংহাসনে বসলেন। উৎসবে শোক ভুলে গেল॥

মীরার দুটি পদের অনুবাদ

১

সখি আমার ঘুম হয়েছে নষ্ট। প্রিয়ের আগমন পথ পানে চেয়ে চেয়ে সারা রাত ভোর হয়ে গেল। সব সখী মিলে আমাকে কত শিক্ষা দিলে, আমার মন কিন্তু তাদের একটি কথাও মানলে না। প্রিয়কে না দেখে পলক পড়ে না, আমার জীবন এমনি নিশ্চল হয়ে গেছে। অঙ্গে অঙ্গে আমার ব্যাকুলতা, মুখে শুধু "প্রিয় প্রিয়" বাণী। অন্তরে আমার বিরহের বেদনা, সে পীড়া কেউ বোঝে না। চাতক যেমন ঘন ঘন ডাকে, জল ছাড়া মাছ যেমন, ব্যাকুল বিরহিণী মীরাও তেমনি বুদ্ধিশুদ্ধি সব হারিয়েছে ॥

২

তুমি চেঁচিও না মা, সাধুর দর্শন আমি পেয়েছি। আমার হৃদয়ে রামনাম বসেছে, অন্তকরণ আমার মদমত্ত।

মা বলে,—ঝিউড়ী শোন, কেন মাথা গরম করছ। লোকে শুয়েছে সুখনিদ্রায়, তুমি কেন ঘুম ভুলেছ ?

দুনিয়া পাগল হয়েছে, তাদের রাম-ভাবনা নেই। যার হৃদয়ে হরি বাস করে তার তো নিদ্রা আসে না। বর্ষাশেষের ডোবা যেমন, তার জল কেউ খায় না। হরিরূপ নহরে সদা অমৃত রস বইছে, তারই আশা করতে হয়। রামজীর সুরঙ্গ রূপ, তাঁরই মুখ চেয়ে বাঁচতে হয়। মীরা ব্যাকুল বিরহিণী, প্রভু, তাকে নিজের করে নাও ॥

সঙ্কেত

ই = ইণ্ডিয়া অফিসের পুথি।

গ = ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের পুথি।

মিত্র = রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবরণী।

পুনশ্চ

পৃষ্ঠা ২। ভারতের পূর্ব্ব অঞ্চলে প্রচলিত অবহট্‌ঠে লেখা, "কলচুরি-কণ্ণফুলা" কর্ণদেবের প্রশস্তি দোহা, অনেকগুলিই পাই প্রাকৃতপৈঙ্গলে। এই দোহায় গৌড়রাজের ও ওড্রাধিপের বিরুদ্ধে কর্ণদেবের বিজয়-অভিযানের উল্লেখ রয়েছে,

জে গঞ্জিঅ গউলাহিবই রাউ
উদ্দণ্ড ওড্ড জস্থ ভএ পলাউ।
গুরুবিক্কম বিক্কম জিণিঅ জুজ্ঝ
তা কণ্ণ-পরক্কম কোই বুজ্ঝ॥

অর্থাৎ, যিনি গৌড়াধিপতি রাজাকে গঞ্জনা দিয়েছেন, উদ্দণ্ড ওড্র-সেনা যাঁর ভয়ে পালিয়েছে, যাঁর গুরু-বিক্রম যুদ্ধ বিক্রমকে হার মানিয়েছে, সেই কর্ণের পরাক্রম বোঝে কে।

আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করেছি। এটি হীর ছন্দে লেখা, কর্ণদেবের বিজয়বাহিনীর বর্ণনা। এটির সঙ্গে নিশিপাল ছন্দে লেখা বিদ্যাপতির পদটি (পৃষ্ঠা ৯১ দ্রষ্টব্য) তুলনীয়।

ধিক্ক দলণ থোঙ্গ দলণ তক্ক দলণ রিঙ্গএ
ণং ণ ণু কট দিঙ্গ ঢুকট রঙ্গ চল তু- রঙ্গএ।
ধূলি-ধবল দিগ্‌গ সঅল পক্খি পবল পত্তিএ
কণ্ণ চলই কুম্ম ললই ভুম্ম ভরই কিত্তিএ॥

এই অপভ্রংশ কবিতাগুলির মধ্যে কর্ণদেবের সভাকবি বিদ্যাপতির রচনা থাকা অসম্ভব নয়।

পৃষ্ঠা ৮। চণ্ডেশ্বরের আশ্রিত কবি হরিব্রহ্মের এই অবহট্‌ঠ কবিতায় মন্ত্রিবরের প্রশস্তি রয়েছে সেকালের কবিজনোচিত ভাষায়,

পিঅ পাঅ পসাএ দিট্‌ঠি পল
ণিহুঅ হসই জহ তরুণিজণ।

বিদ্যাপতি গোষ্ঠী

বরমন্তি চণ্ডেসর কিত্তি তুঅ

তথ দেকৃথি হরিবহ্ম ভণ ॥

অর্থাৎ, পাদপ্রসাদে ব্যগ্র প্রিয়ের উপর দৃষ্টি পড়লে তরুণীজন যখন নিভৃতে হাসে, সেই স্মিতশ্বেতিমায়—হে বরমন্ত্রী চণ্ডেশ্বর, তোমার কীর্তির উপমা দেখে হরিব্রহ্ম এই কথা বলছে।

পৃষ্ঠা ১৪। জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে ক্ষত্রিয় রাজকুলের তালিকায় "স্নুরুকি" বংশের উল্লেখ আছে (পৃ ৬১)।

পৃষ্ঠা ১৭ ২৬। "লখিমাদেই-রমান" শিবসিংহকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র ধরেছিলেন শিবসিংহ "লক্ষ্মীনারায়ণ" বলে।

পৃষ্ঠা ২৩। শ্রীযুক্ত গণেশচরণ বসু নিউ-ইণ্ডিয়ান্ অ্যান্টিকোয়ারি পত্রিকায় "বিদ্যাপতি" রচিত মনসাপূজা-বিষয়ক ক্ষুদ্র নিবন্ধ 'ব্যাড়িভক্তিতরঙ্গিণী'-র পরিচয় প্রকাশ করেছেন। পুথিটি অর্বাচীন, বিগত শতাব্দীতে লেখা, ময়মনসিংহ অঞ্চলে। বিদ্যাপতির সময়ে মনসাপূজা মিথিলায় অপ্রচলিত ছিল না। তবুও রচনাটিকে শুধু ভনিতার জোরেই বিদ্যাপতির বলে নেওয়া চলে না।

পৃষ্ঠা ৪১। হরিশ্চন্দ্র-নাট বা 'হরিশ্চন্দ্র-নৃত্য' কন্‌বাডি কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৯১)।

পৃষ্ঠা ৬১। "ত্রিংশতিকা" শব্দটির কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে হয় "ত্রিংশিকা"। "ত্রিংশিকা" ও "ত্রিংশতিকা" দুটি শব্দই বাংলায় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, সুতরাং ধ্বনিকোমলতার দোহাই দিয়ে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতের নজির মেনে ত্রিংশতিকা শব্দই ব্যবহার করেছি।

অনবধানজনিত প্রমাদ কিছু কিছু রয়ে গেছে বলে আশঙ্কা করি। তার মধ্যে গুরুতর হচ্ছে—"তাঁহার" ও "সংগ্রহীত" (পৃষ্ঠা ৪), "হইতেছে" (পৃষ্ঠা ২৩), "গীতিবাক্যের" (পৃষ্ঠা ৬০), "অহোনিরি" (পৃষ্ঠা ৭৩)। এগুলির শুদ্ধ রূপ যথাক্রমে "তাঁর", "সংগৃহীত", "হচ্ছে", "গীতিকাব্যের" ও "অহোনিশি"।

নির্ঘণ্ট



গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তিন খণ্ড)

বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা

ভাষার ইতিবৃত্ত

প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী

মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী

History of Brajabuli Literature

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল (প্রথম খণ্ড)
(শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মণ্ডলের সহযোগিতায়)

ইত্যাদি।